নোবেল সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

জন স্টেইনবেক

দ্য মুন ইজ ডাউন

BanglaBook.org

অনুবাদ ▪ প্রমিত হোসেন

দ্য মুন ইজ ডাউন

মূল : জন স্টেইনবেক

অনুবাদ : প্রমিত হোসেন

প্রচ্ছদ : গেন্নাদি নভোবিলভ/প্রমিত হোসেন

ISBN 984-833-043-7

দ্য মুন ইজ ডাউন (চাঁদ ডুবে গেছে) উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সৈন্যদের দখল করে নেয়া নরওয়ের ছোট্ট একটি শহরের কাহিনী। তবে নরওয়ে বা জার্মানির নাম উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এ কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপে তা দেখানো হয়েছে। অসাধারণ এ উপন্যাসটি নাৎসি জার্মানি অধিকৃত ইউরোপে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফ্যাসিস্ট ইতালিতে কারও কাছে এ বই পাওয়া গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাস আর নিষ্ঠুরতা দিয়েও বইটির বিপুল পাঠকপ্রিয়তা দমন করা যায়নি। দ্য মুন ইজ ডাউনের প্রতীকধর্মিতা এতই প্রবল যে, বইটি পড়তে গিয়ে মনে হবে এ যেন বর্তমান ইরাকের ঘটনা। এই প্রতীকধর্মিতার জন্যই দ্য মুন ইজ ডাউনের আবেদন সার্বজনীন, সর্বকালীন।

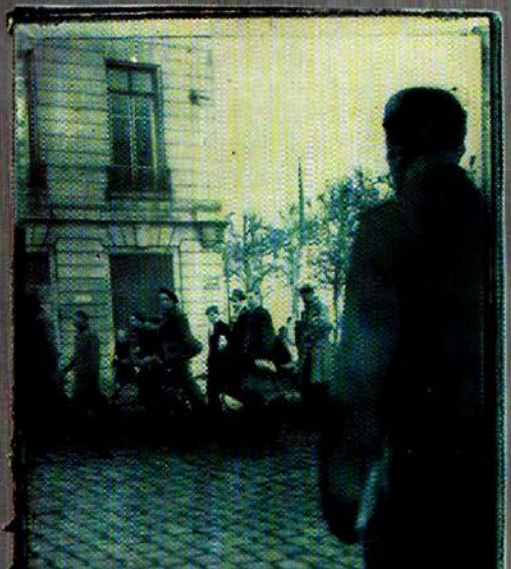

জন স্টেইনবেক ১৯০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার স্যালিনাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল ভেতরে একটা উর্বর কৃষিপ্রধান উপত্যকায় বড় হয়ে ওঠেন – যা পরবর্তী সময়ে তার কয়েকটি সেরা উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। ১৯১৯ সালে পড়াশোনা করতে যান স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডিগ্রি না নিয়েই ১৯২৫ সালে বেরিয়ে আসেন। পরের পাঁচ বছর শ্রমিক এবং নিউইয়র্ক সিটিতে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। এই পুরো সময় ধরে চলতে থাকে তার প্রথম উপন্যাসের কাজ, *কাপ অব গোল্ড* (১৯২৯)। এরপর প্রকাশিত হয় তার উপন্যাস *দ্য পেসচারস অব হেভেন* (১৯৩২) এবং *টু এ গড আননোন* (১৯৩৩)। কিন্তু সাফল্য, অর্থ ও জনপ্রিয়তা আসে *টরটিলা ফ্ল্যাট* (১৯৩৫) থেকে। সারাজীবনই নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন স্টেইনবেক। ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রমজীবিদের নিয়ে লিখেছেন উপন্যাস *ইন ডিউবিয়াস ব্যাটল* (১৯৩৬), *অব মাইস অ্যান্ড মেন* (১৯৩৭), *দ্য গ্রেপস অব রেথ* (১৯৩৪), সামুদ্রিক জীবন নিয়ে *সী অব কর্টেজ* (১৯৪১), যুদ্ধ নিয়ে *বম্বস অ্যাওয়ে* (১৯৪২) এবং বিতর্কিত *দ্য মুন ইজ ডাউন* (১৯৪২)। স্টেইনবেক জীবনের শেষ কয়েক বছর নিউইয়র্ক সিটি ও স্যাগ হারবারে কাটান তৃতীয় স্ত্রীকে নিয়ে। তার অন্যান্য রচনার মধ্যে *ক্যানারি রো* (১৯৪৫), *দ্য ওয়েওয়ার্ড বাস* (১৯৪৭), *দ্য পার্ল* (১৯৪৭), *এ রাশিয়ান জার্নাল* (১৯৪৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান স্টেইনবেক। ১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জন স্টেইনবেক

দ্য মুন ইজ ডাউন

(চাঁদ ডুবে গেছে)

অনুবাদ প্রমিত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্যধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা) ঢাকা-১১০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্য মুন ইজ ডাউন
স্টেইনবেক

দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০০৮
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক ২০০৮

প্রকাশক: মো. মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৭১২ ৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
পরিবেশক ॥ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা ১১০০
মিশু প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা ১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীত UK. Ltd.
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
ফোন: ০০৪৪-২০৭২৪৭৫৯৫৪
ফ্যাক্স: ০০৪৪-২০৭২৪৭৫৯৪১

প্রচ্ছদ: গেন্নাদি নভোঝিলভ/প্রমিত হোসেন
কম্পোজ ॥ বিসমিল্লাহ কম্পিউটার্স, ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ: আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৭ ননী গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য: একশ বিশ টাকা

ISBN: 984-833-043-7
অন্যধারা যে কোনো বই অনলাইনে অর্ডার করতে–
www.rokomari.com
ফোনে অর্ডার করতে– ১৬২৯৭

দ্য মুন ইজ ডাউন প্রসঙ্গে

জন স্টেইনবেকের বিখ্যাত উপন্যাস *দ্য গ্রেপস অব রেথ* প্রকাশের পর এক বছর পেরিয়ে গেছে। ততদিনে, ১৯৪০ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ, ইউরোপের বেশির ভাগ এলাকা চলে গেছে নাৎসিদের গ্রাসে। জন স্টেইনবেক এ সময়ের মধ্যে 'ওয়ার্ল্ড-ক্লাস' লেখকে পরিণত হয়েছেন। একজন পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির রাজনৈতিক বাস্তববাদী হিসেবে তিনি জানতেন, যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়বে, এটা এড়ানো যাবে না। সে বছর বসন্তে তিনি অবস্থান করছিলেন মেক্সিকোয়, *দ্য ফরগটেন ভিলেজ* শীর্ষক একটি চিত্রনাট্য রচনা করছিলেন। তার মনে হচ্ছিল, লাতিন আমেরিকায় প্রপাগান্ডা চালিয়ে মিত্রশক্তিকে কোণঠাশা করে ফেলছিল নাৎসিরা, ফলে তিনি অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তার উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ২৬ জুন, জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার চার দিন পর, সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি সাক্ষাৎ করেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে। স্টেইনবেক কী পরামর্শ দিয়েছিলেন আর প্রেসিডেন্ট সে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন কিনা তার কোনও রেকর্ড নেই, কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লেখকের লড়াইয়ের উদ্যোগ তাতে দমেনি। পরবর্তী দু'তিন বছর তিনি স্বেচ্ছায় বেশ কয়েকটি সরকারি গোয়েন্দা ও তথ্য সংস্থায় কাজ করেন, ওই সংস্থাগুলো গঠন করা হয়েছিল ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালের মধ্যে। এর মধ্যে দুটো সংস্থা ছিল সিআই এর পূর্বসুরি দ্য অফিস অব কোঅর্ডিনেটর অব ইনফরমেশন (সিওআই) এবং দ্য অফিস অব স্ট্রাটেজিক সার্ভিসেস (ওএসএস)। দুটো সংস্থারই প্রধান ছিলেন কর্নেল উইলিয়াম জে. 'ওয়াইল্ড বিল' ডোনোভান। এই ব্যক্তি ছিলেন নিউ ইয়র্কের একজন রিপাবলিকান আইনজীবী, তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে কংগ্রেসনাল মেডেল অব অনার প্রদান করা হয়েছিল। রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল হলেও ডোনোভান ছিলেন খোলামনের প্রশাসক, নতুন ধারণার ব্যাপারে তিনি উৎসাহ যোগাতেন আর লক্ষ্য অর্জনে অপ্রচলিত কৌশল ও উদ্যোগী মানুষদের খাটাতেন। প্রপাগান্ডার ব্যাপারেও তার উৎসাহ ছিল প্রচুর।

স্টেইনবেক যখন সিওআই-এর হয়ে কাজ করছিলেন সে সময়, সম্ভবত ১৯৪১ সালের মধ্য-গ্রীষ্মে, ডোনোভানের সঙ্গে তার আলাপ হয় একটা প্রপাগান্ডামূলক লেখার আইডিয়া নিয়ে। ওই সময় সিওআই-এর হয়ে দায়িত্ব পালনের ফলে এমন সব লোকজনের সঙ্গে স্টেইনবেকের সাক্ষাৎ হয় যারা ইউরোপের বিভিন্ন অধিকৃত দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে এসেছিল, এদের মধ্যে ছিল নরওয়ে ও ডেনমার্কের লোকেরাও (১৯৪০ সালে নাৎসিরা এ দুটো দেশ দখল করে)। এছাড়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের নাগরিকরাও ছিল। এইসব

BanglaBook.org

উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে তাদের দেশের নাৎসিবিরোধী গোপন প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারেন স্টেইনবেক। এসবের ভিত্তিতে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন একটা উপন্যাস লেখার। সেটা তিনি লেখেনও। তার নিজের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরকে পটভূমি করে লেখা সেই উপন্যাসটি অনুমোদনের জন্য জমা দেন ফরেন ইনফরমেশন সার্ভিসে।

কিন্তু কর্মকর্তারা সেটি বাতিল করে দেন, কারণ একটা মার্কিন শহর নাৎসিদের দখলে চলে গেছে এমনটা দেখালে জনসাধারণের মনোবল ভেঙে যেতে পারে বলে তারা আশংকা করেছিলেন। স্টেইনবেকের উদ্বাস্তু বন্ধুরা দখল হয়ে যাওয়া তাদের কোনও শহরকে পটভূমি করতে বললেন। তাতে কর্মকর্তাদের আপত্তি উঠে যাবে, অন্যদিকে অধিকৃত অঞ্চলের স্থানীয় লোকজনের মনোবলও চাঙ্গা হবে। উদ্বাস্তু বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করেন স্টেইনবেক, কাহিনীটা নতুন করে স্থাপন করেন নামহীন একটা দেশের একটা শহরে।

নতুন করে লেখার পর শর্ট নভেল হিসেবে *দ্য মুন ইজ ডাউন* প্রকাশ করে ভাইকিং প্রেস, ১৯৪২ সালের মার্চে। পরের মাসে এটা অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ হয় ব্রডওয়েতে, আর এক বছর পর তৈরি হয় চলচ্চিত্র। এ উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে শেক্সপিয়ারের *ম্যাকবেথ* থেকে। ম্যাকবেথ যাচ্ছিল ডানকানকে হত্যা করতে, তার মুখোমুখি হয় পিতা-পুত্র ব্যাংকুও ও ফ্লিয়ান্স। এর ঠিক আগে ব্যাংকুও তার পুত্রকে প্রশ্ন করে, 'রাত্রি কেমন, বাছা?' ফ্লিয়ান্স উত্তর দেয়, 'চাঁদ ডুবে গেছে (দ্য মুন ইজ ডাউন); ঘড়ির আওয়াজ আমি শুনতে পাইনি।' রাজ্যের ওপর আসন্ন অমঙ্গলের ছায়া ধরা পড়ে তাতে। ইউরোপের ওপর নাৎসিরা যে অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছিল, এই নামকরণের মাধ্যমে সে ইঙ্গিতই দিতে চেয়েছিলেন স্টেইনবেক।

যে সময়ে *দ্য মুন ইজ ডাউন* প্রকাশিত হয়, তখন সমালোচকরা প্রপাগান্ডা হিসেবেই এটার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাস হিসেবে এটার সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে তারা মাথা ঘামাননি। তা সত্ত্বেও বিতর্ক কিছু কম হয়নি। এ উপন্যাসে হানাদার সৈন্যদের মানুষ হিসেবে দেখানোর বিরোধিতা করেছেন অনেক খ্যাতিমান সমালোচক। তাদের মধ্যে ক্লিফটন ফ্যাডিম্যান ও জেমস থার্বার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কয়েক মাস ধরে বড় বড় দৈনিক ও সাময়িকীতে বিতর্কের ঝাপটা চলতে থাকে– *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, হেরাল্ড ট্রিবিউন, দ্য নিউ ইয়র্কার, দ্য নিউ রিপাবলিক, স্যাটারডে রিভিউ।* তবে অধিকাংশ সমালোচকই *দ্য মুন ইজ ডাউন*-এর সমালোচনা না করে প্রশংসাই করেন। যাহোক, যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগেই এ বিষয়ে সব বিতর্ক থেমে যায় এবং যুদ্ধ শেষে উদঘাটিত হতে থাকে এ উপন্যাসের রাজনৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য। যুদ্ধের সময় নাৎসি অধিকৃত ইউরোপে ব্যাপক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এ বইটি, আর প্রাথমিকভাবে সেটাই ছিল লক্ষ্য। নরওয়েতে বইটি ব্যাপক প্রভাব

BanglaBook.org

ফেলে, সেখানকার রাজা সপ্তম হাকন পদক দিয়ে সম্মান জানান স্টেইনবেককে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও ফ্রান্সে বইটি গোপনে মুদ্রিত ও পরিবেশিত হয়, কখনও কখনও গেস্টাপোর নাকের ডগায়। নাৎসিরা অধিকৃত অঞ্চলে বইটি নিষিদ্ধ করেছিল। ইতালিতে কারো কাছে এ বই পাওয়া গেলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু *দ্য মুন ইজ ডাউন*-এর প্রকাশনা তাতে থামানো যায়নি। নরওয়েজিয়ান ভাষায় *দ্য মুন ইজ ডাউন* অনুবাদ করেন চল্লিশ বছর বয়স্ক নির্বাসিত এক ব্যক্তি যার নাম **নিলস লাই**, সুইডেনে বসে অনুবাদের কাজটি তিনি করেন। তার মাতৃভূমিতে জার্মান আগ্রাসনের আগে তিনি ছিলেন গিলডেনডাল পাবলিশার্স-এর প্রধান পরামর্শক। এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি স্টেইনবেকের *টর্টিলা ফ্ল্যাট*, *অব মাইস অ্যান্ড মেন* ও *দ্য গ্রেপস অব রেথ* উপন্যাস তিনটির অনুবাদও প্রকাশ করেছিল যথাক্রমে ১৯৩৮, ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে। অধিকৃত ডেনমার্কে প্রথম ডেনিস ভাষায় *দ্য মুন ইজ ডাউন* অনুবাদ করেন আইনের দুই তরুণ ছাত্র—**ইওর্গেন জ্যাকোবসেন** ও **পল ল্যাং**। এক সপ্তাহে অনুবাদের কাজ শেষ করেন তারা। এক হাতে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি আর অন্য হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে তারা দিন-রাত কাজ করে যান।

ডাচ ভাষায় অনুবাদ করেন **ফার্ডিনান্ড স্টার্নবার্গ**, তখন তার বয়স তেতাল্লিশ বছর, তিনি ছিলেন মূলত অভিনেতা, থাকতেন আমস্টারডামে।

ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, প্যারিস দখল মুক্তির ছয় মাস আগে। অনুবাদ করেন **ইভন পারাফ** নামে এক তরুণী।

১৯৪৩ সালে দুটো সোভিয়েত সাময়িকী *জনামিয়ে* ও *ওগোনিওক* রুশ ভাষায় *দ্য মুন ইজ ডাউন* ধারাবাহিক প্রকাশ করে। এর আগের বছর এটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন সাহিত্যের অধ্যাপক চিয়েন গোচুয়েন।

যাই হোক, এ তালিকার বর্ণনা দিতে গেলে তার পরিধি শুধু বাড়তেই থাকবে। কিন্তু আসল কথাটা এর অন্য জায়গায়। অর্ধ-শতাব্দীরও আগে এ উপন্যাসটি লিখেছেন জন স্টেইনবেক, সেই সময়ের একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে—সময়-উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে এ উপন্যাস ঠিকই, কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়নি আজও। মহৎ সাহিত্যের এমন এক গুণে এ উপন্যাস গুণান্বিত যার মৃত্যু নেই কখনও। বিশ্বসাহিত্যে চিরদিনের জন্যই অমর হয়ে থাকবে *দ্য মুন ইজ ডাউন*।

প্রমিত হোসেন
ডিসেম্বর ২০০৫/ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়
ঈদ সংখ্যা যুগান্তর ২০০৫-এ

উৎসর্গ

বিজোড় পূর্ণিমায় গাঁথা দুই তরুণ-তরুণী

পিন্টু-মিশু

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ সব শেষ হয়ে যায়। শহর দখল হয়ে গেল, প্রতিরোধকারীরা পরাস্ত হল এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। বড় শহর দখলের জন্য যতটা সতর্কতা প্রয়োজন ঠিক সেরকম সতর্কতার সঙ্গেই এ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল হামলাকারী। রোববারের এই সকালে সর্বজনপ্রিয় দোকানি মিস্টার কোরেলের নৌযানে মাছ ধরতে গিয়েছিল পোস্টম্যান ও পুলিশ। সারাদিনের জন্য পরিপাটি পালতোলা নৌযানটি সে ধার দিয়েছিল তাদের। পোস্টম্যান ও পুলিশ যখন কূল থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে চলে এসেছে, তখন দেখতে পায়, সৈন্য বোঝাই একটা ছোট আকৃতির কালো নৌযান শান্তভাবে তাদের অতিক্রম করে চলে গেল। শহরের আধিকারিক হিসেবে যা অবশ্যকরণীয় ছিল তার চেষ্টা তারা করে, কিন্তু তারা বন্দরে নৌযান ভেড়ানোর আগেই সৈন্যরা অবস্থান নিয়ে ফেলেছিল। পুলিশ ও পোস্টম্যান এমনকি টাউন হলে নিজের অফিসেও পৌঁছতে পারল না। সে অধীকারের কথা তুলতেই তাদের যুদ্ধবন্দি করে শহরের কারাগারে ভরে দেয়া হল।

স্থানীয় সৈন্যরা সর্বসাকুল্যে বারোজন, রোববারের এই সকালে শহরের বাইরে গিয়েছিল মিস্টার কোরেলের সৌজন্যে, ছয় মাইল দূরে পাহাড়ি এলাকায় তাদের জন্য একটা শুটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সে আর নিজের খরচে মধ্যাহ্নভোজ, টার্গেট ও কার্তুজসহ পুরস্কারের ব্যবস্থা করে সেখানে তাদের পাঠিয়েছিল। অরণ্যের মধ্যে চমৎকার ওই ফাঁকা জায়গাটির মালিকও ছিল মিস্টার কোরেল। স্থানীয় সৈন্যরা ছিল বড় আকারের ঢিলেঢালা বালকের দল, তারা বিমানের শব্দ শুনতে ও দূরে প্যারাসুট দেখতে পেয়েছিল এবং তারা দ্বিগুণ-দ্রুত পদক্ষেপে শহরে ফিরে আসে। তারা যখন পৌঁছোয় ততক্ষণে হানাদাররা

মেশিনগান নিয়ে রাস্তা বেষ্টন করে ফেলেছিল। ঢিলেঢালা স্থানীয় সৈন্যদের যুদ্ধের তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না আবার পরাজয়ের মানসিকতাও ছিল না, তারা রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এক মূহূর্তের জন্য মেশিনগান গর্জে ওঠে আর ছয়জন স্থানীয় সৈন্য মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হয়, অর্ধমৃতের স্তূপে পরিণত হয় তিনজন, অন্য তিনজন রাইফেলসহ পালিয়ে যায় পাহাড়ে।

দশটা তিরিশ নাগাদ শহর চত্বরে হানাদারদের বাদক দল চমৎকার ও আবেগপূর্ণ সুর বাজাচ্ছিল। শহরবাসী, তাদের মুখ সামান্য হা আর চোখে বিস্ময়, বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে সেই বাজনা শুনছিল এবং পলকহীন চোখে সাব-মেশিনগানধারী ধূসর হেলমেট পরা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

দশটা আটত্রিশ নাগাদ ছয়টা মৃতদেহ কবর দেয়া হয়, প্যারাসুটগুলো ভাঁজ করা হয়, মিস্টার কোরেলের ওয়্যার হাউসে ব্যাটেলিয়ন আশ্রয়ের জায়গা করে নেয়, সেখানে পুরো একটা ব্যাটেলিয়নের জন্য তাকের ওপর কম্বল ও খাটিয়ার ব্যবস্থা ছিল।

দশটা পঁয়তাল্লিশে বৃদ্ধ মেয়র ওর্ডেন হানাদারদের কর্নেল ল্যান্সারের সঙ্গে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পেলেন, কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় মেয়রের পাঁচ কামরার প্রাসাদে ওই সাক্ষাৎ নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রাসাদের ড্রয়িং রুমটা ছিল অত্যন্ত মধুর ও আরামদায়ক। গিল্টি করা ও ট্যাপেস্ট্রি-আবৃত কেদারাগুলো এমনভাবে সাজানো ছিল যেন সেগুলো প্রচুরসংখ্যক বেকার গৃহভৃত্য। মার্বেলের ফায়ারপ্লেস, ওপর দিকটা ধনুকাকৃতি, জ্বলছে শিখাহীন লাল আগুন, আর পাশের মেঝের ওপর রাখা আছে হাতে রঙ করা একটা কয়লার ঝুড়ি। ম্যান্টেলের ওপর কুঁচকানো পোর্সেলিনের বড় আবৃতির একটা ঘড়ি, সেটার দু'পাশে মোটা মোটা দানি, ঘড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আছে ডানাওয়ালা স্বর্গশিশু। কামরার ওয়ালপেপার গাঢ় লাল রঙের, তাতে সোনালি অবয়ব এবং কাঠের কাজ সাদা, মনোহর ও পরিচ্ছন্ন। দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্রের বেশিরভাগ জুড়ে ফুটে উঠেছে বিপদগ্রস্ত শিশুদের সামনে বিশালকায় কুকুরের চমকপ্রদ বীরত্ব।

ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আছেন বৃদ্ধ ডাক্তার উইন্টার, দাড়িওয়ালা, সাদামাটা ও সদাশয়, তিনি এ শহরের ইতিহাসবিদও চিকিৎসক। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে কোরের ওপর রাখা তার হাতের বুড়ো আঙুল পাকানো লক্ষ্য করছিলেন। ডাক্তার উইন্টার এতটাই সাদামাটা মানুষ যে, কেবল একজন গভীরতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই তাকে গভীরতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে চেনা সম্ভব। তিনি তাকালের মেয়রের পরিচালক জোসেফের দিকে, তার অদ্ভুতভাবে বুড়ো আঙুল পাকানো জোসেফ লক্ষ্য করেছে কিনা দেখার জন্য।

BanglaBook.org

'এগারোটা?' ডাক্তার উইন্টার জানতে চাইলেন।

এবং জোসেফ নৈর্ব্যক্তিকভাবে উত্তর দিল, 'জি, স্যার। নোটে লেখা আছে এগারোটা।'

'তুমি নোটটা পড়েছো?'

'না, স্যার। হিজ এক্সেলেন্সি ওটা আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন।'

এবং জোসেফ গিল্টি করা কেদারাগুলো সর্বশেষ যেটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে লেগে গেল। জোসেফ অভ্যাসবশত আসবাবপত্রের দিকে ভ্রুকুটি করল, আশা করছিল এগুলো হবে ধৃষ্ট, ঝামেলাপূর্ণ অথবা ধূলিমাখা। তার জগতে মেয়র ওর্ডেন মানুষজনের নেতা, অন্যদিকে সে আসবাব, সিলভার আর বাসনপত্রের নেতা। জোসেফ বয়স্ক মানুষ, ছিপছিপে গড়ন, গম্ভীর এবং তার জীবন এমনই জটিল যে, একজন ডাক্তার উইন্টারের হাতের বুড়ো আঙুল পাকানোর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু দেখতে পায়নি; প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তার কাছে ছিল বিরক্তিকর। জোসেফ সন্দেহ করল যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটেছে, যার সঙ্গে শহরে বিদেশী সৈন্যের আগমন আর স্থানীয় সৈন্যদের নিহত বা বন্দি হওয়ার সম্পর্ক আছে। আগে হোক পরে হোক এসব ব্যাপারে জোসেফের একটা মতামত পেতে হবে। সে কোনও চপলতা, পাকানো বুড়ো আঙুল ও আসবাবের গাধামি দেখতে চায় না। ডাক্তার উইন্টার পেতে রাখা জায়গা থেকে তার কেদারাটা কয়েক ইঞ্চি সরালেন এবং সেটা কখন আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসেন সে মুহূর্তটির জন্যে জোসেফ অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল।

ডাক্তার উইন্টার পুনরুক্তি করলেন, 'এগারোটা, আর সে সময় তারাও এখানে থাকবে। একটা সময়-মনস্ক জাতি, জোসেফ।'

এবং জোসেফ বলল, তার কথা না শুনেই, 'জি, স্যার।'

'একটা সময়-মনস্ক জাতি', ডাক্তার পুনরুক্তি করলেন।

'জি, স্যার', জোসেফ বলল।

'সময় আর যন্ত্র।'

'জি, স্যার।'

'তারা তাদের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে এমন তাড়াহুড়ো করে যেন গন্তব্যস্থল তাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। তারা ঘূর্ণায়মান দুনিয়াটাকে তাদের কাঁধ দিয়ে ঠেলছে।'

এবং জোসেফ 'জি, স্যার' বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল বলে এবার উত্তর দিল, 'পুরোপুরি ঠিক কথা, স্যার।'

BanglaBook.org

জোসেফ এই লাইনের কথোপকথন অনুমোদন করছে না, কেননা কোন কিছুর ব্যাপারে মতামত জানার ক্ষেত্রে এতে তার কাজ হচ্ছে না। পরে যদি জোসেফ রাঁধুনীর কাছে মন্তব্য করে, 'একটা সময়-মনস্ক জাতি, অ্যানি', তাহলে বোধগম্য কোন অর্থই দাঁড়াবে না তার। অ্যানি জানতে চাইবে, 'কারা?' তারপর 'কেন?' এবং শেষ পর্যন্ত বলবে, 'অর্থহীন কথা, জোসেফ।' জোসেফ এর আগেও ডাক্তার উইন্টারের মন্তব্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সিঁড়ির নিচের ঘরে, প্রতিবারই ইতি ঘটেছে একইভাবে; অ্যানি সর্বদা ওসব মন্তব্যে অর্থহীনতা আবিষ্কার করেছে।

ডাক্তার উইন্টার বুড়ো আঙুলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন এবং লক্ষ্য করেন, জোসেফ কেদারাগুলো সাজিয়ে রাখছে। 'মেয়র কী করছেন?'

'কর্নেলকে অভ্যর্থনা জানাতে পোশাক পরছেন, স্যার।'

'আর তুমি তাকে সাহায্য করছো না? নিজে নিজে পোশাক পরা তো তার ভাল হবে না।'

'মাদাম তাকে সাহায্য করছেন। মাদাম চান তাকে যেন উত্তম দেখায়। তিনি–' জোসেফের মুখ খানিকটা আরক্তিম হয়ে উঠল– 'মাদাম তার কানের বাইরের চুল ছেঁটে দিচ্ছেন, স্যার। এতে সুড়সুড়ি লাগে। তিনি এটা আমাকে করতে দেবেন না।'

'অবশ্যই এতে সুড়সুড়ি লাগে', বললেন ডাক্তার উইন্টার।

'মাদাম গোঁ ধরেন', বলল জোসেফ।

ডাক্তার উইন্টার হঠাৎ হাসলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের আঁচে হাত রাখলেন এবং জোসেফ দক্ষতার সঙ্গে তার পেছন দিকে ছুটে এসে কেদারাটা যথাস্থানে সরিয়ে দিল।

'আমরা কী চমৎকার', ডাক্তার বললেন। 'আমাদের দেশের প্রতন ঘটছে, আমাদের শহর শত্রুদের দখলে চলে গেছে, মেয়র দখলকারীকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছেন, অথচ মাদাম মুমূর্ষু মেয়রের ঘাড় চেপে ধরে তার কানের বাইরের চুল ছাঁটছেন।'

'অত্যন্ত মোটা অমসৃণ লোমে তার শরীর ভরে যাচ্ছিল', জোসেফ বলল। 'তার ভুরুও। হিজ এক্সেলেন্সি কানের চেয়ে তাঁর ভুরু ছাঁটার ব্যাপারে অনেক বেশি বিপর্যস্ত। তিনি বলেন, এতে ব্যথা লাগে। মাদামও এটা করতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।'

'তিনি চেষ্টা করবেন', ডাক্তার উইন্টার বললেন।

'তিনি চান তাকে যেন উত্তম দেখায়, স্যার।'

BanglaBook.org

প্রবেশপথের কাচের জানালা দিয়ে মাথায় হেলমেট পরা একটা মুখ ভেতরে উঁকি দিল এবং দরজায় খটখট আওয়াজ হল।

মনে হল যেন উষ্ণ কোন আলো কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে আর খানিকটা ধূসরতা তার জায়গা নিয়েছে। ডাক্তার উইন্টার ঘড়িটার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'ওরা আগেই চলে এসেছে। ওদের ভেতরে আসতে দাও, জোসেফ।'

জোসেফ দরজার কাছে গেল এবং সেটা খুলল। লম্বা কোট পরা এক সৈনিক ভেতরে ঢুকল। তার মাথায় হেলমেট, হাতের ওপর একটা সাব-মেশিনগান। কামরার ভেতরটা দ্রুত একবার দেখে নিল সে এবং এক পাশে সরে দাঁড়াল। তার পেছনে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে ছিল এক সামরিক কর্মকর্তা। তার পোশাকও সৈনিকটির মতো, কেবল পদবি শোভা পাচ্ছে দুই কাঁধের ওপর।

কর্মকর্তাটি ভেতরে প্রবেশ করে ডাক্তার উইন্টারের দিকে তাকাল। তাকে ছবিতে আঁকা ইংরেজ ভদ্রলোকের মতো দেখাচ্ছে। খানিকটা ঝুঁকেপড়া, মুখটা লাল, নাকটা লম্বা তবে কুৎসিৎ নয়। অধিকাংশ সাধারণ ব্রিটিশ কর্মকর্তার মতো তাকেও নিজের পোশাকে নাখোশ বলেই মনে হচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশপথে, পলকহীন দৃষ্টি ডাক্তার উইন্টারের ওপর, এবং সে জানতে চাইছে, 'আপনি কি মেয়র ওর্ডেন, স্যার?'

ডাক্তার উইন্টার মুচকি হাসলেন। 'না, না, আমি নই।'

'আপনি কি তাহলে কোন কর্মকর্তা?'

'না, আমি শহরের চিকিৎসক, মেয়রের বন্ধু।'

কর্মকর্তাটি বলল, 'মেয়র ওর্ডেন কোথায়?'

'আপনাকে স্বাগত জানাতে পোশাক পরে তৈরি হচ্ছেন। আপনিই কি কর্নেল?'

'না, আমি কর্নেল নই। আমি ক্যাপ্টেন বেনটিক।' সে মাথা আনত করে অভিবাদন জানালে ডাক্তার উইন্টারও সামান্য আনত হয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন।

যা বলতে হচ্ছে সেজন্য যেন কিছুটা বিজড়িত এমনভাবে ক্যাপ্টেন বেনটিক বলতে লাগল, 'আমাদের সামরিক বিধান অনুযায়ী, স্যার, কমান্ডিং অফিসার একটা কামরায় প্রবেশের আগে সেখানটায় আমরা অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা তল্লাশি করে দেখি। এর অর্থ কাউকে অসম্মান দেখানো নয়, স্যার।' এবং সে কাঁধের ওপর দিয়ে ডাক দিল, 'সার্জেন্ট!'

সার্জেন্ট ত্বরিতগতিতে এগিয়ে গিয়ে জোসেফের পকেটগুলো তল্লাশি করে বলল, 'কিছু নেই, স্যার।'

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বেনটিক ডাক্তার উইন্টারকে বলল, 'আশা করি আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।' এবং সার্জেন্ট এগিয়ে এল ডাক্তার উইন্টারের কাছে, তার পকেটগুলোর ওপর চাপড় মেরে দেখল। তার হাত থেমে গেল কোটের ভেতরের পকেটে। সে দ্রুত ভেতরে হাত ঢোকাল, বের করে আনল একটা ছোট, সমতল, কালো চামড়ার কেস। ক্যাপ্টেন বেনটিকের হাতে দিল সেটা। ক্যাপ্টেন বেনটিক সেটা খুলে দেখতে পেল শল্য চিকিৎসায় ব্যবহার্য সাধারণ কয়েকটি যন্ত্রপাতি– দুটো স্কালপেল, কয়েকটি সার্জিক্যাল নিডল, কয়েকটি ক্ল্যাম্প, একটা হাইপোডার্মিক নিডল। সে কেসটা বন্ধ করে ডাক্তার উইন্টারকে ফেরত দিল।

ডাক্তার উইন্টার বললেন, 'দেখুন, আমি একজন পল্লী চিকিৎসক। একবার আমাকে অ্যাপেন্ডেক্টমি করতে হয়েছিল রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে। সেই থেকে সব সময় এগুলো আমি সঙ্গে নিয়ে চলি।'

ক্যাপ্টেন বেনটিক বলল, 'আমার মনে হয় এখানে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র আছে?' সে পকেটে করে নিয়ে আসা চামড়ায় মোড়ানো ছোট একটা বই খুলল।

উইন্টার বললেন, 'আপনি পুরোদস্তুর জানেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমাদের স্থানীয় লোক এখানে বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছে।'

ডাক্তার উইন্টার বললেন, 'আমার মনে হয় না আপনি বলবেন সেই লোকটা কে?'

বেনটিক বলল, 'তার সব কাজ এখন করা হয়ে গেছে। এখন তার নাম বললে কোন ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয় না। তার নাম কোরেল।'

এবং ডাক্তার উইন্টার সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'জর্জ কোরেল? আরে, তা কী সম্ভব মনে হয়! এই শহরের জন্য তিনি কত কিছুই না করেছেন। আরে, এই সকালেও তিনি পাহাড়ে শুটিং প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার দিয়েছেন।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি বুঝতে আরম্ভ করল কী ঘটেছে এবং তার মুখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'আচ্ছা; এজন্যই উনি শুটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তবু জর্জ কোরেল– অসম্ভব মনে হচ্ছে!'

বাম দিকের দরজা খুলে গেল এবং মেয়র ভেতরে ঢুকলেন; বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান কানের ভেতরটা খোঁচাচ্ছেন। তিনি পরেছেন সকাল বেলার দাফতরিক কোট, গলায় অফিসের চেইন। বিশাল, সাদা, ছড়ানো গোঁফ তার, দু'চোখের ওপর আরও দুটো। সাদা চুলে মাত্র চিরুনি বোলানো হয়েছে, কিন্তু সেগুলো আবার খাড়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তিনি এতকাল ধরে এ শহরের মেয়র যে, এখন রীতিমতো আইডিয়া-মেয়রে পরিণত হয়েছেন। এমনকি বয়স্ক লোকেরাও যখন

BanglaBook.org

'মেয়র' শব্দটা হাতের লেখা বা ছাপার অক্ষরে দেখে, তখন তারা মনের পর্দায় মেয়র ওর্ডেনকেই দেখতে পায়। তিনি ও তার কার্যালয় অভিন্ন। কার্যালয় তাকে মর্যাদা দিয়েছে এবং তিনি কার্যালয়কে উষ্ণতা দিয়েছেন।

তার পেছনে দেখা গেল মাদামকে; ক্ষুদ্রকায়, বলিচিহ্নিত, নিষ্ঠুর। তিনি মনে করতেন, পুরো কাপড় দিয়ে তিনি এই মানুষটাকে তৈরি করেছেন, তাকে তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আবারও এ কাজ করতে হলে ভালভাবেই তিনি তা করতে পারবেন। জীবনে একবার কি দু'বার তাকে পুরোপুরি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু আংশিকভাবে তার যেটুকু তিনি বোঝেন সেটুকু বোঝেন গভীর ও চমৎকারভাবেই। তার সামান্যতম ক্ষুধা অথবা বেদনা, অযত্ন অথবা হীনতা মাদামের নজর ফাঁকি দিতে পারে না; তার কোন চিন্তা বা স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা মাদামের কাছে পৌঁছায় না। তা সত্ত্বেও জীবনে বেশ কয়েকবার মাদাম চোখে তারা দেখেছেন।

তিনি পা ফেলে মেয়রের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং হাত টেনে কানের ভেতর থেকে মেয়রের আঙুল বের করে একপাশে হাতটা নামিয়ে দিলেন, কোন বাচ্চার মুখের ভেতর থেকে বুড়ো আঙুল সরিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।

'তুমি যতটা ব্যথা পাওয়ার কথা বলছো তা আমি একটুও বিশ্বাস করি না', মাদাম বললেন, এবং ডাক্তার উইন্টারকে, 'সে তার ভুরু ঠিক করতে দেবে না আমাকে।'

'ওতে ব্যথা লাগে', বললেন মেয়র ওর্ডেন।

'বেশ ভাল, তুমি যদি চাও তোমাকে ওই রকম দেখাক, তাহলে আমার কিছুই করার নেই।' মাদাম তার টাই সোজা করে দিলেন যা সোজাই ছিল। 'আপনি এখানে আছেন বলে আমি খুশি, ডাক্তার', মাদাম বললেন। 'কতজন আসবেন বলে আপনার মনে হয়?' আর তখনই তার চোখ পড়ল ক্যাপ্টেন বেনটিকের ওপর। 'ওহ', তিনি বললেন, 'কর্নেল!'

ক্যাপ্টেন বেনটিক বলল, 'না ম্যাডাম, আমি কর্নেলের আগমনের জন্য সবকিছু ঠিকঠাক করছি। সার্জেন্ট!"

সার্জেন্ট বালিশ উল্টে দেখছিল, ছবির পেছন দিকে তল্লাশি চালাচ্ছিল। সে দ্রুত এগিয়ে এসে মেয়র ওর্ডেনের পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল। ক্যাপ্টেন বেনটিক বলল, 'ওকে মার্জনা করে দিন স্যার, ও শুধু নিয়ম পালন করছে।'

সে আবার একনজর তাকাল তার হাতে ধরা ছোট বইটার দিকে। 'ইওর এক্সেলেন্সি, আমার মনে হয় আপনার এখানে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমার অনুমান, দু'ধরনের?'

BanglaBook.org

মেয়র ওর্ডেন বললেন, 'আগ্নেয়াস্ত্র? বন্দুক, আপনি বলতে চান, আমার অনুমান। হ্যাঁ, আমার একটা শটগান আর একটা স্পোর্টিং-রাইফেল আছে।' তিনি দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখুন, আমি আর শিকারে যাই না। সব সময় যাওয়ার কথা ভাবি, মৌসুমটাও এসে পড়ে, কিন্তু আমার আর ঘরের বাইরে যাওয়া হয় না। অভ্যস্ত এই ব্যাপার থেকে আমি আনন্দ নিই না।'

ক্যাপ্টেন বেনটিক নাছোড়বান্দার মতো বলল, 'এই বন্দুকগুলো কোথায়, ইওর এক্সেলেন্সি?'

মেয়র গাল ঘষে ভাবার চেষ্টা করলেন। 'আচ্ছা, আমার মনে হয়–' তিনি মাদামের দিকে ফিরলেন। 'ওগুলো কি ওয়াকিং স্টিকের সঙ্গে বেডরুমের কেবিনেটের পেছনে ছিল না?'

মাদাম বললেন, 'হ্যাঁ, আর ওই কেবিনেটে রাখা প্রতিটা কাপড়ে ভয়ানক তেলচিটে গন্ধ। আমি আশা করব তুমি ওগুলো অন্য কোথাও রাখবে।'

ক্যাপ্টেন বেনটিক বলল, 'সার্জেন্ট!' এবং সার্জেন্ট দ্রুত বেডরুমে চলে গেল।

'এটা একটা অপ্রীতিকর দায়িত্ব। আমি দুঃখিত', বলল ক্যাপ্টেন।

সার্জেন্ট ফিরে এল, তার হাতে একটা দোনলা শটগান এবং স্ট্র্যাপ লাগানো একটা চমৎকার স্পোর্টিং-রাইফেল। সে ওগুলো প্রবেশদ্বারের পাশে ঠেশ দিয়ে রাখল। ক্যাপ্টেন বেনটিক বলল, 'এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ, ইওর এক্সেলেন্সি। ধন্যবাদ ম্যাডাম।'

সে ঘুরে হালকাভাবে আনত হয়ে অভিবাদন জানাল ডাক্তার উইন্টারকে। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। কর্নেল ল্যানসার সরাসরি হাজির হবেন এখানে। সুপ্রভাত!' সে সামনের দরজা দিয়ে চলে গেল, এক হাতে বন্দুক দুটো আর ডান হাতে সাব-মেশিনগান ধরে তাকে অনুসরণ করল সার্জেন্ট।

মাদাম বললেন, 'এক মুহূর্তের জন্য আমি ভেবেছিলাম সেই বুঝি কর্নেল। সে খুব সুদর্শন তরুণ।'

ডাক্তার উইন্টার অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'না, সে কেবল কর্নেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছিল।'

মাদাম বললেন, 'আমি ভাবছি কতজন অফিসার আসবে?' তিনি দেখতে পেলেন জোসেফ নির্লজ্জের মতো আড়ি পেতে তাদের কথা শুনছে। তিনি জোসেফের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে ভ্রুকুটি করলেন এবং জোসেফ যা করছিল সে কাজে ফিরে গেল। সে আবার আগাগোড়া ধুলো ঝাড়তে আরম্ভ করল।

এবং মাদাম বললেন, 'কতজন আসবে বলে আপনি মনে করেন?'

BanglaBook.org

ডাক্তার উইন্টার একটা কেদারা হিঁচড়ে নিয়ে আবার বসে পড়লেন। 'আমি জানি না', তিনি বললেন।

'বেশ—' মাদাম জোসেফের দিকে ভ্রুকুটি করলেন– 'আমরা এ নিয়ে কথা বলছিলাম। আমরা কি তাদের চা অথবা মদ পান করতে দেব? যদি দিই, আমি জানি না, তারা কতজন থাকবে, আর যদি না দিই, তাহলে আমরা কী করব?'

ডাক্তার উইন্টার মাথা ঝাঁকালেন এবং হাসলেন। 'আমি জানি না। আমরা কাউকে জয় করেছি বা আমাদের কেউ জয় করেছে– এমন ঘটনা তো বহুকাল ঘটেনি। এক্ষেত্রে কী করলে যথাযথ হবে তা আমার জানা নেই।'

মেয়র ওর্ডেন আবার বুড়ো আঙুল দিয়ে কান চুলকানো শুরু করেছেন। তিনি বললেন, 'শোনো, তাদের আপ্যায়ন করা আমাদের উচিত হবে না। আমার মনে হয় না, লোকজন এটা ভাল চোখে দেখবে। তাছাড়া আমি তাদের সঙ্গে বসে মদ পান করতে চাই না। জানি না কেন।'

মাদাম তখন ডাক্তারের কাছে আবেদন রাখলেন। 'পুরনো দিনে লোকেরা— মানে নেতারা— মদের গ্লাস নিয়ে কি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত না?'

ডাক্তার উইন্টার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তা করত।' তিনি শ্লথভাবে মাথা ঝাঁকালেন। 'হতে পারে সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। ইংরেজরা শিকারে যেভাবে খেলে, যুদ্ধে ঠিক সেভাবেই খেলত এক সময়কার রাজা-রাজপুত্ররা। শেয়াল যখন মারা পড়েছে তখন তারা জড়ো হয়েছে হান্ট ব্রেকফাস্টে। যা হোক, সম্ভবত মেয়র ওর্ডেনের কথাই ঠিক : আগ্রাসকের সঙ্গে বসে তার মদ খাওয়াটা জনগণ নাও পছন্দ করতে পারে।'

মাদাম বললেন, 'জনগণ হানাদারদের বাজনা শুনছে মগ্ন হয়ে। অ্যানি আমাকে বলেছে। ওরা যদি ওটা করতে পারে, তাহলে আমরা কেন ভব্যতা বজায় রাখব না?'

মেয়র এক মুহূর্তের জন্য স্থির চোখে তার দিকে তাকালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ শোনাল। 'মাদাম, তোমার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, আমরা মদ পান করব না। জনগণ এখন বিভ্রান্ত। এত দীর্ঘকাল তারা শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়েছে যে, যুদ্ধ ব্যাপারটাই আদৌ বিশ্বাস করে না। তারা যখন জানতে পারবে তখন আর বিভ্রান্ত থাকবে না। তারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্যই আমাকে নির্বাচিত করেছে। শহরের ছয়টি ছেলে খুন হয়েছে এই সকালে। আমরা কোনও হান্ট ব্রেকফাস্টে বসব না। খেলার জন্য জনগণ যুদ্ধ করে না।'

মাদাম মাথা আনত করলেন সামান্য। জীবনে আরও কয়েকবার স্বামী মেয়রের রূপটা তিনি দেখতে পেয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে মেয়রকে কীভাবে গুলিয়ে ফেলতে না-হয়, তা তিনি শিখেছিলেন।

BanglaBook.org

মেয়র ওর্ডেন ঘড়ি দেখলেন এবং ছোট এক পেয়ালা কালো কফি নিয়ে জোসেফ ভেতরে ঢুকলে সেটা নিলেন অন্যমনস্কভাবে। 'ধন্যবাদ', তিনি বললেন। চুমুক দিলেন পেয়ালায়। 'আমার সব পরিষ্কার বোঝা দরকার', তিনি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে ডাক্তার উইন্টারকে বললেন। 'আমার পরিষ্কার বোঝা দরকার— হানাদারের কতজন লোক রয়েছে তুমি জানো?'

'বেশি নয়', ডাক্তার বললেন। 'আমার মনে হয় না আড়াইশ'র বেশি; কিন্তু সবার কাছেই ওইরকম ছোট মেশিনগান আছে।'

মেয়র আবার কফিতে চুমুক দিলেন এবং নতুন করে শুরু করলেন। 'দেশের বাকি অংশের খবর কী?'

ডাক্তার কাঁধ উঁচু করে আবার নামালেন।

'কোথাও কোন প্রতিরোধ হয়নি?' মেয়র হতাশ সুরে বললেন।

ডাক্তার আবারও কাঁধ উঁচু করলেন। 'আমি জানি না। তার কেটে ফেলা হয়েছে অথবা দখল করা হয়েছে। সুতরাং কোন খবর নেই।'

'আর আমাদের ছেলেরা, আমাদের সৈন্যরা?'

জোসেফ মাঝখানে বলে উঠল, 'আমি শুনেছি– মানে, অ্যানি শুনেছে–'

'কী, জোসেফ?'

'ছয়জন নিহত হয়েছে স্যার, মেশিনগানের গুলিতে। অ্যানি শুনেছে, তিনজন জখম হয়ে ধরা পড়েছে।'

'কিন্তু ছিল তো বারোজন।'

'অ্যানি তিনজনের পালানোর কথা শুনেছে।'

মেয়রের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কারা কারা পালিয়েছে?' তিনি উত্তর দাবি করলেন।

'আমি জানি না, স্যার। অ্যানি আর কিছু শোনেনি।'

মাদাম একটা টেবিলের ওপর ধুলো আছে কিনা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তিনি বললেন, 'জোসেফ, ওরা এলে ঘন্টার কাছে থাকবে তুমি। আমরা হয়তো ছোটখাটো কিছু চাইতে পারি। আর তোমার অন্য কোটটা পরো তো, জোসেফ, বোতাম লাগানোটা।' তিনি এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। 'আর জোসেফ, তোমাকে যা বলা হল তা শেষ করার পর কামরার বাইরে চলে যাও। তুমি এখানে কথা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলে খুবই খারাপ দেখাবে। ওটা একেবারে গ্রাম্য আচরণ।'

'জি, মাদাম', জোসেফ বলল।

BanglaBook.org

'আমরা মদ পরিবেশন করব না, জোসেফ, তবে তুমি কিছু সিগারেট রেখে দিতে পারো ওই ছোট রূপার বাক্সটিতে। আর কর্নেলের সিগারেট জ্বালাতে তোমার জুতোয় দেশলাই কাঠি ঘষবে না কিন্তু। ঘষবে দেশলাইয়ের বাক্সে।'

'জি, মাদাম।'

মেয়র ওর্ডেন কোটের বোতাম খুলে ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন এবং সেটা যথাস্থানে রেখে আবার কোটের বোতাম লাগালেন, একটা বোতাম একঘর উপরে। মাদাম তার কাছে গিয়ে বোতামটা ঠিকভাবে লাগিয়ে দিলেন।

ডাক্তার উইন্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কয়টা বাজে?'

'এগারোটা বাজতে পাঁচ।'

'সময়-মনস্ক জাতি', ডাক্তার বললেন। 'তারা এখানে যথাসময়ে পৌঁছবে। তুমি কি চাও আমি চলে যাই?'

মেয়র ওর্ডেন চমকে উঠলেন। 'চলে যাবে? না-না, থাকো।' তিনি কোমলভাবে হাসলেন। 'আমি কিছুটা শঙ্কিত', তিনি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন। 'আসলে শঙ্কিত নয়, নার্ভাস।' এবং তিনি অসহায়ভাবে বললেন, 'আমরা কখনও বিজিত হইনি, দীর্ঘ এক সময়কালব্যাপী-' তিনি কিছু শোনার জন্য থামলেন। দূর থেকে ভেসে এল বাদক দলের বাজনা, কুচকাওয়াজের আওয়াজ। তারা সবাই সেদিকে ফিরে শুনতে লাগলেন।

মাদাম বললেন, 'ওই যে ওরা আসছে। আমি আশা করি, একসঙ্গে বেশি লোক এখানে ভিড় করার চেষ্টা করবে না। এটা খুব বড় কামরা নয়।'

ডাক্তার উইন্টার ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন, 'মাদামের বুঝি পছন্দ ভার্সেইয়ের আয়না মহল?'

মাদাম ঠোঁটে চিমটি কাটলেন আর এদিক-ওদিক তাকালেন। আগ্রাসকরা ইতিমধ্যেই তার মনে বসে গেছে। 'এ কামরাটা খুবই ছোট', তিনি বললেন।

বাদক দলের বাজনা একটু স্ফীত হয়ে আবার কমজোর হয়ে গেল। দরজায় টোকা পড়ল মৃদু।

'এখন, কে হতে পারে আর? জোসেফ, অন্য কেউ হলে পরে আসতে বল। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত।'

টোকার শব্দ শোনা গেল আবার। জোসেফ গিয়ে দরজাটা খুলে একটু ফাঁক করল, তারপর আরেকটু বেশি মেলে ধরল। হেলমেট পরা ধূসর একটি মানবাকৃতি দৃষ্টিপথে উদয় হল।

'কর্নেল ল্যান্সারের অভিনন্দন', মাথাটা বলল। 'কর্নেল ল্যান্সার ইওর এক্সেলেন্সির সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

BanglaBook.org

জোসেফ দরজা খুলে দিল। হেলমেট পরা অর্ডারলি ভেতরে ঢুকে কামরায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। 'কর্নেল ল্যান্সার।' সে ঘোষণা করল।

হেলমেট পরা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে কামরায় ঢুকতে দেখা গেল, তার র‍্যাংক শোভা পাচ্ছে শুধু কাঁধের ব্যাজে। তার পেছনে কালো বিজনেস স্যুট পরা অপেক্ষাকৃত খাটো ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে। কর্নেল মধ্যবয়সী মানুষ, ধূসর, শক্ত আর ক্লান্ত দেখতে। সৈনিকের মতো চৌকো তার কাঁধ, কিন্তু সাধারণ সৈনিকের শূন্যদৃষ্টি নেই তার চাহনিতে। তার পাশের খাটো মানুষটার মাথায় টাক, গাল দুটো গোলাপি, ক্ষুদে ক্ষুদে কালো চোখ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মুখ।

কর্নেল ল্যান্সার হেলমেট খুলে ফেলল। দ্রুত একবার বাউ করে সে বলল, 'ইওর এক্সেলেন্সি!' সে মাদামকেও বাউ করল। 'ম্যাডাম!' এবং সে বলল, 'দরজা বন্ধ কর, দয়া করে, করপোরাল।' জোসেফ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল আর সৈনিকটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

ল্যান্সার প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল, আর মেয়র ওর্ডেন বললেন 'ইনি ডাক্তার উইন্টার।'

'কর্মকর্তা?' কর্নেল জানতে চাইল।

'একজন ডাক্তার, স্যার, আমার হয়তো বলা উচিৎ স্থানীয় ইতিহাসবিদ।'

ল্যান্সার সামান্য বাউ করল। সে বলল, 'ডাক্তার উইন্টার, আমি অনধিকার চর্চা করছি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার ইতিহাসে একটা নয়া পৃষ্ঠা সংযোজিত হবে, হয়তো–'

ডাক্তার উইন্টার মুচকি হাসলেন। 'অনেক পৃষ্ঠা, হয়তো।'

কর্নেল ল্যান্সার সামান্য ঘুরল তার সঙ্গীর দিকে। 'আমার মনে হয় মিস্টার কোরেলকে আপনি চেনেন', সে বলল।

মেয়র বললেন, 'জর্জ কোরেল? অবশ্যই তাকে চিনি। কেমন আছো, জর্জ?'

ডাক্তার উইন্টার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিলেন। তিনি একেবারে আধুনিক ভঙ্গিতে বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি, আমাদের বন্ধু, জর্জ কোরেল, এই শহরে আগ্রাসন চালানোর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমাদের হিতকারী, জর্জ কোরেল, আমাদের সৈন্যদের পাহাড়ে পাঠিয়েছেন। আমাদের নৈশভোজের অতিথি, জর্জ কোরেল, শহরের প্রতিটা আগ্নেয়াস্ত্রের তালিকা তৈরি করেছেন। আমাদের বন্ধু, জর্জ কোরেল!'

কোরেল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমি সে কাজ করি যা বিশ্বাস করি। সেটা সম্মানজনক ব্যাপার।'

BanglaBook.org

ওর্ডেনের মুখ হা হয়ে খানিকটা ঝুলে পড়ল। তিনি হতভম্ব। অসহায়ের মতো তাকালেন উইন্টারের দিক থেকে কোরেলের দিকে। 'এ সত্যি নয়,' তিনি বললেন। 'জর্জ, এ সত্যি নয়! তুমি আমার সঙ্গে টেবিলে বসেছো। তুমি আমার সঙ্গে পান করেছো! এ সত্যি নয়।'

তিনি স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিলেন কোরেলের দিকে, আর কোরেলও পাল্টা লড়াকু চোখে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। দীর্ঘ নিরবতা। তারপর মেয়রের মুখ অত্যন্ত ধীরে শক্ত হয়ে গেল এবং তার সারা শরীর অনমনীয় হয়ে উঠল। তিনি কর্নেল ল্যান্সারের দিকে ফিরে আনুষ্ঠানিকভাবে বললেন, 'আমি এই ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে কথা বলার ইচ্ছা রাখি না।'

কোরেল বলল, 'এখানে থাকার অধিকার আমার আছে! অন্যদের মতো আমিও একজন সৈনিক। আমি কেবল উর্দি পরি না।'

মেয়র পুনরুক্তি করলেন, 'আমি এই ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে কথা বলার ইচ্ছা রাখি না।'

কর্নেল ল্যান্সার বলল, 'আপনি কি এখন এখান থেকে যাবেন, মিস্টার কোরেল?'

কোরেল বলল, 'আমার এখানে থাকার অধিকার আছে!'

ল্যান্সার ধারালো কণ্ঠে পুনরুক্তি করল, 'আপনি কি এখন এখান থেকে যাবেন, মিস্টার কোরেল? আপনি পদমর্যাদায় আমার ওপরে?'

'বেশ, না, স্যার।'

'দয়া করে যান, মিস্টার কোরেল', বলল কর্নেল ল্যান্সার।

কোরেল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল মেয়রের দিকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পদক্ষেপে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার উইন্টার মুখ টিপে হাসলেন, বললেন, 'আমার ইতিহাসের জন্য এটা চমৎকার একটা প্যারাগ্রাফ হবে।' কর্নেল ল্যান্সার তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

এখন ডান দিকের দরজাটা খুলে গেল, আর শন-চুলো-লাল-চোখ অ্যানির রাগান্বিত মুখটা দেখা গেল দরজাপথে। 'পেছনের বারান্দায় কয়েকজন সৈন্য, মাদাম', সে বলল। 'ওরা ওখানে কেবল দাঁড়িয়ে আছে।'

'ওরা ভেতরে আসবে না', কর্নেল ল্যান্সার বলল। 'এটা সামরিক বিধান পালন, আর কিছু নয়।'

মাদাম বরফ-শীতল কণ্ঠে বললেন, 'অ্যানি, তোমার কিছু বলার থাকলে জোসেফকে দিয়ে পাঠিও।'

'আমি জানতাম না, তবে ওরা ভেতরে আসার চেষ্টা করতে পারে', অ্যানি বলল। 'ওরা কফির গন্ধ পেয়েছে।'

BanglaBook.org

'অ্যানি!'

'জি, মাদাম', বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যানি।

কর্নেল বলল, 'আমি বসতে পারি?' তারপর ব্যাখ্যা করল, 'আমরা দীর্ঘসময় নিদ্রাহীন অবস্থায় আছি।'

মেয়র নিজেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। 'হ্যাঁ', তিনি বললেন, 'অবশ্যই, বসুন।'

কর্নেল তাকাল মাদামের দিকে, মাদাম বসলেন, কর্নেল ক্লান্তভাবে বসল কেদারায়। মেয়র ওর্ডেন দাঁড়িয়ে, এখনও অর্ধ-স্বপ্নের মধ্যে।

কর্নেল শুরু করল, 'যতটা স্বচ্ছন্দে পারি আমরা এগিয়ে যেতে চাই। দেখুন, স্যার, অন্য কোনকিছুর চেয়ে এটা অনেক বেশি ব্যবসায় উদ্যোগের মতো ব্যাপার। এখানকার কয়লাখনিটা আমাদের দরকার, আর মাছ ধরার সুযোগ। যত কম সম্ভব সংঘর্ষ ঘটিয়ে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

মেয়র বললেন, 'আমার হাতে কোন খবর নেই। দেশের বাকি অংশের পরিস্থিতি কী?'

'সব দখল করা হয়েছে', কর্নেল বলল। 'ব্যাপারটা ছিল সুপরিকল্পিত।'

'কোথাও প্রতিরোধ করা হয়নি?'

কর্নেল তার দিকে তাকাল করুণাপূর্ণ চোখে। 'তা যদি না হতো। হ্যাঁ, কিছু প্রতিরোধ হয়েছিল, কিন্তু তাতে শুদু রক্তপাতই হয়েছে। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলাম।'

ওর্ডেন তার কথাটা আবার বললেন। 'কোথাও কি প্রতিরোধ হয়নি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রতিরোধ করাটা ছিল বোকামি। প্রতিরোধ তাৎক্ষণিক গুঁড়িয়ে দেয়া হয়, যেমন এখানে। প্রতিরোধ করাটা ছিল বেদনাদায়ক ও বোকামি।'

মেয়রের উদ্বিগ্নতার কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন ডাক্তার উইন্টার। 'হ্যাঁ', তিনি বললেন, 'বোকামি, কিন্তু তারা প্রতিরোধ করেছিল তো?'

কর্নেল ল্যান্সার জাবাব দিল, 'মুষ্টিমেয় কয়েকজন এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। জনগণ শান্ত আছে।'

ডাক্তার উইন্টার বললেন, 'জনগণ এখনও জানে না কী ঘটেছে।'

'তারা জানতে পারছে', ল্যান্সার বলল। 'তারা আর বোকামি করবে না।' সে খুক খুক করে গলা পরিষ্কার করল এবং তার কণ্ঠস্বর প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। 'এখন, স্যার, আমাকে অবশ্যই কারবারে ঢুকতে হবে। আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্লান্ত, কিন্তু ঘুমানোর আগে আমার কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।' সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'আমি যতটা সৈনিক তার চেয়ে বেশি প্রকৌশলী। এই পুরো

BanglaBook.org

ব্যাপারটা হচ্ছে দেশ জয়ের চেয়েও বেশি প্রকৌশলী কাজ। কয়লা তুলে আনতে হবে মাটির ওপর এবং জাহাজে ভর্তি করতে হবে। আমাদের টেকনিশিয়ান আছে, তবে স্থানীয় লোকদের কয়লাখনিতে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পরিষ্কার? আমরা কঠোর হতে চাই না।'

ওর্ডেন বললেন, 'হ্যাঁ, যথেষ্ট পরিষ্কার। কিন্তু ধরা যাক লোকজন কয়লাখনিতে কাজ করতে চায় না?'

কর্নেল বলল, 'আশা করি তারা কাজ করতে চাইবে, কারণ তাদের তা করতে হবেই। আমাদের কয়লা চাইই চাই।'

'কিন্তু যদি তারা না করে?'

'অবশ্যই করতে হবে। তারা সুশৃঙ্খল জনগণ। তারা ঝামেলা চায় না।' সে মেয়রের জবাবের অপেক্ষা করল, কিন্তু কোন জবাব এল না। 'তা নয় কি, স্যার?' কর্নেল জিজ্ঞেস করল।

মেয়র ওর্ডেন তার চেইনটা পাকালেন। 'আমি জানি না, স্যার। তারা সুশৃঙ্খল নিজেদের সরকারের অধীনে। আপনাদের অধীনে তারা কী আচরণ করবে আমার জানা নেই। দেখুন, এ মাটি কখনও অন্যের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়নি। চারশ' বছর আগে আমাদের সরকার তৈরি করেছি আমরা।'

কর্নেল দ্রুত বলে উঠল, 'আমরা তা জানি, আর তাই আপনাদের সরকার আমরা বহাল রাখছি। আপনিই মেয়র থাকবেন, আপনিই নির্দেশ দেবেন, আপনিই শাস্তি ও পুরস্কার দেবেন। এভাবে চললে তারা ঝামেলা পাকাবে না।'

মেয়র ওর্ডেন তাকালেন ডাক্তার উইন্টারের দিকে। 'তুমি কী ভাবছো?'

'জানি না', ডাক্তার উইন্টার বললেন। 'চিত্তাকর্ষকই হবে কী হয় তা দেখা। আমার তো মনে হয় ঝামেলাই হবে। এ জনগণের ভাগ্যে হয়তো অনেক তিক্ততাই আছে।'

মেয়র ওর্ডেন বললেন, 'আমিও জানি না।' তিনি কর্নেলের দিকে ফিরলেন। 'স্যার, আমি এই জনগণের একজন, তা সত্ত্বেও আমি জানি না তারা কী করবে। হয়তো আপনি জানেন। অথবা যা ঘটবে তা হয়তো হবে আপনি যা জানেন বা আমরা যা জানি তার থেকে আলাদা। কিছু লোক নিয়োগকৃত নেতাদের গ্রহণ করে এবং তাদের মেনে চলে। কিন্তু আমার জনগণ আমাকে নির্বাচিত করেছে। তারা আমাকে মেয়র তৈরি করেছে এবং তারা চাইলে সেখান থেকে আমাকে সরিয়েও দিতে পারে। হয়তো সেটাই তারা করবে যদি মনে করে আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার করেছি। আমি জানি না।'

BanglaBook.org

কর্নেল বলল, 'আপনি যদি তাদের সুশৃঙ্খল রাখতে চান তাহলে আপনাকে তাদের জন্য একটা সার্ভিস দিতে হবেই।'

'সার্ভিস?'

'হ্যাঁ, সার্ভিস। ক্ষতি থেকে তাদের রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। বিদ্রোহ করলে তারা বিপদে পড়বে। আমাদের অবশ্যই কয়লা পেতে হবে, দেখতেই পাচ্ছেন। আমাদের নেতারা বলে দেননি কীভাবে; তারা শুধু নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আপনার জনগণকে রক্ষা করতে হবে আপনাকেই। আপনি অবশ্যই তাদের দিয়ে কাজ করাবেন, তাহলেই তারা নিরাপত্তা পাবে।'

মেয়র ওর্ডেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু ধরুন তারা নিরাপত্তা চাইল না?'

'তাহলে আপনাকে অবশ্যই তাদের জন্য চিন্তা করতে হবে।'

ওর্ডেন বললেন, কিছুটা গর্বের সঙ্গে, 'আমার জনগণ চায় না তাদের জন্য অন্যরা চিন্তা করুক। হতে পারে আপনার জনগণের থেকে তারা আলাদা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে তাতে আমি নিশ্চিত।'

জোসেফ এ সময় দ্রুত প্রবেশ করল কামরায় এবং সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে উদ্যত হল। মাদাম বললেন, 'কী ব্যাপার, জোসেফ? সিগারেটের রূপার বাক্সটা আনো তো।'

'মাফ করুন, মাদাম', জোসেফ বলল। 'মাফ করুন, ইওর এক্সেলেন্সি।'

'কী চাও তুমি?' মেয়র জিজ্ঞেস করলেন।

'অ্যানি', সে বলল। 'ও রেগে যাচ্ছে, স্যার।'

'কী ব্যাপার?' মাদাম জানতে চাইলেন।

'পেছনের বারান্দায় সৈন্যদের উপস্থিতি অ্যানি সহ্য করতে পারছে না।'

কর্নেল জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কী কোন ঝামেলা সৃষ্টি করছে?'

'ওরা দরজার ভেতর দিয়ে অ্যানিকে দেখছে', জোসেফ বলল। 'অ্যানি সেটা অপছন্দ করছে।'

কর্নেল বলল, 'সৈন্যরা হুকুম পালন করছে। কোন ক্ষতি তো করছে না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু অ্যানির দিকে কেউ তাকালে অ্যানির ঘেন্না লাগে।'

মাদাম বলল, 'জোসেফ, অ্যানিকে সাবধান হতে বলো।'

'জি মাদাম', জোসেফ চলে গেল।

কর্নেলের দু'চোখ ক্লান্তিতে বুজে এল।

'আরও একটি বিষয় আছে, ইওর এক্সেলেন্সি', সে বলল। 'আমার এবং আমার স্টাফদের জন্য এখানে থাকাটা কী সম্ভব হবে?'

মেয়র ওর্ডেন এক মুহূর্ত ভাবলেন, বললেন, 'এ জায়গাটা ছোট, এর চেয়ে বড় আর আরামদায়ক অনেক জায়গা আছে।'

BanglaBook.org

সিগারেটের রূপার বাক্সটা নিয়ে ফিরে এল জোসেফ, সেটা খুলে কর্নেলের সামনে ধরল। কর্নেল একটা সিগারেট নিলে জোসেফ সেটা ধরিয়ে দিল জাঁকাল ভঙ্গিতে। কর্নেল গভীরভাবে সিগারেটে টান দিল।

'ব্যাপারটা তা নয়', সে বলল। 'আমরা দেখেছি যে, যখন কোন স্টাফ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ছাউনির নিচে থাকে, তখন অনেক বেশি শান্তি বজায় থাকে।'

'অর্থাৎ', ওর্ডেন বললেন, 'জনগণ অনুভব করে যে এর সঙ্গে সহযোগিতা সম্পৃক্ত?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা তাই।'

মেয়র ওর্ডেন হতাশ চোখে তাকালেন ডাক্তার উইন্টারের দিকে, আর একদিকে বাঁকা হাসি ছাড়া তাকে কিছু দিতে পারলেন না উইন্টার। ওর্ডেন নরম সুরে বললেন, 'এই সম্মান প্রত্যাখ্যানের অনুমতি আছে আমার?'

'আমি দুঃখিত', কর্নেল বলল। 'না। এগুলো আমার নেতার হুকুম।'

'জনগণ এটা পছন্দ করবে না', ওর্ডেন বললেন।

'খালি জনগণ জনগণ করছেন! জনগণ নিরস্ত্র। জনগণের কিছু বলার নেই।'

মেয়র ওর্ডেন মাথা ঝাঁকালেন। 'আপনি জানেন না, স্যার।'

দরজা দিয়ে ক্রুদ্ধ নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল। তারপর দুম করে একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষের আর্তনাদ। জোসেফ ছুটে প্রবেশ করল কামরার ভেতর। 'অ্যানি ফুটন্ত পানি ছুড়ে মেরেছে', জোসেফ বলল। 'সে ভীষণ রেগে গেছে।'

দরজা দিয়ে কমান্ড আর ভারি পদশব্দ শোনা গেল। কর্নেল ল্যান্সার উঠে দাঁড়াল। 'আপনার চাকর-বাকরদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, স্যার?' সে জিজ্ঞেস করল।

মেয়র ওর্ডেন মৃদু হাসলেন। 'খুব কম', তিনি বললেন। 'মন যখন ওর ভাল থাকে তখন ও সেরা রাঁধুনি। কেউ কী জখম হয়েছে?' তিনি জোসেফকে জিজ্ঞেস করলেন।

'ফুটন্ত পানি, স্যার।'

কর্নেল ল্যান্সার বলল, 'আমরা শুধু আমাদের কাজ করতে চাই। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ। রাঁধুনিকে আপনার শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে।'

'আমি পারব না', ওর্ডেন বললেন। 'সে কাজ ছেড়ে দেবে।'

'এটা জরুরি অবস্থা। সে কাজ ছাড়তে পারবে না।'

'তাহলে গরম পানি ছুড়ে মারবে', বললেন ডাক্তার উইন্টার।

BanglaBook.org

দরজা খুলে গেল আর একজন সৈনিককে দেখা গেল সেখানে। 'এই মেয়েমানুষটাকে গ্রেফতার করব, স্যার?'

'কেউ কি জখম হয়েছে?' ল্যান্সার জানতে চাইল।

'জি, স্যার, ছ্যাঁকা খেয়েছে, আর একজন কামড় খেয়েছে। আমরা তাকে ধরে রেখেছি, স্যার।'

ল্যান্সারকে অসহায় দেখাল, অবশেষে সে বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও আর বারান্দার বাইরে চলে যাও।'

'জি, স্যার', সৈনিকটির পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ল্যান্সার বলল, 'আমি তাকে গুলি করতে পারতাম; আমি তাকে আটকে রাখতে পারতাম।'

'তাহলে আর রাঁধুনী পেতাম না আমরা', বললেন ওর্ডেন।

'দেখুন,' কর্নেল বলল। 'আপনার লোকদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা আছে আমাদের।'

মাদাম বললেন, 'মাফ করবেন, স্যার, আমি গিয়ে দেখে আসব সৈন্যরা অ্যানিকে জখম করেছে কিনা', তিনি কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ল্যান্সার উঠে দাঁড়াল। 'আপনাকে বলেছি যে আমি ভয়ানক ক্লান্ত, স্যার। আমাকে অবশ্যই একটু ঘুমাতে হবে। সবকিছুর মঙ্গলের জন্য দয়া করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।' মেয়র ওর্ডেন যখন কোন উত্তর দিলেন না, 'সবকিছুর মঙ্গলের জন্য?' ল্যান্সার পুনরুক্তি করল। 'করবেন কি?'

ওর্ডেন বললেন, 'এটা একটা ছোট শহর। আমি জানি না। লোকজন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, আমার অবস্থাও অনুরূপ।'

'কিন্তু আপনি কি সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন?'

ওর্ডেন মাথা ঝাঁকালেন। 'আমি জানি না। শহর কী করবে বলে যখন মনস্থ করবে, তখন হয়তো আমিও সেটাই করব।'

'কিন্তু কর্তৃপক্ষ তো আপনিই।'

ওর্ডেন মৃদু হাসলেন। 'আপনি এ কথা বিশ্বাস করবেন না, তবে এটাই সত্যি; কর্তৃত্ব রয়েছে শহরের মধ্যে। আমি জানি না, কেমনভাবে অথবা কেন, কিন্তু বিষয়টা এমনই। এর অর্থ হল, আপনি যতটা দ্রুত পারেন আমরা ততটা দ্রুত কাজ করতে পারি না, কিন্তু কোন নির্দেশনা যখন স্থির হয়ে যায় তখন আমরা সবাই মিলে সে কাজ করি। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমি এখনও জানি না।'

ল্যান্সার ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমি আশা করি আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব। সবার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে তা। আমি আশা করি, আমরা আপনার

BanglaBook.org

ওপর আস্থা রাখতে পারব। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সামরিক বাহিনী যেগুলো ব্যবহার করবে সেসব পন্থার কথা ভাবতে আমি পছন্দ করি না।'

মেয়র ওর্ডেন চুপ করে থাকলেন।

'আমি আশা করি আমরা আপনার ওপর আস্থা রাখতে পারব', ল্যান্সার পুনরুক্তি করল।

ওর্ডেন কানের মধ্যে আঙুল সেঁধিয়ে হাত আন্দোলিত করলেন। 'আমি জানি না', তিনি বললেন।

মাদাম ফিরে এলেন কামরায়। 'অ্যানি ভীষণ ক্ষেপেছে', তিনি বললেন। 'পাশের ঘরে কথা বলছে ক্রিস্টিনের সঙ্গে। ক্রিস্টিনও রেগে গেছে।'

'অ্যানির চেয়ে ক্রিস্টিন অনেক ভাল রাঁধুনী', মেয়র বললেন।

মেয়রের ক্ষুদ্র প্রাসাদের দোতলায় কর্নেল ল্যান্সারের স্টাফরা সদর দফতর বানাল। কর্নেল ছাড়াও তারা ছিল পাঁচজন। একজন ছিল মেজর হান্টার, ক্ষুদে আকৃতির ভূতে-পাওয়া চেহারার লোক, নিজে নির্ভরযোগ্য ইউনিট হওয়ায় সবাইকে মনে করত হয় নির্ভরযোগ্য ইউনিট অথবা বেঁচে থাকার অনুপযুক্ত। মেজর হান্টার প্রকৌশলী এবং যুদ্ধের ঘটনা ছাড়া অন্য সময় তাকে লোকজনের কমান্ড দেয়ার কথা কেউ কল্পনা করবে না। সে গণিতবিদের চেয়েও বেশি ছিল পাটীগণিতবেত্তা। উচ্চতর গণিতবিদ্যার রস, সঙ্গীত অথবা রহস্যময়তার কিছুই তার মাথায় ঢুকত না। মানুষে মানুষে হয়তো উচ্চতা, ওজন বা রঙের পার্থক্য ঘটে, ৬ যেমন ৮ থেকে আলাদা, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে পার্থক্য বড় নয়। সে বেশ কয়েকবার বিয়ে করেছিল, তবে সে জানে না তাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে তার স্ত্রীরা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়তো কেন।

ক্যাপ্টেন বেনটিক ছিল সংসারী মানুষ। সে কুকুর, গোলাপবাগান, শিশু আর বড়দিনের উৎসব ভালবাসত। ক্যাপ্টেন হিসেবে তার বয়স একটু বেশিই, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক অদ্ভুত অভাবের কারণে সে দীর্ঘদিন ওই পদেই রয়ে গেছে। যুদ্ধের আগে সে ব্রিটিশ গ্রামীণ ভদ্রলোকদের ভীষণ অনুরাগী ছিল, ইংলিশ পোশাক পরত, ইংলিশ কুকুর পুষত, লন্ডন থেকে তার জন্য পাঠানো বিশেষ মিক্সচারের ধূমপান করত ইংলিশ পাইপে, আর সেখানকার বাগানবিষয়ক সাময়িকীর গ্রাহক ছিল সে এবং ইংলিশ ও গর্ডন কুকুরের আপেক্ষিক মেধা নিয়ে অবিরাম তর্ক করে যেত। ক্যাপ্টেন বেনটিক ছুটির পুরোটা সময় কাটাত সাসেক্সে এবং বুদাপেস্ট বা প্যারিসে তাকে ইংরেজ বলে লোকেরা ভুল করলে তার ভাল লাগত। যুদ্ধ তার এসব ব্যাপার বদলে দিল, তবে অনেকদিন পর্যন্ত সে পাইপ টেনেছে এবং অনেকদিন পর্যন্ত একটা ছড়ি বহন করেছে, অকস্মাৎ সেগুলো ফেলে

BanglaBook.org

দেয়ার আগে। একবার পাঁচ বছর আগে, মিডল্যান্ডসে ঘাস মরে যাওয়া বিষয়ে টাইমস সাময়িকীতে একটা চিঠি লিখেছিল সে এডমান্ড টুইচেল নামে; টাইমস তার সে চিঠি ছেপেছিল।

ক্যাপ্টেন হিসেবে বেনটিক যদি বেশি বয়স্ক হয়ে থাকে, তাহলে ক্যাপ্টেন লফট আবার বেশি তরুণ। একজন যতটুকু কল্পনা করতে পারে ক্যাপ্টেন সম্পর্কে, ক্যাপ্টেন লফটও তাই। নিজের ক্যাপ্টেন্সির মধ্যেই সে বাঁচে আর শ্বাস নেয়। তার অসামরিক মুহূর্ত বলে কিছু ছিল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক চালিকাশক্তি তাকে উপরের দিকে নিয়ে এসেছে। দুধের ওপর জমা সরের মতো সে ভেসে আছে। সে গোড়ালি ঠুকতে পারে নর্তকের মতো নিখুঁত ভঙ্গিতে। সব ধরনের সামরিক কেতা তার জানা আর সেসব ব্যবহারেও সে পারঙ্গম। সৈনিকের আচরণবিধি সম্পর্কে জেনারেলদের চেয়েও বেশি জানে সে, ফলে জেনারেলরা পর্যন্ত তাকে নিয়ে শঙ্কিত। ক্যাপ্টেন লফট ভাবত এবং বিশ্বাস করত, একজন সৈনিক হচ্ছে প্রাণীজীবনের সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ। আদৌ যদি সে ঈশ্বরের কথা বিবেচনা করত, তাহলে তাকে সে কল্পনা করত বৃদ্ধ ও সম্মানিত এক জেনারেল হিসেবে, অবসরপ্রাপ্ত, ধূসর, বেঁচে আছে যুদ্ধের স্মৃতির মাঝে, যে কিনা বছরে কয়েকবার তার লেফটেন্যান্টদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। ক্যাপ্টেন লফট বিশ্বাস করে, সব নারীই ইউনিফর্মের প্রেমে পড়ে, এছাড়া ব্যাপারটা আর অন্য কী হতে পারে তার জানা ছিল না। স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সে একজন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল হবে এবং কলারযুক্ত হ্যাট পরা দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ নারী পরিবেষ্টিত তার ছবি মুদ্রিত হবে সচিত্র পত্রিকায়।

লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল ও টন্ডার অল্পবয়সী, আন্ডারগ্রাজুয়েট, সময়ের রাজনীতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এক প্রতিভাবানের উদ্ভাবিত মহান নর্যা পদ্ধতি এতটাই মহান বলে তারা বিশ্বাস করে যে, এর ফলাফল যাচাই করে দেখারও প্রয়োজন মনে করেনি কখনও। তারা আবেগপ্রবণ তরুণ। লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল ঘড়ির উল্টো পিঠে একগুচ্ছ চুল বয়ে বেড়ায়, এক টুকরো নীল সাটিন কাপড়ে তা মোড়া, বারবার তা খুলে যায় আর ভারসাম্যের চাকায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলে সময় দেখার জন্য সে হাতঘড়ি ব্যবহার করে। প্র্যাকল ছিল নাচের সঙ্গী, প্রাণবন্ত তরুণ, তা সত্ত্বেও সে নেতার মতো বিদ্বেষপূর্ণ ভ্রুকুটি করতে পারত, নেতার মতো সন্তান উৎপাদন করতে পারত। সে শ্রেণীগত মর্যাদাচ্যুত শিল্প ঘৃণা করত এবং বেশকিছু ক্যানভাস ধ্বংস করেছিল নিজের হাতে। ক্যাবারে সে কখনও কখনও সঙ্গীদের পেন্সিল স্কেচ করত, সেসব এত চমৎকার হতো যে, প্রায় তাকে বলা হতো তার শিল্পী হওয়া উচিত ছিল। প্র্যাকলের স্বর্ণকেশী বোন ছিল কয়েকটা, তাদের নিয়ে

BanglaBook.org

সে গর্ববোধ করত, ফলে তারা অপমানিত হয়েছে বলে মনে করলে সে হৈচৈ বাধিয়ে দিত। বোনেরা এ ব্যাপারে একটু বিরক্ত ছিল, কেননা তারা শঙ্কাবোধ করত যে, তাদের ভেতর থেকে কাউকে হয়তো অপমানের বিষয়টি প্রমাণ করতে হবে। লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল ডিউটির বাইরে অবসর সময়টুকু লেফটেন্যান্ট টন্ডারের স্বর্ণকেশী বোনকে প্রলুব্ধ করার দিবাস্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিত, মেয়েটি ছিল নাদুসনুদুস ও হাসিখুশি এবং সে বয়স্ক পুরুষদের দ্বারা প্রলুব্ধ হতে ভালবাসত, যারা লেফটেন্যান্ট প্র্যাকলের মতো তার কেশগুচ্ছ এলোমেলো করে দিত না।

লেফটেন্যান্ট টন্ডার ছিল কবি, এক তিক্ত কবি যে স্বপ্ন দেখত গরিব মেয়েদের জন্য উন্নত তরুণরা খাঁটি ও আদর্শ ভালবাসা নিয়ে এগিয়ে আসবে। টন্ডার ছিল তার অভিজ্ঞতার সমান প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন এক প্রগাঢ় রোমান্টিক। সে কখনও কখনও তার কাল্পনিক কালো নারীদের নিচুস্বরে অন্ত্যমিলশূন্য কবিতা শোনাত। তার আকাঙ্ক্ষা হতো যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাবে, পটভূমিতে কাঁদবে তার মা-বাবা এবং নেতা, সাহসী কিন্তু মুমূর্ষ তরুণের সামনে বেদনাহত। প্রায়ই সে নিজের মৃত্যু কল্পনা করত, অস্তগামী সূর্যের মলিন আলোয় আলোকিত তখন চারপাশ, ভাঙা সামরিক সরঞ্জাম চিকচিক করছে সে আলোয়, তাকে ঘিরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সহযোদ্ধারা, মাথা নিচু করে। এমনকি নিজের শেষ কথাগুলোও সে তৈরি করে রেখেছিল।

এরাই হল কর্নেলের স্টাফ, প্রত্যেকেই যুদ্ধ নিয়ে খেলছে যেমন শিশুরা খেলে 'দৌড় দে ভেড়া, দৌড় দে।' মেজর হান্টারের ভাবনায় যুদ্ধ হল একটা পাটীগাণিতিক কাজ যা সমাধা করতে হবে, সুতরাং সে তার ফায়ারপ্লেসের কাছে ফিরে যেতে পারে; ক্যাপ্টেন লফট যথাযথভাবে বেড়ে ওঠা তরুণের যথাযথ বাহক; লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল ও টন্ডার স্বপ্নসদৃশ বস্তু যেখানে কোনকিছুই খুব বেশি বাস্তব নয়। এবং তাদের যুদ্ধ অনেক খেলা হয়েছে– নিরস্ত্র, পরিকল্পনাহীন শত্রুর বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট অস্ত্র, উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা। কোন যুদ্ধে তারা হারেনি এবং ক্ষতিও হয়েছে অতি নগণ্য। চাপের মধ্যে প্রত্যেকের মতো তারাও কখনও ভীরু, কখনও সাহসী। তাদের ভেতর কেবল কর্নেল ল্যান্সারই জানত দীর্ঘ সময় চলমান যুদ্ধ আসলে কী?

ল্যান্সার কুড়ি বছর আগে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে ছিল এবং সে যা জানত তা নিয়ে না-ভাবার চেষ্টা করত- যুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা ও ঘৃণা, অযোগ্য জেনারেলদের বিশৃঙ্খলা, নির্যাতন ও হত্যা, অসুস্থতা ও ক্লান্তি, যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হয় ততক্ষণ এসব চলতে থাকে এবং নতুন উদ্বিগ্নতা ও নতুন ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই বদলায় না। ল্যান্সার নিজেকে বলত সে একজন সৈনিক, তাকে নির্দেশ

BanglaBook.org

দেয়া হয়েছে পালন করার জন্য। তার কোন প্রশ্ন করা বা ভাবা চলবে না, তাকে শুধু নির্দেশ পালন করতে হবে; আর সে অন্য যুদ্ধের অসুস্থ স্মৃতি এবং এ যুদ্ধের একই পরিণতির অনিবার্যতার চিন্তা একপাশে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। এ যুদ্ধটা হবে সম্পূর্ণ আলাদা, দিনে অন্তত পঞ্চাশবার এ কথা নিজেকে বলত সে; এ যুদ্ধটা হবে একেবারেই আলাদা।

সৈন্য দলের অগ্রযাত্রায়, জনতার উচ্ছৃঙ্খল হাঙ্গামায়, ফুটবল খেলায় এবং যুদ্ধে রূপরেখা অনির্দিষ্ট হয়ে যায়; বাস্তব জিনিস পরিণত হয় অবাস্তবে আর মনের ওপর ধুঁইয়ে ওঠে এক কুহেলিকা। উদ্বেগ আর উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, আলোড়ন—সবকিছু ভেসে ওঠে এক বিশাল ধুসর স্বপ্নে, কাজেই যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় তখন স্মরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে যখন তুমি লোকদের হত্যা করেছো অথবা তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছো তখন যেমন ছিল সেটা। অতঃপর যারা সেখানে ছিল না সেই লোকেরা তোমাকে বলে সেটা কেমন ছিল আর তুমি অনির্দিষ্টভাবে বল, 'হ্যাঁ, আমার অনুমান ব্যাপারটা ওই রকমই ছিল।'

এই স্টাফরা মেয়রের প্রাসাদের ওপর তলার তিনটে কামরা নিজেদের দখলে নিয়েছিল। শয়নকক্ষগুলোয় তারা কোট, কম্বল ও সাজসরঞ্জাম রেখেছে, তাদের পাশের কামরাটি যেটা একতলার ছোট ড্রয়িং-রুমটার ঠিক উপরেই অবস্থিত সেটাকে তারা বানিয়েছে এক ধরনের ক্লাব, বলা যায় অস্বচ্ছন্দ ক্লাব। কয়েকটা কেদারা আর একটা টেবিল আছে। এখানে বসে তারা চিঠি লেখে ও চিঠি পড়ে। কথা বলে, কফির অর্ডার দেয়, পরিকল্পনা করে, বিশ্রাম নেয়। জানালাগুলোর মধ্যবর্তী দেয়ালে গরু,হ্রদ আর ছোট ছোট খামারবাড়ির ছবি এবং জানালা দিয়ে তারা শহর ছাড়িয়ে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত দেখতে পায়, জাহাজঘাটা, ডক, যেখানে কয়লার বার্জ টেনে আনার পর বোঝাই করা হয় আর সেগুলো সমুদ্রে যাত্রা শুরু করে। তারা ছোট্ট শহরটা দেখতে পায় স্কয়ার থেকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা পর্যন্ত, তারা নোঙ্গর করা মাছ ধরার নৌযানগুলো দেখতে পায়, সৈকতে শুকাতে দেয়া মাছের গন্ধ পায় তারা জানালা দিয়ে।

কামরার মাঝখানে বড় আকৃতির একটা টেবিল, মেজর হান্টার বসে আছে সেটার পাশে। টেবিলের কানায় ঠেশ দিয়ে তার হাঁটুর ওপর রাখা ড্রয়িং-বোর্ড, নতুন একটা রেলসড়কের ডিজাইন নিয়ে সে কাজ করছে। ড্রয়িং-বোর্ডটা স্থির নয়, মেজর এজন্য ক্রমেই রেগে যাচ্ছিল। সে কাঁধের ওপর মুখ ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'প্র্যাকল!' তারপর আবার, 'লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল!'

শয়নকক্ষের দরজা খুলে গেল আর লেফটেন্যান্ট বেরিয়ে এল, অর্ধেক মুখ শেভিং ক্রিমে ঢাকা। হাতে ধরা ব্রাশ। 'জি?' সে বলল।

BanglaBook.org

মেজর হান্টার তার ড্রয়িং-বোর্ড মৃদু ঝাঁকি দিল। 'আমার বোর্ডের তেপায়াটা মালপত্রের মধ্যে ওঠানো হয়েছে?'

'আমি জানি না, স্যার,' প্র্যাকল বলল। 'আমি দেখিনি।'

'বেশ, এখন দেখ, ঠিক আছে? এই আলোয় কাজ করা খুব খারাপ। কালি ব্যবহারের আগে আবার আমাকে এটা আঁকতে হবে।'

প্র্যাকল বলল, 'দাড়ি কামানো শেষ করা মাত্রই আমি দেখছি।'

হান্টার খিটখিটে কণ্ঠে বলল, 'তোমার চেহারার চেয়ে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ওখানে ওই স্তূপটার নিচে গলফ ব্যাগের মতো দেখতে একটা ক্যানভাস কেস আছে কিনা দেখ।'

প্র্যাকল শয়নকক্ষে অদৃশ্য হল। ডান দিকের দরজা খুলে গেল আর ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন লফট। সে পরে আছে হেলমেট, একজোড়া ফিল্ডগ্লাস, সাইড আর্ম, আর নানা প্রকার চামড়ার কেস ঝুলে আছে তার সারা শরীরে। কামরায় প্রবেশ করা মাত্রই সে সাজসরঞ্জাম খুলতে আরম্ভ করল।

'দেখুন, বেনটিক একটা উন্মাদ', সে বলল। 'ফেটিগ ক্যাপ পরে ডিউটি করতে যাচ্ছে, রাস্তায়।'

লফট ফিল্ডগ্লাস রাখল টেবিলের ওপর এবং হেলমেট খুলল, তারপর গ্যাস-মাস্ক ব্যাগ। টেবিলের ওপর এসব সাজসরঞ্জামের একটা স্তূপ জমে গেল।

হান্টার বলল, 'এসব জিনিস এখানে রেখ না। এখানে আমাকে কাজ করতে হবে। সে ক্যাপ পরবে না কেন? কোন সমস্যা তো হয়নি। এসব টিনের জিনিসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। এগুলো ভারি, তুমি দেখতে পাও না।'

লফট রসকষহীন কণ্ঠে বলল, 'এটা একটা খারাপ অভ্যাস। এখানকার লোকদের জন্য খারাপ। আমাদের অবশ্যই একটা সামরিক মানদণ্ড, একটা সতর্কতা মেনে চলতে হবে, এবং কখনও এর অন্যথা করা চলবে না। আমরা যদি এটা না মানি, তাহলে তা হবে সমস্যা ডেকে আনার শামিল।'

'তুমি এমন মনে করছো কিসের কারণে?' হান্টার জিজ্ঞেস করল।

লফট একটু উঁচু হল। নিশ্চয়তায় তার মুখ পাতলা হয়ে গেছে। আগে হোক পরে হোক, সবাই লফটের নাকের ওপর ঘুষি বসাতে চায় যে-কোন বিষয়ে তার নিশ্চয়তার এই ভঙ্গির কারণে। সে বলল, 'আমি মনে করছি না। দখলকৃত দেশে আচরণবিধি বিষয়ক *ম্যানুয়েল এক্স-১২* থেকে আমি কেবল উদ্ধৃতি দিচ্ছি।' অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এটা লেখা হয়েছে।' সে বলতে আরম্ভ করেছিল, 'আপনার–' পরে পরিবর্তন করে বলল, 'প্রত্যেকের *এক্স-১২* পড়া উচিত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে।'

BanglaBook.org

হান্টার বলল, 'কেতাবটা যে লিখেছে সে কখনও দখলকৃত দেশে অবস্থান করেছে কিনা আমি অবাক হয়ে ভাবি। এই লোকগুলো যথেষ্ট নিরীহ। তারা ভাল, অনুগত বলেই মনে হয়।'

প্র্যাকল দরজা ঠেলে ভেতরে এল, অর্ধেক মুখ এখনও শেভিং-সোপে ঢাকা। একটা বাদামি রঙের ক্যানভাস টিউব নিয়ে এসেছে, তার পেছনে লেফটেন্যান্ট টন্ডার।

'এটা?' প্র্যাকল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। খোলো ওটা, বসাও।'

প্র্যাকল ও টন্ডার ভাঁজ করা তেপায়াটা বের করে পরীক্ষা করল এবং হান্টারের কাছাকাছি বসাল। মেজর তাতে বোর্ডটা আঁটল, ডানে-বামে উঁচু-নিচু করে দেখল, সন্তুষ্ট হয়ে বসে পড়ল সেটা সামনে নিয়ে।

ক্যাপ্টেন লফট বলল, 'তোমার মুখে সাবান লেপ্টে আছে তা জানো, লেফটেন্যান্ট?'

'জি, স্যার,' প্র্যাকল বলল। 'মেজর যখন তেপায়াটা আনতে বললেন তখন আমি শেভ করছিলাম।'

'বেশ, এখন তোমার কামিয়ে ফেলাই ভাল', লফট বলল। 'কর্নেল তোমাকে ডেকে বসতে পারেন।'

'ওহ, তিনি কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার তিনি পরোয়া করেন না।'

টন্ডার কাজ করতে করতে তাকাল হান্টারের কাঁধের ওপর দিয়ে। লফট বলল, 'বেশ, তিনি হয়তো দেখবেন না, কিন্তু এতে তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না।'

প্র্যাকল একটা রুমাল বের করে সেটা দিয়ে মুখ থেকে সাবান মুছে ফেলল। টন্ডার মেজরের বোর্ডের কোণে ছোট একটা ড্রয়িং দেখাল। 'ওটা চমৎকার দর্শন সেতু, মেজর। কিন্তু দুনিয়ার কোথায় আমরা সেতু বানাতে যাচ্ছি?'

হান্টার ড্রয়িংটার দিকে তাকাল, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে টন্ডারের দিকে। 'হাহ? ওহ, ওই সেতুটা আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি না কোথাও। কাজের ড্রয়িং হল এই যে এটা।'

'আপনি তাহলে সেতু নিয়ে কী করছেন?'

হান্টারকে কিছুটা বিজড়িত মনে হল।

'ইয়ে, দেখ, বাড়িতে পেছনের আঙিনায় আমার একটা রেলসড়কের মডেল আছে। সেটার জন্য একটা ছোট খাঁড়ির ওপর ব্রিজ তৈরি করতে হবে আমার। লাইনটা খাঁড়ি পর্যন্ত এনেছি ঠিকই, তবে সেতুটা কখনোই আর তৈরি করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, যখন দূরে আছি ফাঁকে ফাঁকে নকশার কাজটা সারব।'

BanglaBook.org

লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল পকেট থেকে বের করল একটা ভাঁজ করা রোটোগ্র্যাভিওর কাগজ। সেটার ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল। একটা মেয়ের ছবি ছিল তাতে; তার পা, পোশাক আর ভুরু চোখে পড়ার মতো, সুগঠিত স্বর্ণকেশী, কালো রঙের মোজা আর নিচু বক্ষবন্ধনী, সে উঁকি দিয়ে আছে কালো ঝালরযুক্ত একটা পাখার ওপর দিয়ে। লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল ছবিটা তুলে ধরে বলল, 'সে কিছু একটা নয় কি?' লেফটেন্যান্ট টন্ডার সমালোচকের দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, 'ওকে আমার পছন্দ নয়।'

'ওর কী তোমার পছন্দ নয়?'

'ওকে স্রেফ আমার পছন্দ নয়, ব্যস', টন্ডার বলল। 'ওর ছবিটা কিসের জন্য রেখেছো তুমি?'

প্র্যাকল বলল, 'কারণ আমি তাকে ভালবাসি এবং বাজি ধরে বলতে পারি, তুমিও ভালবাস।'

'আমি বাসি না', বলল টন্ডার।

'তুমি বলতে চাও সুযোগ পেলেও তুমি তার সঙ্গে ডেট করবে না?' প্র্যাকল জিজ্ঞেস করল।

টন্ডার বলল, 'না।'

'বেশ, তুমি উন্মাদ আর কি', প্র্যাকল পর্দাগুলোর একটার কাছে গেল। বলল, 'আমি এই ছবিটা এখানে টাঙিয়ে রাখব আর তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ওকে নিয়ে ধ্যান করতে দেব।' সে পিন দিয়ে পর্দার সঙ্গে ছবিটা আটকে দিল।

ক্যাপ্টেন লফট তার সাজসরঞ্জামগুলো এখন হাতের ওপর জড়ো করছে, সে বলল, 'আমি মনে করি না ওটা এখানে খুব ভাল দেখাচ্ছে, লেফটেন্যান্ট। তোমার ওটা নামিয়ে ফেলাই উত্তম। স্থানীয় লোকজনের মনে ওটা ভাল কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।'

হান্টার তার বোর্ড থেকে চোখ তুলে তাকাল। 'কী ভাল প্রভাব সৃষ্টি করবে না?' অন্যদের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে ছবিটা দেখতে পেল। 'কার ছবি ওটা?' সে জানতে চাইল।

'একজন অভিনেত্রীর', প্র্যাকল বলল।

হান্টার সতর্কভাবে ছবিটা দেখল। 'ওহ, তুমি চেনো তাকে?'

টন্ডার বলল, 'ওই মেয়ে একটা কুলটা।'

হান্টার বলল, 'ওহ, তাহলে তুমি চেনো ওকে?'

প্র্যাকল স্থির চোখে টন্ডারের দিকে তাকাল। বলল, 'বল, তুমি কীভাবে জানো সে কুলটা?'

BanglaBook.org

'সে কুলটার মতো দেখতে', বলল টন্ডার।

'তুমি চেনো তাকে?'

'না, আর চিনতেও চাই না।'

প্র্যাকল বলতে শুরু করল, 'তাহলে তুমি জানলে কেমন করে?' কিন্তু লফট বাধা দিল। বলল, 'ছবিটা নামিয়ে ফেলাই উত্তম। তোমার বিছানার ওপর টাঙিয়ে রাখো, যদি চাও। এই কামরাটা একরকম দাফতরিক।'

প্র্যাকল তার দিকে তাকাল বিদ্রোহের চোখে আর যখন কিছু বলতে উদ্যত তখন ক্যাপ্টেন লফট বলল, 'এটা হুকুম, লেফটেন্যান্ট', আর বেচারা প্র্যাকল কাগজটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল। সে উৎফুল্লভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করল।

'বেশ সুন্দর কিছু মেয়ে আছে এ শহরে, ঠিক আছে', সে বলল। 'আমরা জাঁকিয়ে বসব যখন আর সবকিছু মসৃণভাবে চলবে, তখনই কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করে নেব।'

লফট বলল, '*এক্স*-১২ পড়, তোমার জন্য ভাল হবে। সেখানে যৌন বিষয়ে একটা অধ্যায় আছে।' তারপর ডাফেল, গ্লাস ও সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে গেল। লেফটেন্যান্ট টন্ডার এখনও তাকিয়ে আছে– হান্টারের কাঁধের ওপর দিয়ে, বলল, 'কেমন সেয়ানা— কয়লার গাড়িগুলো খনি থেকে সোজা জাহাজে চলে যাচ্ছে।'

হান্টার তার কাজ ছেড়ে উঠল ধীরে ধীরে, বলল, 'এতে আমাদের গতি বাড়াতে হবে; ওই কয়লা স্থানান্তর চালু রাখতে হবে আমাদের। এ এক বিরাট কাজ। আমি সাংঘাতিক কৃতজ্ঞ যে এখানকার লোকেরা শান্ত আর বিচক্ষণ।'

লফট সাজসরঞ্জাম রেখে কামরায় ফিরে এল। জানালার পাশে দাঁড়াল সে, তাকাল দূরবর্তী পোতাশ্রয়ের দিকে, কয়লাখনির দিকে, এবং বলল, 'আমরা শান্ত আর বিচক্ষণ কারণ আমরা শান্ত আর বিচক্ষণ। আমার মনে হয় এজন্য আমরা বাহাদুরি নিতে পারি। এ কারণেই আমি বিধির ওপর জোর দিই। তা তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত বিচার-বিবেচনা করে।'

দরজা খুলে গেল এবং কর্নেল ল্যান্সার ভেতরে ঢুকল, কোট খুলে ফেলল গা থেকে। স্টাফরা তাকে সামরিক কেতায় সৌজন্য দেখাল– খুব বেশি কঠোর নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ নয়, তবে যথেষ্ট। ল্যান্সার বলল, 'ক্যাপ্টেন লফট, তুমি নিচে গিয়ে বেনটিককে অবসর দেবে? সে ভাল বোধ করছে না, তার মাথা ঝিমঝিম করছে।'

'জি, স্যার', লফট বলল। 'আমি কি আপনাকে জানাতে পারি, স্যার, যে কিছুক্ষণ আগে আমি ডিউটি থেকে ফিরেছি?'

BanglaBook.org

ল্যান্সার খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল তাকে।

'আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, ক্যাপ্টেন।'

'একটুও না, স্যার; আমি এ কথা উল্লেখ করলাম শুধু রেকর্ডের জন্য।'

ল্যান্সার শিথিল হল আর চাপা হাসি হাসল। 'রিপোর্ট উল্লেখের বিষয়টি তুমি পছন্দ কর, তাই না?'

'এতে কোন ক্ষতি হয় না, স্যার।'

'আর যখন যথেষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হবে', ল্যান্সার বলে চলল, 'তখন তোমার বুকে ছোট একটা ড্যাংলার শোভা পাবে।'

'সেনাবাহিনীর পেশায় এগুলো মাইলস্টোন, স্যার।'

ল্যান্সার মৃদু শব্দে শ্বাস ফেলল। 'হ্যাঁ, আমার অনুমানও তাই। কিন্তু সেগুলোর কথা তোমার মনে থাকবে না, ক্যাপ্টেন।'

'স্যার?' লফট জিজ্ঞেস করল।

'আমি কী বলছি তা পরে জানতে পারবে– হয়তো।'

কাপ্টেন লফট দ্রুত সাজসরঞ্জাম পরে ফেলল। 'জি, স্যার', সে বলল, কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তার নিচে নামার পদশব্দ শোনা গেল, এবং ল্যান্সার তার চলে যাওয়া দেখল খানিকটা আমোদিত চোখে। সে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ওই যায় এক জন্ম সৈনিক।'

এবং হান্টার মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'একটা জন্ম গাধা।'

'না', ল্যান্সার বলল, 'যে পন্থায় অসংখ্য মানুষ রাজনীতিক হয়ে ওঠে, সেভাবেই একজন সৈনিক হয়ে উঠছে সে। জেনারেল স্টাফে অন্তর্ভুক্ত হতে তার বেশি সময় লাগবে না। ওপর থেকে যুদ্ধ দেখবে সে, সুতরাং যুদ্ধ তার ভাল লাগবে সর্বদাই।'

লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল বলল, 'কবে যুদ্ধ শেষ হবে বলে আপনি মনে করেন, স্যার?'

'শেষ হবে? শেষ হবে? কী বলতে চাও তুমি?'

লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল বলে চলল, 'কত শীগগির আমরা বিজয়ী হব?'

ল্যান্সার মাথা ঝাঁকাল। 'ওহ, আমি জানি না। বিশ্বে এখনও শত্রুরা বিরাজ করছে।'

'কিন্তু আমরা তাদের ফুটো করে দেব', প্র্যাকল বলল।

ল্যান্সার বলল, 'হ্যাঁ?'

'আমরা তাদের ফুটো করব না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমরা সবসময় করি।'

BanglaBook.org

প্র্যাকল উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা, বড়দিনের সময় যদি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে, আপনি কি মনে করেন তখন কিছু সাময়িক ছুটি মঞ্জুর হবে?'

'আমি জানি না', ল্যান্সার বলল। 'এ ধরনের নির্দেশ আসতে হবে দেশ থেকে। বড়দিনে তুমি কি দেশে থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ, আমার সেটাই আকাঙ্ক্ষা।'

'হতে পারে তুমি সে সুযোগ পাবে', ল্যান্সার বলল। 'হতে পারে তুমি সে সুযোগ পাবে।'

লেফটেন্যান্ট টন্ডার বলল, 'যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, স্যার, আমরা এই পেশা ছেড়ে দিতে পারব না, তাই না?'

'আমি জানি না', কর্নেল বলল। 'কেন?'

'দেখুন', টন্ডার বলল, এ 'দেশটা খুব সুন্দর, লোকজনও সুন্দর। আমাদের লোকেরা কয়েকজন— হয়তো এখানে বসতি গাড়তে পারে।'

ল্যান্সার কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'পছন্দের কিছু জায়গা তুমি দেখে ফেলেছো, তাই না?'

'বেশ', টন্ডার বলল, 'এখানে কিছু খামার আছে চমৎকার। যদি চার-পাঁচজনকে একসঙ্গে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে সবাই মিলে বসতি গড়ে তোলার চমৎকার জায়গা হবে এটা, আমার মনে হয়।'

'তোমার পারিবারিক জমি নেই, তাই না?' ল্যান্সার বলল।

'না, স্যার, নেই আর। মুদ্রাস্ফীতি সব কেড়ে নিয়েছে।'

বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলায় এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ল্যান্সার। সে বলল, 'আহ, বেশ, আমাদের এখনও একটা যুদ্ধ করতে হবে। কয়লা বের করে নিয়ে যেতে হবে। তুমি কি মনে কর এসব জমিদারি গড়ার আগে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারব? এ ধরনের নির্দেশ আসবে উপর থেকে। ক্যাপ্টেন লফট সে কথা বলতে পারবে তোমাকে।' তার আচরণ বদলে গেল। সে বলল, 'হান্টার, তোমার ইস্পাত আসবে কাল। রেলসড়কের কাজ শুরু করতে পারবে এ সপ্তাহে।'

দরজায় করাঘাতের শব্দ হল আর একজন সান্ত্রি মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে বলল, 'মিস্টার কোরেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার।'

'ভেতরে আসতে বলো', কর্নেল বলল। তারপর অন্যদের উদ্দেশ করে বলল, 'এই লোকটা এখানে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেছে। তাকে নিয়ে আমাদের কিছু ঝামেলা হতে পারে।

'উনি কি চমৎকার কাজ করেছেন?' টন্ডার জানতে চাইল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, সুতরাং স্থানীয় লোকজন তাকে সুনজরে দেখবে না। আমাদের মধ্যেও সে কতটুকু জনপ্রিয়তা পাবে তা নিয়ে আমারও সন্দেহ আছে।'

'উনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য, অবশ্যই', টন্ডার বলল।

'হ্যাঁ,' ল্যান্সার বলল, 'তবে মনে কর না সে এই দাবি করবে না।'

কোরেল ভেতরে ঢুকল, হাত ঘষছিল সে।

তার চেহারা থেকে শুভ-কামনা আর সুবন্ধুত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এখনও সে কালো রঙের বিজনেস স্যুট পরে আছে, কিন্তু তার মাথায় এক টুকরো সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা, যোগচিহ্নের মতো করে অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে সাঁটা চুলের সঙ্গে। কামরার মাঝখানে এসে সে বলল, 'সুপ্রভাত, কর্নেল। নিচতলায় সমস্যার পর গতকালই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতাম, কিন্তু আমি জানতাম আপনি তখন ব্যস্ত থাকবেন।'

কর্নেল বলল, 'সুপ্রভাত।' তারপর হাতের বৃত্তাকার ভঙ্গি করে, 'এই হল আমার স্টাফ, মিস্টার কোরেল।'

'চমৎকার ছেলেরা', কোরেল বলল। 'তারা সুন্দর কাজ করেছে। আর ইয়ে, আমিও চেষ্টা করেছি তাদের জন্য সবকিছু সুন্দরভাবে প্রস্তুত রাখার।'

হান্টার নিজের বোর্ডের দিকে তাকাল, একটা কালির কলম নিল, সেটা কালিতে চুবিয়ে নকশায় দাগাতে শুরু করল।

ল্যান্সার বলল, 'আপনি অতিশয় চমৎকার কাজ করেছেন। অবশ্য ওই ছয়জনকে যদি আপনার হত্যা করতে না হতো তাহলে আরও ভাল হতো। ওদের সৈন্যরা যদি ফিরে না আসত তাহলে আর এটা ঘটত না।'

কোরেল হাত ছড়িয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে বলল, 'এ রকম আয়তনের একটা শহরের জন্য ছয়জন মানুষ সামান্য ক্ষতি, যেখানে কয়লাখনি আছে।'

ল্যান্সার কঠোর কণ্ঠে বলল, 'আমি লোকজনকে হত্যার বিরোধী নই যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু কখনও কখনও হত্যা না করাই ভাল।'

কোরেল পর্যবেক্ষণ করছিল কর্মকর্তাদের। সে তেরচাভাবে তাকাল লেফটেন্যান্টদের দিকে। বলল, 'আমরা কি—হয়তো—নিরিবিলিতে কথা বলতে পারি, কর্নেল?'

'হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা করেন। লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল ও লেফটেন্যান্ট টন্ডার, তোমাদের কামরায় যাবে তোমরা, দয়া করে?' এবং কোরেলকে বলল কর্নেল, 'মেজর হান্টার কাজ করছে। কাজের সময় সে কিছুই শুনতে পায় না।' হান্টার বোর্ড থেকে মাথা তুলে মুচকি হাসল এবং আবারও মাথা নামিয়ে বোর্ডের দিকে তাকাল। তরুণ লেফটেন্যান্টরা কামরা ত্যাগ করেছে, তারা চলে যাওয়ার পর ল্যান্সার বলল, 'এখন এই যে। বসবেন কি?'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, স্যার', টেবিলের পেছনে বসল কোরেল।

ল্যান্সারের চোখ পড়ল কোরেলের মাথার ব্যান্ডেজের দিকে। সে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'তারা কি এর মধ্যেই আপনাকে হত্যার চেষ্টা করেছে?'

কোরেল আঙুল দিয়ে ব্যান্ডেজ স্পর্শ করল। 'এটা? ওহ্, এই সকালে পাহাড়ের ওপর থেকে এখানে একটা পাথর পড়ে এ অবস্থা হয়েছে।'

'কেউ ছুড়ে মারেনি, আপনি নিশ্চিত?'

'কী বলছেন আপনি?' কোরেল জিজ্ঞেস করল। 'এখানকার লোকেরা নিষ্ঠুর নয়। একশ' বছরের মধ্যে তারা কোন যুদ্ধে জড়ায়নি। তারা লড়াই করাই তো ভুলে গেছে।'

'আচ্ছা, আপনি তাদের মধ্যে বসবাস করেন', কর্নেল বলল। 'আপনারই জানার কথা।' কোরেলের কাছাকাছি এগিয়ে এল সে। 'কিন্তু আপনি যদি নিরাপদ থাকেন, তাহলে বলতেই হবে বিশ্বের অন্য যে কোন জাতির চেয়ে এরা আলাদা। আমি বিভিন্ন দেশ দখলে সাহায্য করেছি এর আগে। আমি বেলজিয়ামে ছিলাম কুড়ি বছর আগে এবং ফ্রান্সেও।' যেন পরিষ্কার করে নেয়ার জন্য মাথাটা মৃদু ঝাঁকাল সে, সংক্ষেপে রূঢ়ভাবে বলল, 'আপনি দারুণ কাজ করেছেন। আমাদের উচিৎ আপনাকে ধন্যবাদ জানানো। আমার রিপোর্টে আপনার কাজের কথা উল্লেখ করেছি।'

'ধন্যবাদ, স্যার', কোরেল বলল। 'আমি সেরাটা করেছি।'

ল্যান্সার কিছুটা ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বেশ, স্যার, এখন আমরা কী করব? আপনি কি রাজধানীতে ফিরে যেতে চান? যদি তাড়া থাকে তাহলে আপনাকে আমরা কয়লার একটা বার্জে তুলে দিতে পারি, আর যদি অপেক্ষা করতে চান তাহলে একটা ডেস্ট্রয়ারে।'

কোরেল বলল, 'কিন্তু আমি ফিরে যেতে চাই না। আমি এখানেই থাকব।'

ল্যান্সার কথাটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'দেখুন, আমার হাতে প্রচুর লোক নেই। আমি আপনাকে পর্যাপ্ত দেহরক্ষী দিতে পারব না।'

'আমার দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। আমি তো আপনাকে বলেছি, এরা হিংস্র জনতা নয়।'

ল্যান্সার এক মুহূর্তের জন্য ব্যান্ডেজটার দিকে তাকাল। হান্টার তার বোর্ড থেকে এক পলক তাকিয়ে মন্তব্য করল, 'আপনার হেলমেট পরা শুরু করা উচিৎ।' সে আবার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ল।

কোরেল এখন তার কেদারা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে এল। 'আমি নির্দিষ্টভাবে শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই, কর্নেল। আমার মনে হয়, বেসামরিক প্রশাসনকে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি।'

BanglaBook.org

ল্যান্সার গোড়ালির ওপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে হেঁটে গেল এবং বাইরের দিকে তাকাল, তারপর চর্কির মতো ঘুরে শান্ত গলায় বলল, 'কী ভাবছেন আপনি?'

'দেখুন, আপনি আস্থা রাখতে পারেন এমন একটা বেসামরিক কর্তৃপক্ষ অবশ্যই পেতে হবে আপনাকে। আমার মনে হয়, মেয়র ওর্ডেন পদত্যাগ করবে এখন, এবং– দেখুন, আমি যদি তার স্থলাভিষিক্ত হই, তাহলে মেয়রের অফিস আর সামরিক বাহিনী সুন্দরভাবে একত্রে কাজ করতে পারবে।'

ল্যান্সারের চোখ দুটো বড় আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলে মনে হল। সে কোরেলের কাছাকাছি হয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'এটা কি আপনার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন?'

কোরেল বলল, 'আচ্ছা, হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবেই— আমার বিশ্লেষণে।'

ল্যান্সার বাধা দিল। 'আমরা আসার পর থেকে আপনি কি শহরের লোকজনের কারও সঙ্গে কথা বলেছেন— মানে, মেয়রের বাইরে?'

'না। দেখুন, তারা এখনও কিছুটা চমকিত। তারা এটা প্রত্যাশা করেনি।' সে চাপা হাসি হাসল। 'না, স্যার, তারা অবশ্যই এমন কিছু প্রত্যাশা করেনি।'

কিন্তু ল্যান্সার তার বক্তব্যে চাপ দিল। 'তাহলে আপনি বাস্তবিকই জানেন না তাদের মাথায় কী চলছে?'

'কেন, বললাম না তারা চমকিত', কোরেল বলল। 'তারা— তারা প্রায় স্বপ্ন দেখছে।'

'আপনি জানেন না তারা আপনার ব্যাপারে কী ভাবছে?' ল্যান্সার জিজ্ঞেস করল।

'আমার অনেক বন্ধু আছে এখানে। আমি সবাইকে চিনি।'

'আপনার দোকান থেকে কোনকিছু কিনেছে কেউ এই সকালে?'

'দেখুন, অবশ্যই, ব্যবসা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে', কোরেল উত্তর দিল। 'কেউ কিছু কিনছে না।'

ল্যান্সার অকস্মাৎ শিথিল হয়ে গেল। সে একটা কেদারার কাছে গিয়ে সেটার ওপর বসে পড়ল আর পায়ের ওপর পা তুলে দিল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'সার্ভিসে আপনাদের শাখাটা সাহসী আর কঠিন। বিপুলভাবে একে পুরস্কৃত করা উচিৎ।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'যথাসময়ে তাদের ঘৃণা পাবেন আপনি', কর্নেল বলল।

'আমি তা সহ্য করতে পারব, স্যার। তারা তো শত্রু।'

BanglaBook.org

কথা বলার আগে এখন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ইতস্তত করল ল্যান্সার, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এমনকি আপনি আমাদের তরফ থেকেও সম্মান পাবেন না।'

কোরেল উত্তেজিত হয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'এটা নেতার কথার সম্পূর্ণ বিপরীত!' সে বলল। 'নেতা বলেছেন সব শাখাই সমানভাবে সম্মানজনক।'

ল্যান্সার অতিশয় শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি আশা করি নেতা জানেন। আমি আশা করি তিনি সৈন্যদের মনের কথা পড়তে পারেন।' তারপর প্রায় করুণাপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'বিপুলভাবে আপনাকে পুরস্কৃত করা উচিত।' এক মুহূর্ত সে চুপচাপ বসে থাকল, তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন আমাদের অবশ্যই নির্ভুলতায় আসতে হবে। আমি এখানকার ইনচার্জ। আমার কাজ হল কয়লা বের করে আনা। সেটা করতে আমাকে অবশ্যই নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে; আর এজন্য অবশ্যই আমাকে জানতে হবে এখানকার লোকজনের মনে কী চলছে। বিদ্রোহের কথা অবশ্যই আমাকে আগে জানতে হবে। আপনি বুঝতে পেরেছেন সেটা?'

'বেশ, আপনি যা জানতে ইচ্ছুক তা আমি খুঁজে বের করতে পারব, স্যার। এখানকার মেয়র হিসেবে, আমি হব অত্যন্ত কার্যকর', কোরেল বলল।

ল্যান্সার মাথা ঝাঁকাল। 'এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন নির্দেশ নেই। আমি অবশ্যই আমার নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করব। আমি মনে করি, এখানে কী ঘটছে আপনি আর কখনোই তা জানতে পারবেন না। আমার মনে হয় কেউ আর আপনার সঙ্গে কথা বলবে না; যারা টাকার জন্য সবকিছু করতে পারে তারা ছাড়া আর কেউ আপনার কাছাকাছি আসবে না। গার্ড ছাড়া আপনি ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন বলে আমি মনে করি। আমি খুশি হব যদি আপনি রাজধানীতে ফিরে যান, চমৎকার কাজের জন্য সেখানে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'কিন্তু আমার জায়গা তো এখানে, স্যার', কোরেল বলল। 'আমার জায়গাটা আমি তৈরি করেছি। আমার রিপোর্টে আছে সে কথা।'

যেন কোরেলের কথা শুনতে পায়নি এমনভাবে কথা চালিয়ে গেল ল্যান্সার। 'মেয়র ওর্ডেন একজন মেয়রের চেয়েও অধিক', সে বলল। 'তিনি এবং তার জনগণ অভিন্ন। তিনি জিজ্ঞেস না করেই জানেন তারা কী করছে, কী ভাবছে, কারণ তাদের ভাবনাই তিনি ভাবেন। তাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারব। তার স্থানেই তাকে রাখতে হবে। এটাই আমার হিসাব।'

কোরেল বলল, 'আমার কাজ, স্যার, এখান থেকে আমাকে পাঠিয়ে দেয়ার চেয়ে ভাল কিছু পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, রাখে', ল্যান্সার ধীর কণ্ঠে বলল। 'কিন্তু আরও বড় কাজের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনি এখন কেবলই অনিষ্টকর। আপনি যদি এখনও ঘৃণিত না হয়ে ওঠেন, তো অচিরেই উঠবেন। যে কোন ছোটখাটো বিদ্রোহেও আপনিই প্রথম নিহত হবেন। আপনাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া উচিত বলে আমার মনে হয়।'

কোরেল শক্ত কণ্ঠে বলল, 'রাজধানীতে আমার পাঠানো রিপোর্টের একটা উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষার অনুমতি আমাকে দেবেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। তবে আমার সুপারিশ হচ্ছে, নিজের নিরাপত্তার জন্যই আপনার ফিরে যাওয়া উচিত। খোলাখুলি বললে, মিস্টার কোরেল, এখানে আপনার আর কানাকড়িও মূল্য নেই। কিন্তু— বেশ, দেখুন, আরও দেশ আছে এবং অবশ্যই আরও পরিকল্পনাও করা হবে। হয়তো আপনাকে এখন নতুন কোন দেশের নতুন কোন শহরে যেতে হবে। নতুন ক্ষেত্রে নতুন বিশ্বাস অর্জন করবেন আপনি। আপনাকে হয়তো দেয়া হবে আরও বড় একটা শহর, এমনকি মহানগর, আরও বিশাল দায়িত্ব। আপনার এখানকার কাজের জন্য আমি জোরালো সুপারিশ করব।'

খুশিতে চকচক করছিল কোরেলের চোখ। 'ধন্যবাদ, স্যার,' সে বলল। 'আমি কঠিন পরিশ্রম করেছি। হয়তো আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু রাজধানী থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুমতি দিতে হবে আমাকে অবশ্যই।'

ল্যান্সারের কণ্ঠস্বর শক্ত। তার চোখ সরু। রূঢ়ভাবে সে বলল, 'হেলমেট পরুন, ঘরের ভেতর থাকুন, রাতে বাইরে যাবেন না, এবং সর্বোপরি মদপান করবেন না। কোন নারী বা কোন পুরুষকে বিশ্বাস করবেন না। বুঝতে পেরেছেন?'

কোরেল বেদনার চোখে তাকাল কর্নেলের দিকে। 'আমার মনে হয় না আপনি বোঝেন। আমার ছোট একটা বাসা আছে। এক প্রীতিকর পল্লী মেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে। আমার এমনকি মনে হয়, সে কিছুটা আমার অনুরাগী। এরা সাদাসিধে, শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমি এদের চিনি।'

ল্যান্সার বলল, 'শান্তিপ্রিয় মানুষ বলে কিছু নেই। আপনি এটা বুঝবেন কবে? বন্ধুসুলভ মানুষ নেই কোথাও। আমরা অভিযান চালিয়ে এ দেশ দখল করেছি— আপনি, তারা যাকে বলে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে, এ দেশ দখলে আমাদের সহযোগিতা করেছেন।' তার মুখ লাল হয়ে উঠল এবং কণ্ঠস্বর চড়ে গেল। 'আপনি বুঝতে অক্ষম যে এই লোকদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে?'

BanglaBook.org

কোরেল কিছুটা আত্মতৃপ্তির স্বরে বলল, 'আমরা তাদের পরাজিত করেছি।'

কর্নেল উঠে দাঁড়াল আর হতাশভাবে হাত দোলাল, এবং হান্টার তার বোর্ড থেকে মুখ তুলে তাকাল, হাত দিয়ে বোর্ডটার ঝাঁকি খাওয়া সামলাল। হান্টার বলল, 'সাবধান, স্যার। আমি নকশায় কালির দাগ দিচ্ছি। আবার সব নতুন করে করার ইচ্ছা নেই আমার।'

ল্যান্সার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুঃখিত', তারপর শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মতো বক্তব্য চালিয়ে গেল। 'পরাজয় হচ্ছে একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। পরাজয় টেকে না। আমরা পরাজিত হয়েছিলাম আর এখন হামলা চালাচ্ছি। পরাজয় কোন অর্থ বহন করে না। আপনি সেটা বুঝতে পারেন না? দরজার আড়ালে তারা কী ফিসফিস করছে তা আপনি জানেন?'

কোরেল প্রশ্ন করল, 'আপনি জানেন?'

'না, তবে সন্দেহ করতে পারি।'

কোরেল ঠেশ দিয়ে বলল, 'আপনি কি শঙ্কিত, কর্নেল? এই অভিযানের অধিনায়কের কি শঙ্কিত হওয়া উচিত?'

ল্যান্সার বসে পড়ল। 'হয়তো তাই', সে বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'যারা যুদ্ধে ছিল না কিন্তু এর সবকিছুই জানে এমন মানুষদের ব্যাপারে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' সে হাত দিয়ে থুৎনি চেপে ধরে বলল, 'ব্রাসেলসের এক ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধার কথা আমার মনে আছে— মিষ্টি মুখ, সাদা চুল; উচ্চতা ছিল মাত্র চার ফুট এগারো ইঞ্চি; সুন্দর হাত। ত্বকের নিচে তার প্রায় কালো শিরাগুলো দেখা যেত। কালো শাল পরত সে। কাঁপা-কাঁপা, মিষ্টি গলায় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইত। সবসময় তার জানা ছিল কোথায় পাওয়া যাবে সিগারেট অথবা কুমারী মেয়ে।' থুৎনি থেকে হাত নামাল কর্নেল, নিজেকে এমনভাবে চেপে ধরল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। 'আমরা জানতাম না তার পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে', সে বলল। 'শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাকে গুলি করে মারলাম, তার আগেই সে বারোজনকে হত্যা করেছে একটা লম্বা, কালো হ্যাটপিন দিয়ে। সেটা আমার বাড়িতে রেখে দিয়েছি। লাল ও নীল রঙের একটা পাখির প্রতিকৃতিযুক্ত এনামেলের বোতাম লাগানো আছে তাতে।'

কোরেল বলল, 'আপনি তাকে গুলি করেন?'

'অবশ্যই আমরা তাকে গুলি করি।'

'তাতে হত্যাকাণ্ড থেমে গেল?' জিজ্ঞেস করল কেরেল।

'না, হত্যাকাণ্ড তাতে থামেনি। আর শেষ পর্যন্ত যখন আমরা পিছু হটলাম, জনতা দলছুটদের ধরে গলা কাটল, কাউকে কাউকে পোড়াল, কারও বা চোখ তুলে নিল, এমনকি ক্রুশবিদ্ধ করল।'

BanglaBook.org

কোরেল উচ্চকণ্ঠে বলল, 'এসব কথা বলা ভাল নয়, কর্নেল।'

'এসব কথা স্মরণ করা ভাল নয়', ল্যান্সার বলল।

কোরেল বলল, 'আপনি যদি শঙ্কিত হয়ে থাকেন তাহলে কমান্ডে আপনার থাকা উচিত নয়।'

ল্যান্সার মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, 'আমি জানি লড়াই করতে হয় কীভাবে। যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে অন্তত বোকার মতো ভুল আপনি করবেন না।'

'তরুণ অফিসারদের সঙ্গে কি আপনি এভাবেই কথা বলেন?'

ল্যান্সার মাথা ঝাঁকাল। 'না, তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'আমাকে বলছেন কেন তাহলে?'

'কারণ মিস্টার কোরেল, আপনার কাজ শেষ হয়েছে। আমার মনে আছে একবার—' তার বাক্যটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল আর কয়েক মুহূর্ত পর সশব্দে খুলে গেল দরজা। একজন সেন্ট্রি ভেতরে তাকাল, তাকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন লফট। সে কঠোর, শীতল আর সম্পূর্ণ সেনাসুলভ; সে বলল, 'ঝামেলা হয়েছে, স্যার।'

'ঝামেলা?'

'আমি রিপোর্ট করছি, স্যার, ক্যাপ্টেন বেনটিক নিহত হয়েছে।'

ল্যান্সার বলল, 'ওহ— হ্যাঁ— বেনটিক!'

সিঁড়িতে আরও কিছু পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং দু'জন স্ট্রেচার বাহক ভেতরে ঢুকল। কম্বল দিয়ে ঢাকা একটা দেহ নিয়ে এসেছে তারা।

ল্যান্সার বলল, 'মারা গেছে তুমি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি', লফট কঠিন সুরে বলল।

শয়নকক্ষ থেকে হাজির হল লেফটেন্যান্টরা, তাদের মুখ কিছুটা হা হয়ে গেছে, আর ভীত দেখাচ্ছে। ল্যান্সার বলল, 'ওখানে রাখো ওকে' জানালার পাশে দেয়ালটা দেখাল সে। স্ট্রেচার বাহকরা চলে যাওয়ার পর হাঁটু মুড়ে বসল ল্যান্সার এবং কম্বলের এক প্রান্ত তুলেই আবার নামিয়ে রাখল। ওই অবস্থা থেকেই সে লফটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে করেছে এটা?'

'একজন খনি-শ্রমিক', লফট বলল।

'কেন?'

'আমি সেখানে ছিলাম, স্যার।'

'আচ্ছা, তোমার রিপোর্ট দাও তাহলে! তোমার রিপোর্ট দাও, ড্যাম ইট, ম্যান!'

BanglaBook.org

লফট সোজা হয়ে দাঁড়াল আর আনুষ্ঠানিকভাবে বলল, 'কর্নেলের নির্দেশ মোতাবেক আমি ক্যাপ্টেন বেনটিককে অবসর দিই। ক্যাপ্টেন বেনটিক এখানে আসার জন্য যখন রওনা হতে যাচ্ছে, তখনই একজন অবাধ্য খনি-শ্রমিককে নিয়ে ঝামেলায় পড়ি আমি। ওই শ্রমিকটা কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। সে চিৎকার করে কিছু বলছিল মুক্ত মানুষ হওয়া সম্পর্কে। আমি যখন তাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম, সে আমার দিকে তেড়ে এল তার গাঁইতি নিয়ে। ক্যাপ্টেন বেনটিক বাধা দেয়ার চেষ্টা করে।' সে সামান্য ইঙ্গিত করল মৃতদেহটার দিকে।

ল্যান্সার তখন হাঁটু মুড়ে বসে আছে, ধীরে ধীরে মাথা নত করল। 'বেনটিক ছিল কৌতূহলী মানুষ', সে বলল। 'সে ইংরেজদের ভালবাসত। তাদের সবকিছু সে ভালবাসত। আমার মনে হয় না সে লড়াই করতে খুব বেশি পছন্দ করত লোকটাকে আটক করেছো তুমি?'

'জি, স্যার', লফট বলল।

ল্যান্সার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল আর যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। 'তাহলে আবার শুরু হল। আমরা এই লোকটাকে গুলি করে মারব এবং তাতে সৃষ্টি হবে কুড়িটা নতুন শত্রু। শুধু এই আমরা জানি, শুধু এই আমরা জানি।'

প্র্যাকল বলল, 'আপনি কী বলছেন, স্যার?'

ল্যান্সার উত্তর দিল, 'কিছু না, একদম কিছু না। আমি কেবল ভাবছিলাম।' সে লফটের দিকে ফিরে বলল, 'মেয়র ওর্ডেনকে আমার সম্মান পৌঁছে দিয়ে জানাও যে, তাকে আমি অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছি। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি।'

মেজর হান্টার মুখ তুলল, সযত্নে তার কালি দাগানোর কলম শুকিয়ে নিল, আর মখমলের প্রান্তযুক্ত একটা বাক্সে সেটা রেখে দিল।

শহরে লোকজন মুখ গোমড়া করে রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। তাদের চোখ থেকে বিস্ময়ের চিহ্ন মুছে গেছে, তবে সে জায়গায় ক্রোধের ছায়া এখনও দেখা যাচ্ছে না। কয়লা খনির খাদে শ্রমিকরা কয়লা বোঝায় গাড়ি ঠেলে গোমড়া মুখে। ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লোকজনের চাহিদা মেটায়, কিন্তু তাদের সঙ্গে কেউ আলাপ করে না। লোকজন একে অন্যের সঙ্গে কথা বলে একস্বরা শব্দে। প্রত্যেকেই চিন্তায় ছিল যুদ্ধ নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, অতীত নিয়ে। হঠাৎ করে সব কীভাবে বদলে গেছে।

মেয়র ওর্ডেনের প্রাসাদের ড্রয়িং রুমে ছোট অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে ফায়ার প্লেসে, বাতিগুলো আলো ছড়াচ্ছে, কেননা বাইরে দিন ছায়াচ্ছন্ন ধূসর আর বাতাসে তুষার। কামরার মধ্যেও কিছু অদলবদল চলছে। ট্যাপেস্ট্রি-আবৃত কেদারাগুলো

BanglaBook.org

পেছনে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, ছোট টেবিলগুলোও স্থানান্তরিত করা হয়েছে, আর ডান দিকের দরোজা দিয়ে একটা বড় চৌকোণা ডাইনিং-টেবিল ভেতরে আনার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে জোসেফ ও অ্যানি। এক পাশ ধরে ওটা নিয়ে আসছে তারা। জোসেফ ড্রয়িং রুমের ভেতর, আর অ্যানির লাল মুখটা দেখা যাচ্ছে দরোজার ভেতর দিয়ে। জোসেফ কৌশলে এক পাশে পায়া ঘুরিয়ে চিৎকার করল, 'ঠেলো না, অ্যানি! এখন!'

'আমি এখন ঠেলছি', বলল লাল-নাক, লাল-চোখ, রাগান্বিত অ্যানি। সর্বদাই অ্যানি রেগে থাকে কিছুটা এবং এই বিদেশী সেনাবাহিনী, এই দখলদারিত্ব তার মেজাজের উন্নতি ঘটাতে পারেনি। অবশ্য অনেক বছর ধরে যা খারাপ প্রবণতা বলে মনে করা হতো তা হঠাৎ করেই অনেকের কাছে দেখা দিল দেশপ্রেমের আবেগ হিসেবে। বিদেশী সৈন্যদের ওপর গরম পানি নিক্ষেপ করে স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি হিসেবে খানিকটা খ্যাতিও পেয়েছে অ্যানি। তার বারান্দায় দাঁড়ানো যে কোন ব্যক্তির ওপরই সে গরম পানি নিক্ষেপ করতে পারত, কিন্তু দখলদার সৈন্যদের ওপর নিক্ষেপ করায় এক সে বীরাঙ্গনায় পরিণত হয়েছে; এবং যেহেতু গরম মেজাজের কারণেই তার সাফল্যের শুরু, অ্যানি নতুন সাফল্যের জন্য তা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

'তলাটা ঘষটে নিও না', জোসেফ বলল। টেবিলটা দরোজার মধ্যে গাদাগাদিভাবে আটকে আছে। 'স্থির হও!' জোসেফ সতর্ক করল।

'আমি স্থির আছি', অ্যানি বলল।

জোসেফ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলটা পরীক্ষা করল, অ্যানি বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত বেঁধে তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকল। জোসেফ একটা পায়া পরীক্ষা করল। 'ঠেলা দিও না', সে বলল। 'অত জোরে ঠেলা দিও না।' আর নিজেই টেবিলটা টেনেটুনে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল। অ্যানি তাকে অনুসরণ করল। 'এখন ওঠাতে হবে', জোসেফ বলল, আর অ্যানি টেবিলটা চার পায়ার ওপর দাঁড় করাতে ও কামরার মাঝখানে নিয়ে যেতে সাহায্য করল। 'ব্যাস', অ্যানি বলল। 'হিজ এক্সেলেন্সি যদি না বলতেন, আমি এ কাজ করতাম না। টেবিল সরানোর কী অধিকার আছে তাদের?'

'এখানে অনুপ্রবেশেরই বা কোন অধিকার আছে?' জোসেফ বলল।

'আদৌ নেই', অ্যানি বলল।

'আদৌ নেই', জোসেফ পুনরুক্তি করল। 'তাদের আদৌ কোন অধিকার নেই, কিন্তু তারা এটা করছে, অস্ত্র আর প্যারাশুটের সাহায্যে। তারা এটা করছে, অ্যানি।'

BanglaBook.org

'তাদের কোন অধিকার নেই', অ্যানি বলল। 'যা হোক, এখানে টেবিল পেতে কী চায় তারা? এটা তো ভোজনকক্ষ নয়।'

জোসেফ একটা কেদারা টেনে আনলো টেবিলের কাছে এবং টেবিল থেকে সঠিক দূরত্বে সেটা স্থাপন করল। 'তারা এখানে বিচার বসাবে', সে বলল। 'তারা আলেকজান্ডার মর্ডানের বিচার করবে।'

'মলি মর্ডেনের স্বামীর?'

'মলি মর্ডেনের স্বামীর।'

'গাঁইতি দিয়ে সৈন্যটাকে আঘাত করায়?'

'ঠিক', জোসেফ বলল।

'কিন্তু অ্যালেক্স চমৎকার মানুষ', অ্যানি বলল। 'তার বিচার করার কোন অধিকার ওদের নেই। জন্মদিনে সে মলিকে দারুণ একটা লাল রঙের পোশাক দিয়েছে। অ্যালেক্সের বিচার করার কী অধিকার ওদের আছে?'

'হুঁম', জোসেফ ব্যাখ্যা করল, 'ওই সৈন্যটাকে ও হত্যা করেছে।'

'ধরলাম করেছে; অ্যালেক্সকে সৈন্যটা হুকুম দিয়েছিল। আমি ব্যাপারটা শুনেছি। অ্যালেক্স হুকুম বরদাশত করে না। অ্যালেক্স তার সময়ে পৌরসভার সম্মানিত বিশেষ সদস্য এবং তার পিতাও। আর মলি কি চমৎকার কেক বানায়', অ্যানি বদান্যতার সুরে বলল। 'কিন্তু ওর হিমায়িত করাটা বেশি শক্ত হয়ে যায়। অ্যালেক্সের কী করবে ওরা?'

'গুলি করবে ওকে', জোসেফ মুখ অন্ধকার করে বলল।

'ওরা তা করতে পারে না।'

'কেদারাগুলো নিয়ে এসো, অ্যানি। হ্যাঁ, ওরা পারে। ওরা ওটাই করবে।'

অ্যানি দৃঢ়ভাবে একটা আঙুল নাড়ল জোসেফের মুখের সামনে। 'আমার কথা মনে রেখো তুমি', সে রাগতকণ্ঠে বলল। 'ওরা অ্যালেক্সকে আঘাত করলে লোকজন তা মেনে নেবে না। লোকেরা অ্যালেক্সকে পছন্দ করে। আগে কি কখনও সে কাউকে আঘাত করেছে? আমাকে এর জবাব দাও!'

'না', জোসেফ বলল।

'তাহলেই তুমি দেখ! ওরা যদি অ্যালেক্সকে আঘাত করে, লোকজন তাহলে পাগল হয়ে যাবে আর আমিও পাগল হয়ে যাব। আমি এটা সহ্য করতে পারব না!'

'কী করবে তুমি?' জোসেফ তাকে জিজ্ঞেস করল।

'কেন, ওদের কয়েকজনকে আমি নিজ হাতে হত্যা করব', অ্যানি বলল।

'ওরা তোমাকে গুলি করবে', জোসেফ বলল।

BanglaBook.org

'করুক না! আমি তোমাকে বলছি, জোসেফ, ঘটনাপ্রবাহ অনেকদূর যেতে পারে– সারারাত ভবঘুরের মতো ভেতরে-বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষজনকে গুলি করছে!' জোসেফ টেবিলের মাথায় একটা কেদারা ঠিকমতো বসাল, তারপর ষড়যন্ত্রকারীর মতো তাকাল চারপাশে। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'অ্যানি।' অ্যানি থামল, জোসেফের কণ্ঠস্বরে গোপনীয়তার আভাস বুঝতে পেরে তার আরও কাছে সরে এলো। জোসেফ বলল, 'একটা কথা গোপন রাখতে পারবে?'

অ্যানি কিঞ্চিৎ প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, কেননা গোপন কোন কথা কখনই তার কাছে থাকত না। 'হ্যাঁ! কী কথা?'

'শোন, উইলিয়াম ডিল এবং ওয়াল্টার ডগেল গতরাতে পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে গেছে? কোথায়?'

'তারা ইংল্যান্ডে পালিয়ে গেছে, নৌকায় করে।'

অ্যানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'সবাই কি জানে এ কথা?'

'সবাই জানে না', জোসেফ বলল। 'সবাই, কিন্তু—' দ্রুত একবার বুড়ো আঙুল দিয়ে সিলিঙের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'কখন গেছে তারা? আমি শুনতে পাইনি কেন?'

'তুমি ব্যস্ত ছিলে।' জোসেফের কণ্ঠস্বর ও মুখটা শীতল। 'ওই কোরেলকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

জোসেফ তার আরও কাছে এলো। 'আমার মনে হয় সে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারবে না।'

'কী বলছো?' অ্যানি জানতে চাইল।

'দেখ, লোকেরা বলাবলি করছে।'

অ্যানি উদ্বেগের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলল। 'আ-আ-হা!!'

'লোকজন একত্রিত হচ্ছে', জোসেফ বলল। 'তারা দখলদারিত্ব চায় না। ঘটনা ঘটতে চলেছে। তুমি সতর্ক দৃষ্টি রেখো, অ্যানি। তোমাকেও কিছু করতে পারে।'

অ্যানি জিজ্ঞেস করল, 'হিজ এক্সেলেন্সির ব্যাপারে কী? তিনি কী করতে চলেছেন? তিনি কীভাবে টিকে থাকবেন?'

'কেউ জানে না', জোসেফ বলল, 'তিনি কিছুই বলেন না।'

'তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যাবেন না', অ্যানি বলল।

'তিনি তো কিছু বলেন না', জোসেফ বলল।

BanglaBook.org

বাম দিকের দরোজার হাতলটা ঘুরল এবং মেয়র ওর্ডেন ধীরপায়ে ভেতরে ঢুকলেন। তাকে ক্লান্ত আর বুড়িয়ে যাওয়া দেখাচ্ছে। তার পেছন পেছন এলেন ডাক্তার উইন্টার। ওর্ডেন বললেন, 'চমৎকার, জোসেফ। ধন্যবাদ অ্যানি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তারা চলে গেলে জোসেফ এক মুহূর্ত দরোজা দিয়ে তাকাল, তারপর সেটা বন্ধ করে দিল।

মেয়র ওর্ডেন আগুনের কাছে হেঁটে গেলেন আর পিঠ গরম করার জন্য সেদিকে ফিরলেন। ডাক্তার উইন্টার টেবিলের মাথায় বসানো কেদারাটা টেনে নিয়ে বসলেন। 'ভাবছি, এই পদমর্যাদা আর কত সময় ধরে রাখতে পারব?' ওর্ডেন বললেন। 'লোকজন আমাকে মোটেও বিশ্বাস করে না, আর শত্রুদেরও বিশ্বাস করে না। এটা ভাল ব্যাপার কি না ভাবছি।'

'আমি জানি না', বললেন উইন্টার। 'তুমি নিজের ওপর তো আস্থা রাখো, তাই না? তোমার নিজের মনে তো কোন সন্দেহ নেই?'

'সন্দেহ? না। আমি মেয়র। আমি অনেক জিনিস বুঝি না।' তিনি টেবিলের দিকে ইশারা করলেন। 'আমি জানি না কেন তারা এখানে বিচার বসাবে। তারা খুনের দায়ে অ্যালেক্স মর্ডেনের বিচার করবে এখানে। তোমার মনে আছে অ্যালেক্সকে? ওর সুন্দর ছোট্ট বউ আছে একটা, মলি।'

'আমার মনে আছে', বললেন উইন্টার। 'মলি গ্রামার স্কুলে ছিল। হ্যাঁ, আমার মনে আছে। খুব সুন্দর সে, দরকারের সময়ও চশমা পরতে ভাল লাগত না তার। আচ্ছা, আমার ধারণা, একজন অফিসারকে হত্যা করেছে অ্যালেক্স, ঠিক আছে। কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন করেনি।'

মেয়র ওর্ডেন তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কেউ প্রশ্ন করেনি। কিন্তু ওরা তার বিচার করছে কেন? কেন ওরা তাকে গুলি করছে না? এটা সন্দেহ বা নিশ্চয়তা, বিচার বা অবিচারের বিষয় নয়। এখানে ওসবের কিছুই নেই। কেন ওদের তার বিচার করতেই হবে– আর আমার বাড়িতে?'

উইন্টার বললেন, 'আমি অনুমান করতে পারি, এ হচ্ছে দেখানোর জন্য। এ ব্যাপারে একটা আইডিয়া আছে; একটা বস্তুর আকারের ভেতর দিয়ে যদি তুমি যাও, তোমার সেটা আছে, আর কোন কোন সময় লোকজন বস্তুর আকারে সন্তুষ্ট হয়। আমাদের সেনাবাহিনী ছিল একটা– অস্ত্রসহ সৈন্যদল– তবু সেটা সেনাবাহিনী ছিল না। হানাদাররা একটা বিচার বসাবে লোকজনকে এটা বোঝাতে যে, এখানে বিচারও আছে। অ্যালেক্স ক্যাপ্টেনকে হত্যা করেছে, তুমি জানো।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি', ওর্ডেন বললেন এবং উইন্টার বলে চললেন, 'যদি এটা তোমার বাড়ি থেকে আসে, যেখানে লোকজন বিচার প্রত্যাশা করে–'

ডান দিকের দরোজা খুলে যাওয়ার শব্দে তিনি বাধা পেলেন। এক তরুণী ভেতরে প্রবেশ করল। বয়স প্রায় তিরিশ আর চমৎকার দেখতে। হাতে চশমা। সাদামাটা কিন্তু নিখুঁতভাবে পোশাক-আশাক পরা। অত্যন্ত উত্তেজিত। সে দ্রুত বলল, 'অ্যানি আমাকে সোজা ভেতরে চলে আসতে বলল, স্যার।'

'কেন, অবশ্যই', মেয়র বললেন। 'তুমি মলি মর্ডেন।'

'জি, স্যার; আমি মলি। সবাই বলছে অ্যালেক্সকে বিচার করে গুলি করা হবে।'

ওর্ডেন এক মুহূর্তের জন্য মেঝের দিকে তাকালেন, আর মলি বলে চলল, 'সবাই বলছে আপনি ওকে দণ্ড দেবেন। আপনার কথাতেই ওকে গুলি করা হবে।'

ওর্ডেন হতভম্ব হয়ে মলির দিকে তাকালেন। 'এটা কী? কে বলল এ কথা?'

'শহরের লোকেরা।' মলি টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং কিছুটা আবেদনের সুরে, কিছুটা দাবির সুরে বলল, 'আপনি সেটা করবেন না, তাই না, স্যার?'

'আমি যা জানি না জনগণ তা জানল কীভাবে?' মেয়র বললেন।

'এ এক বিশাল রহস্য', ডাক্তার উইন্টার বললেন, 'এ এক রহস্য, যার সারা দুনিয়ায় শাসকদের বাগড়া দিয়েছে– জনগণ জানে কীভাবে। এটা এখন হামলাকারীদের বাগড়া দেয়, কীভাবে খবর সেন্সরশিপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়ে যায়, নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার জন্য কীভাবে সত্য লড়াই করে। এ এক বিশাল রহস্য।'

মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল, কারণ কামরাটা অকস্মাৎ অন্ধকার হয়ে গেছে, সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল। 'মেঘ জমেছে আকাশে', সে বলল। 'সবাই বলাবলি করছে যে, তুষারপাত শুরু হবে শীগগিরই, অনেক আগেভাগেই।' ডাক্তার উইন্টার জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, বললেন, 'হ্যাঁ, বিশাল মেঘ জমেছে; হয়তো কেটে যাবে।'

মেয়র ওর্ডেন বোতাম টিপে একটা বাতি জ্বালালেন, তাতে মাত্র ছোট্ট একটা বৃত্ত তৈরি হল আলোর। তিনি বোতাম টিপে বাতিটা নিভিয়ে বললেন, 'দিনের বেলায় একটা বাতি হচ্ছে নিঃসঙ্গ একটা বস্তু।'

মলি এখন তার কাছে এগিয়ে এল আবার। 'অ্যালেক্স খুনে নয়', সে বলল। 'সে বদমেজাজি, কিন্তু কখনোই আইন ভাঙে না। সে সম্মানিত ব্যক্তি।'

BanglaBook.org

ওর্ডেন তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'অ্যালেক্স যখন ছোট্ট বালক তখন থেকে ওকে আমি চিনি। আমি ওর বাবা-দাদাকে চিনতাম। আগেকার দিনে ওর দাদা ছিলেন ভালুক শিকারি। তুমি তা জানো।'

মলি তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনি অ্যালেক্সকে শাস্তি দেবেন না?'

'না', তিনি বললেন। 'আমি ওকে শাস্তি দেব কীভাবে?'

'লোকেরা বলছে আপনি দেবেন, হুকুমের খাতিরে।'

মেয়র ওর্ডেন একটা কেদারার পেছনে দাঁড়িয়ে সেটার পিঠ চেপে ধরলেন দু'হাতে। 'লোকেরা কি হুকুম চায়, মলি?'

'আমি জানি না', সে বলল। 'তারা মুক্ত হতে চায়।'

'আচ্ছা, তারা জানে এ ব্যাপারে কীভাবে এগোতে হয়? তারা জানে সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়?'

'না', মলি বলল, 'আমি তা ভাবি না।'

'তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে, মলি; জানো তা?'

'না, স্যার, কিন্তু আমার মনে হয় লোকেরা পরাধীন হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে পরাজিত হওয়ার অনুভূতি কাজ করে। এই সৈন্যদের তারা দেখাতে চায় যে তারা অপরাজিত।'

'তাদের লড়াই করার কোন সুযোগ নেই। মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই চলে না', ডাক্তার বললেন।

ওর্ডেন বললেন, 'তারা কী চায় তুমি জানতে পারলে আমাকে তা বলবে, মলি?'

মলি সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল। 'জি—' সে বলল।

'তুমি আসলে বলছ 'না'। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না।'

'কিন্তু অ্যালেক্সের কী হবে?' সে প্রশ্ন করল।

'আমি ওকে শাস্তি দেব না। সে আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেনি', বললেন মেয়র।

মলি এখন ইতস্তত করছে। সে বলল, 'তারা কি– তারা কি অ্যালেক্সকে হত্যা করবে?'

ওর্ডেন অপলক চোখে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'বাছা আমার, আমার বাছারে।'

মলি নিজেকে শান্ত রাখল। 'ধন্যবাদ।' ওর্ডেন তার কাছে এগিয়ে এলেন, কিন্তু দুর্বল কণ্ঠে মলি বলে উঠল, 'আমাকে ছোঁবেন না। দয়া করে আমাকে ছোঁবেন না। দয়া করে আমাকে ছোঁবেন না।' মেয়রের হাত ঝুলে পড়ল। এক মুহূর্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মলি, তারপর একগুঁয়ের মতো ঘুরে বেরিয়ে গেল দরোজা দিয়ে।

BanglaBook.org

জোসেফ কামরায় ঢুকল। 'মাফ করবেন, স্যার, কর্নেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি বলেছি আপনি ব্যস্ত। আমি জানতাম মলি এখানে এবং মাদামও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

ওর্ডেন বললেন, 'মাদামকে আসতে বল।'

জোসেফ বেরিয়ে গেল আর মাদামও কামরায় প্রবেশ করলেন।

'বাড়িটা কীভাবে চালাবো আমি জানি না', তিনি শুরু করলেন, 'যত মানুষ হাঁটতে পারে তার চেয়েও বেশি মানুষ এখানে। অ্যানি সারাক্ষণ গজগজ করছে।'

'চুপ!' ওর্ডেন বললেন।

মাদাম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। 'আমি জানি না কী–'

'চুপ!' ওর্ডেন বললেন। 'সারা, আমি চাই তুমি অ্যালেক্স মর্ডেনের বাড়িতে যাও। বুঝতে পারছো? আমি চাই তুমি মলি মর্ডেনের কাছে থাকো। কথা বল না, কেবল তার কাছে থাকো।'

মাদাম বললেন, 'আমার হাজারটা কাজ আছে–'

'সারা, আমি চাই তুমি মলি মর্ডেনের কাছে থাকো। তাকে একা ছেড়ে এসো না। যাও।'

মাদাম ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলেন। 'হ্যাঁ,' তিনি বললেন। 'হ্যাঁ, আমি যাব। এটা শেষ হবে কখন?'

'আমি জানি না', মেয়র বললেন। 'সময় হলে অ্যানিকে পাঠাব।'

মাদাম আলতো চুমু দিলের তার গালে এবং বেরিয়ে গেলেন। ওর্ডেন দরোজা পর্যন্ত এসে গলা চড়িয়ে বললেন, 'জোসেফ, এখন আমি কর্নেলের সঙ্গে দেখা করব।'

ল্যান্সার ভেতরে এল। নতুন উর্দি তার পরনে, বেল্টে গোঁজা ছোট্ট একটা কারুকাজ খচিত ছুরিকা। সে বলল, 'সুপ্রভাত, হিজ এক্সেলেন্সি। আমি অনানুষ্ঠানিকভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' ডাক্তার উইন্টারের দিকে এক পলক তাকাল সে। 'আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

উইন্টার ধীরপায়ে দরোজার দিকে গেলেন এবং দরোজায় যখন পৌঁছে গেছেন তখন ওর্ডেন বলে উঠলেন, 'ডাক্তার!'

উইন্টার ঘুরলেন। 'হ্যাঁ?'

'সন্ধ্যার সময় তুমি আসবে?'

'আমার জন্যে কোন কাজ আছে তখন?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'না-না। আমি একা থাকতে চাইছি না আর কি।'

'ঠিক আছে, আমি আসবো', ডাক্তার বললেন।

BanglaBook.org

'আর ডাক্তার, আপনার মনে হয় মলি ঠিক ছিল?'

'আ, তাই মনে হয়। হিস্টিরিয়ার কাছাকাছি, আমার অনুমান। কিন্তু ওর স্বাস্থ্য ভাল। ওর স্বাস্থ্য ভাল, শক্তপোক্ত। ও হল একজন কেন্ডারলি, তুমি জানো।'

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম', ওর্ডেন বললেন।

'হ্যাঁ, ও একজন কেন্ডারলি, তাই না?'

ডাক্তার উইন্টার বেরিয়ে গেলেন এবং দরোজাটা বন্ধ করলেন।

ল্যান্সার সৌজন্য দেখিয়ে অপেক্ষা করল। দরোজা বন্ধ করা লক্ষ্য করল সে। তাছাড়া টেবিল আর কেদারাগুলোও একনজর দেখে নিল। 'আমি আপনাকে বলব না, স্যার, এ ব্যাপারে আমি কতটা দুঃখিত। এমন কিছু যদি না ঘটত।'

মেয়র ওর্ডেন মাথা নামালেন, ল্যান্সার বলে চলল, 'আমি আপনাকে পছন্দ করি, স্যার, এবং আপনাকে সম্মান করি। কিন্তু আমাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনি নিশ্চয় তা স্বীকার করবেন।'

ওর্ডেন উত্তর দিলেন না। তিনি সোজা তাকিয়ে রইলেন ল্যান্সারের চোখের দিকে।

'আমরা কেবল নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিই না বা শুধু নিজেদের বিচারেই চলি না।'

কথার মধ্যে বিরতি দিল ল্যান্সার উত্তর পাওয়ার আশায়, কিন্তু কোন উত্তর পেল না।

'আমাদের জন্য নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছে, নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছে রাজধানীতে। এই লোক একজন কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে।'

অবশেষে ওর্ডেন উত্তর দিলেন, 'তখনই তাকে গুলি করে মেরে ফেললেন না কেন? সেটাই তো ছিল উপযুক্ত সময়।'

ল্যান্সার মাথা ঝাঁকাল। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত হলেও তাতে পার্থক্য ঘটবে না। আমার মতো আপনিও জানেন, ব্যাপক অর্থে শাস্তি হচ্ছে ভয় দেখিয়ে অপরাধ নিবৃত্ত করার চেষ্টা। এজন্য শাস্তির বিষয়টি অবশ্যই প্রচার করতে হবে। এমনকি নাটকীয়ও করে তুলতে হবে।' সে একটা আঙুল বেল্টের ভেতর ঢুকিয়ে ছোট ছুরিকাটা উঁচু করল।

ওর্ডেন চোখ সরিয়ে জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালেন। 'আজ রাতে তুষারপাত হবে', তিনি বললেন।

'মেয়র ওর্ডেন, আপনি জানেন আমাদের হুকুম অলংঘনীয়। আমাদের অবশ্যই কয়লা পেতে হবে। আপনার জনগণ যদি সুশৃঙ্খল না হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করব আমরা।' তার কণ্ঠস্বর শক্ত হয়ে উঠল। 'প্রয়োজন হলে আমরা গুলি চালাব। আপনি যদি আপনার লোকদের ক্ষতির হাত

BanglaBook.org

থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনি শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের সাহায্য করবেন। এখন, আমার প্রয়োজন যা বিচক্ষণ বলে বিবেচনা করছে তাহল, শাস্তির রায়টা আসতে হবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বৃদ্ধিতে তা কাজে লাগবে অনেক বেশি।'

ওর্ডেন মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'তাহলে লোকজন জানত। সেটা একটা রহস্য।' তারপর উঁচুস্বরে বললেন, 'এখানে একটা বিচারের পর, আপনি চান, আলেকজান্ডার মর্ডেনকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিই?'

'হ্যাঁ, এতে পরবর্তী সময়ে অনেক রক্তপাত থেকে আপনি রক্ষা পাবেন।'

ওর্ডেন টেবিলের মাথার কাছে বসানো বড় কেদারাটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন এবং হঠাৎ তার মনে হল, তিনি বিচারক, ল্যান্সার অপরাধী। তিনি টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা মারলেন। বললেন, 'আপনি এবং আপনার সরকার বুঝতে পারছেন না। সারা দুনিয়ায় একমাত্র আপনাদের সরকার এবং জনগণেরই পরাজয়ের পর পরাজয়ের রেকর্ড আছে অনেক শতাব্দী ধরে। আর প্রতিবার পরাজয়ের একই কারণ, আপনারা স্থানীয় অধিবাসীদের বুঝতেন না।' তিনি বিরতি দিলেন। 'এই নীতিতে চলে না। প্রথমত, আমি মেয়র। মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অধিকার আমার নেই। এই কমিউনিটিতে কারোরই ওই অধিকার নেই। আমি যদি এটা করি, তাহলে আপনার মতোই আমারও আইন ভাঙা হবে।'

'আইন ভাঙা?' বলল ল্যান্সার।

'আপনারা এখানে প্রবেশের সময় ছয়জনকে হত্যা করেছেন। আমাদের আইন অনুযায়ী আপনারা খুনের অপরাধী, আপনারা সবাই। আপনি এই অর্থহীন আইন প্রদর্শন করতে যাচ্ছেন কেন, কর্নেল? আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন আইন নেই। এটা যুদ্ধ। আপনি কি জানেন আমাদের সবাইকে হত্যা করবেন আপনারা অথবা আমরা যথাসময়ে হত্যা করব আপনাদের সবাইকে? আপনারা এসেই আইন ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর নতুন আইন সেটার জায়গা নিয়েছে। আপনি কি জানেন না তা?'

ল্যান্সার বলল, 'আমি বসতে পারি?'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন? এ আরেক মিথ্যা। আপনি আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন, যদি চান।'

ল্যান্সার বলল, 'না; আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন ব্যক্তিগতভাবে, আপনার এবং আপনার অফিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে এবং'– সে এক মুহূর্তের জন্য কপালে হাত রাখল– 'দেখুন, আমি যা মনে করি স্যার, নির্দিষ্ট বয়স আর নির্দিষ্ট স্মৃতিসম্পন্ন এই আমি মানুষটার কোন গুরুত্ব নেই। আমি হয়তো আপনার

BanglaBook.org

সঙ্গে একমত হতে পারি, তাতে কিছুই বদলে যাবে না। আমি যে সামরিক, যে রাজনৈতিক প্যাটার্নের মধ্যে কাজ করি তার নির্দিষ্ট প্রবণতা ও চর্চা আছে যা অপরিবর্তনীয়।'

ওর্ডেন বললেন, 'এবং দুনিয়া আরম্ভের সময় থেকেই পদে পদে এই প্রবণতা আর চর্চা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।'

ল্যান্সার তিক্ত হাসি হাসল। 'আমি, নির্দিষ্ট স্মৃতিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি মানুষ, হয়তো আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি; এমনকি যোগ করতে পারি যে, সামরিক মানসিকতা ও প্যাটার্নের অন্যতম প্রবণতা হল শেখার অক্ষমতা, যে হত্যাযজ্ঞ তার কাজ সেই হত্যাযজ্ঞ ছাড়িয়ে আরও দূর দেখার অক্ষমতা। কিন্তু আমি স্মৃতির বিষয়ভুক্ত মানুষ নই। কয়লা খনির শ্রমিককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করতে হবে, অন্যরা তাহলে আমাদের লোকদের হত্যা করা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে।'

ওর্ডেন বললেন, 'তাহলে আর আমাদের বেশি কথা বলার দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, কথা আমরা অবশ্যই বলব। আমরা চাই আপনি সহযোগিতা করুন।'

ওর্ডেন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর বললেন, 'আমি যা করব তা আপনাকে বলছি। আমাদের সৈনিকদের হত্যার সময় মেশিনগান চালিয়েছিল কত লোক?'

'ওহ, কুড়ির বেশি নয়, আমার ধারণা', বলল ল্যান্সার।

'ভাল কথা। আপনি যদি তাদের গুলি করেন, তাহলে মর্ডেনের বিচার করব আমি।'

'আপনি সিরিয়াস নন!' কর্নেল বলল।

'অবশ্যই আমি সিরিয়াস।'

'এটা করা যাবে না। আপনি জানেন।'

'আমি জানি', বললেন ওর্ডেন। 'আপনি আমাকে যা করতে বলছেন তাও করা যাবে না।'

ল্যান্সার বলল, 'কোরেলকেই তাহলে মেয়র বানাতে হবে।' সে দ্রুত তাকাল। 'আপনি কি বিচারে উপস্থিত থাকবেন?'

'হ্যাঁ, থাকব। অ্যালেক্স তাহলে একাকিত্ব অনুভব করবে না।'

ল্যান্সার তার দিকে তাকিয়ে দুঃখের সঙ্গে একটু হাসল। 'আমরা একটা কাজ নিয়েছি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মেয়র বললেন, 'দুনিয়ার একটা অসম্ভব কাজ, এমন কাজ যা করা যাবে না।'

BanglaBook.org

'যেমন?'

'মানুষের অন্তরাত্মা চিরতরে ধ্বংস করা।'

ওর্ডেনের মাথাটা টেবিলের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ল, তিনি চোখ না তুলেই বললেন, 'তুষারপাত শুরু হয়েছে। রাত পর্যন্ত সবুর করল না। আমি তুষারের মিষ্টি, শীতল গন্ধ ভালবাসি।'

এগারোটা নাগাদ প্রচণ্ড তুষারপাত হতে লাগল। আকাশ আর দেখা যাচ্ছিল না। লোকজন প্রচণ্ড তুষারের মধ্যে দ্রুত বেগে ছোটাছুটি করছিল। তুষার স্তূপ হয়ে উঠছিল বাড়িঘরের দরোজায়, চত্বরে স্থাপিত ভাস্কর্যের ওপর এবং খনি থেকে বন্দর পর্যন্ত রেল সড়কে। শহরের ওপর ঝুলে আছে এক গাম্ভীর্য আর শুষ্ক, ক্রমবর্ধমান ঘৃণা। লোকজন বেশিক্ষণ রাস্তায় দাঁড়াতে পারেনি, যে যার ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে, তারা ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু মনে হয় পর্দার আড়াল থেকে নজর রাখা হচ্ছে এবং রাস্তা দিয়ে যখন সেনাবাহিনী চলে যাচ্ছে অথবা সেনা টহল দল হেঁটে যাচ্ছে তখন পর্দার আড়াল থেকে নজর রাখা হচ্ছে, ঠাণ্ডা এবং গম্ভীর। লোকজন দুপুরের খাবারের জন্য অল্পকিছু কিনতে দোকানে আসছে, জিনিস নিয়ে দাম পরিশোধ করে ফিরে যাচ্ছে বিক্রেতার সঙ্গে কোন শুভেচ্ছ বিনিময় না করেই।

ক্ষুদে প্রাসাদের ড্রয়িং-রুমে আলো জ্বলছে আর জানালার বাইরে ঝরে পড়া তুষার সে আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আদালত বসে গেছে। ল্যান্সার বসেছে টেবিলের মাথায়, তার ডান দিকে হান্টার, তারপর টন্ডার এবং শেষ প্রান্তে কাগজপত্রের ছোট একটা স্তূপ সামনে নিয়ে ক্যাপ্টেন লফট। বিপরীত দিকে, মেয়র ওর্ডেন বসেছেন কর্নেলের বামে এবং তার পাশে প্র্যাকল– প্র্যাকল কাগজের প্যাডে আঁকিবুকি কাটছে। টেবিলের পাশে বেয়নেট বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই রক্ষী, তাদের মাথায় হেলমেট, কিছুটা কাঠের মূর্তির মতো তারা অনড়। তাদের মাঝখানে অ্যালেক্স মর্ডেন, বিশালদেহী এক তরুণ, প্রশস্ত নিচু কপাল, গভীর চোখ, লম্বা তীক্ষ্ণ নাক। তার থুৎনি দৃঢ় এবং মুখটা প্রশস্ত, চওড়া কাঁধ, সংকীর্ণ নিতম্ব, দেহের সামনে হাতকড়া লাগানো তার হাত দুটো একবার মুঠি পাকাচ্ছে আবার মুঠি খুলছে। তার পরনে কালো ট্রাউজার, গলার কাছে খোলা নীল রঙের শার্ট গাঢ় রঙের কোট। ক্যাপ্টেন লফট তার সামনে রাখা কাগজের লেখা পড়তে শুরু করল। 'যখন তাকে কাজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, সে যেতে অস্বীকার করে এবং আবারও যখন নির্দেশ দেয়া হয় তখন এই বন্দি একটা গাঁইতি দিয়ে ক্যাপ্টেন লফটের ওপর হামলা চালায়। ক্যাপ্টেন বেনটিক তাকে আড়াল করেন–'

BanglaBook.org

মেয়র ওর্ডেন খুক খুক করে কাশলেন আর লফট পড়া থামালে বললেন, 'বসো, অ্যালেক্স। রক্ষীরা একজন ওকে একটা কেদারা দাও।' একজন রক্ষী বিনা প্রশ্নে একটা কেদারা টেনে দিল বসতে।

লফট বলল, 'বন্দি দাঁড়িয়ে থাকবে এটাই রীতি।'

'ওকে বসতে দিন', ওর্ডেন বললেন। 'কেবল আমরাই জানব। আপনি রিপোর্ট করলেন সে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'রিপোর্টে মিথ্যা বলা রীতিবিরুদ্ধ', লফট বলল।

'বসো, অ্যালেক্স', ওর্ডেন আবার বললেন।

বিশালদেহী তরুণ বসে পড়ল আর হাতকড়া লাগানো তার হাত দুটো থাকল কোলের ওপর।

লফট শুরু করল, 'সবার ক্ষেত্রে রীতি হল—'

কর্নেল বলে উঠল, 'ওকে বসতে দাও।'

ক্যাপ্টেন লফট গলা পরিষ্কার করে নিল। 'ক্যাপ্টেন বেনটিক তাকে আড়াল করেন এবং নিজের মাথায় আঘাতটা পান, যা তার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। এর সঙ্গে একটা মেডিকেল রিপোর্ট আছে। পড়ে শোনাব?'

'দরকার নেই', ল্যান্সার বলল। 'বাকি অংশ তাড়াতাড়ি শেষ কর।'

'আমাদের কয়েকজন সৈনিক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, তাদের বর্ণনাও যোগ করা হয়েছে। এই সামরিক আদালত তথ্যপ্রমাণে নিশ্চিত হয়েছে যে, বন্দি খুনের অপরাধে অপরাধী এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সুপারিশ করছে। সৈনিকদের বর্ণনা কি পড়ে শোনাব?'

ল্যান্সার নিঃশ্বাস ফেলল। 'না'। সে অ্যালেক্সের দিকে তাকাল। 'ক্যাপ্টেনকে খুন করার কথা তুমি অস্বীকার করছো না, তাই না?'

অ্যালেক্স দুঃখের সঙ্গে হাসল। 'আমি তাকে আঘাত করি', সে বলল। 'আমি জানি না যে তাকে খুন করেছি।'

ওর্ডেন বললেন, 'ভাল কাজ, অ্যালেক্স!' এবং বন্ধুর মতো দু'জনের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হল।

লফট বলল, 'তুমি কি ইঙ্গিত দিচ্ছ যে অন্য কেউ তাকে খুন করেছে?'

'আমি জানি না', অ্যালেক্স বলল। 'আমি শুধু তাকে আঘাত করেছিলাম, তারপর আমাকে কেউ আঘাত করেছিল।'

কর্নেল ল্যান্সার বলল, 'তুমি কোনরকম ব্যাখ্যা দিতে চাও? আমি এমন কিছু চিন্তা করতে পারছি না যাতে দণ্ডের পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু আমরা শুনবো।'

BanglaBook.org

লফট বলল, 'আমি সম্মানজ্ঞাপনপূর্বক আবেদন জানাই যে, কর্নেল একথা বলতে পারেন না। এতে ইঙ্গিত মেলে যে এই আদালত নিরপেক্ষ নয়।'

ওর্ডেন কাষ্ঠহাসি হাসলেন। কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'তোমার কোন ব্যাখ্যা আছে?' সে আবার জিজ্ঞেস করল।

অ্যালেক্স ইঙ্গিত করার জন্য একটা হাত ওঠাল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতটাও উঠে এলো। সে বিব্রত হয়ে হাত দুটো আবার কোলের ওপর নামিয়ে রাখল। 'আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম', সে বলল। 'আমার খুবই বদমেজাজ। সে বলল, আমাকে অবশ্য কাজ করতে হবে। আমি স্বাধীন মানুষ। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল এবং আমি তাকে আঘাত করলাম। আমার ধারণা, জোরেই আঘাত করেছিলাম। কিন্তু সেটা লাগল ভুল মানুষের ওপর।' সে লফটের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওই লোকটাকে আমি আঘাত করতে চেয়েছিলাম, ওই লোকটাকে।'

ল্যান্সার বলল, 'তুমি কাকে আঘাত করতে চেয়েছিলে তাতে কিছু যায় আসে না। যে কারো ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার ঘটত। এ কাজের জন্য তুমি দুঃখিত?' টেবিলের এক প্রান্তের উদ্দেশ্যে সে বলল, 'সে দুঃখিত ছিল উল্লেখ থাকলে রেকর্ডটা চমৎকার দেখাবে।'

'দুঃখিত?' অ্যালেক্স বলল। 'আমি মোটেও দুঃখিত নই। সে আমাকে কাজে যেতে বলেছিল– আমাকে, একজন স্বাধীন মানুষকে! আমি পৌরসভার সম্মানিত সদস্যবিশেষ। সে বলে আমাকে কাজ করতে হবে।'

'কিন্তু যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহলেও কি তুমি দুঃখিত হবে না?'

অ্যালেক্স মাথা নামিয়ে সততার সঙ্গে চিন্তা করল। 'না', সে বলল। 'আপনি বলছেন, এটা আমি আবার করব?'

'আমি সেটাই বলছি।'

'না', অ্যালেক্স চিন্তিত কণ্ঠে বলল। 'আমার মনে হয় না আমি দুঃখিত।'

ল্যান্সার বলল, 'রেকর্ড লেখ, বন্দি তীব্র অনুশোচনায় আপ্লুত। শাস্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আরোপিত হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছ?' সে অ্যালেক্সকে বলল। 'আদালত তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করছে এবং অবিলম্বে গুলি করে তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিচ্ছে। এ নিয়ে তোমাকে আর নির্যাতন করার কোন কারণ আমি দেখছি না। ক্যাপ্টেন লফট, আর কিছু আছে যা আমি ভুলে গেছি?'

'আপনি আমার কথা ভুলে গেছেন', বললেন ওর্ডেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কেদারা পেছনের দিকে সরিয়ে অ্যালেক্সের কাছে এলেন এবং অ্যালেক্স বহুদিনের অভ্যেসবশত সম্মানের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। 'আলেকজান্ডার, আমি নির্বাচিত মেয়র।'

BanglaBook.org

'আমি জানি, স্যার।'

'অ্যালেক্স, এই লোকেরা হানাদার। তারা আকস্মিক হামলা, চক্রান্ত আর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশ দখল করেছে।'

ক্যাপ্টেন লফট বলল, 'স্যার, এসব কথা বলার অনুমতি দেয়া যায় না!'

ল্যান্সার বলল, 'চুপ! শোনা ভাল, নাকি তুমি চাও তারা ফিসফিস করে বলুক?'

ওর্ডেন কথায় ছেদ পড়েনি এমনভাবে বলে চললেন, 'যখন তারা আসে তখন জনগণ বিভ্রান্ত হয়েছিল, আমিও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা বুঝতে পারিনি কী করব কী ভাববো। প্রথম পরিষ্কার কাজটা করেছ তুমি। তোমার ব্যক্তিগত ক্রোধই জনতার ক্রোধের সূচনাবিন্দু। শহরে বলাবলি হয় যে, আমি এই লোকদের সঙ্গে কাজ করছি। আমি শহরকে দেখাতে পারি, কিন্তু তুমি– তুমি মরতে যাচ্ছো। আমি চাই তুমি অন্তত জানো।'

অ্যালেক্স মাথা নত করে আবার উঠল।

'আমি জানি, স্যার।'

ল্যান্সার বলল, 'স্কোয়াড প্রস্তুত?'

'বাইরে, স্যার।'

'কমান্ড করছে কে?'

'লেফটেন্যান্ট টন্ডার, স্যার।'

টন্ডার মাথা তুলল, তার চিবুক কঠিন, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ।

ওর্ডেন মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'তুমি ভয় পাচ্ছ, অ্যালেক্স?'

অ্যালেক্স বলল, 'জি, স্যার।'

'আমি তোমাকে ভয় পেও না বলতে পারি না। আমিও ভয় পাই, আর এই তরুণরা– যুদ্ধের এই দেবতারাও।'

ল্যান্সার বলল, 'স্কোয়াডকে ডাক।' টন্ডার দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবং দরোজার কাছে গেল। 'তারা এখানে, স্যার।' সে দরোজার কপাট পুরোপুরি মেলে ধরল আর হেলমেট পরা লোকগুলোকে দেখা গেল।

ওর্ডেন বললেন, 'যাও অ্যালেক্স, তবে জেনে এই লোকেরা শান্তিতে থাকতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা চলে যায় অথবা তাদের মৃত্যু হয় তারা এখানে মোটেও শান্তিতে থাকতে পারবে না। তুমি জনতাকে এক করবে। যদিও বেদনার এবং তোমার জন্য সামান্য এ উপহার, তবু এই। তাদের মোটেও শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না।'

BanglaBook.org

অ্যালেক্স চোখ বন্ধ করল শক্তভাবে। মেয়র ওর্ডেন তার গালে চুমু খেলেন। 'বিদায় অ্যালেক্স,' বললেন তিনি।

রক্ষী অ্যালেক্সের বাহু চেপে ধরল, অ্যালেক্স দু'চোখ শক্ত করে বন্ধই রাখল, তারা ওকে দরোজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল। স্কোয়াড মার্চ করে বাড়ির বাইরে চলে গেলে তুষারপাতের মধ্যে হারিয়ে গেল তাদের পায়ের শব্দ।

টেবিলের লোকগুলো নীরব। ওর্ডেন জানালার দিকে তাকালেন এবং দেখতে পেলেন ছোট একটা গোলাকার জায়গা থেকে দ্রুত হাতে বরফ মোছা হচ্ছে। তিনি আবিষ্টের মতো সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তারপর খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন আরেক দিকে। তিনি কর্নেলকে বললেন, 'আশা করি আপনি জানেন কী করছেন।'

ক্যাপ্টেন লফট কাগজপত্র জড়ো করছিল। ল্যান্সার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'চত্বরে, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, চত্বরে। অবশ্যই প্রকাশ্যে হতে হবে', লফট বলল।

ওর্ডেন বললেন, 'আশা করি আপনি জানেন।'

'জনাব', কর্নেল বলল, 'আমরা জানি আর নাই জানি, যা করতেই হবে তা করা হচ্ছে।'

কামরায় নীরবতা নেমে এলো এবং প্রত্যেকে শোনার জন্য কান পাতল। বেশি সময় লাগল না। দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। ল্যান্সার গভীরভাবে শ্বাস ফেলল। ওর্ডেন কপালে হাত রাখলেন আর ফুসফুস ভর্তি করে শ্বাস টানলেন। এ সময় বাইরে একটা চিৎকার শোনা গেল। জানালার কাচ ভেতর দিকে ভেঙে এলো আর লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল চরকির মতো পাক খেল। তার একটা হাত উঠে এলো কাঁধে।

ল্যান্সার লাফিয়ে উঠে চিৎকার করল, 'তাহলে শুরু হয়ে গেল! তুমি কী গুরুতর জখম, লেফটেন্যান্ট?'

'আমার কাঁধ', প্র্যাকল বলল।

ল্যান্সার কমান্ড নিল। 'ক্যাপ্টেন লফট, বরফে পায়ের চিহ্ন পাওয়া যাবে। এখন, আমি চাই আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য প্রতিটা বাড়িতে তল্লাশি চালাও। আমি চাই যাদের কাছে অস্ত্র পাওয়া যাবে তাদের প্রত্যেককে বন্দি কর। আপনি, স্যার', সে মেয়রকে বলল, 'আপনাকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হচ্ছে। আর এটা বোঝার চেষ্টা করবেন, দয়া করে একজনের জন্য আমরা গুলি করে মারব পাঁচ, দশ, একশ' জনকে।'

ওর্ডেন বললেন, 'একজন নির্দিষ্ট স্মৃতিসম্পন্ন মানুষ।'

BanglaBook.org

একটা নির্দেশ দিতে গিয়ে থেমে গেল ল্যান্সার। মেয়রের দিকে তাকাল ধীরে ধীরে। এক মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে বুঝে নিতে কষ্ট হল না তাদের। ল্যান্সার কাঁধ টান টান করল। 'একজন স্মৃতিহীন মানুষ!' সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। তারপর, 'আমি চাই শহরের সব অস্ত্র এক জায়গায় জড়ো কর। যে-ই প্রতিরোধ করবে তাকেই ধরে আনবে। তাড়াতাড়ি কর, ওদের পায়ের ছাপ মুছে যাওয়ার আগেই।'

স্টাফরা হেলমেট পরে নিল। খাপ থেকে বের করল পিস্তল। তারপর বেরিয়ে পড়ল। ওর্ডেন ভাঙা জানালার কাছে গেলেন। বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তুষারের মিষ্টি, শীতল গন্ধ।'

দিন, সপ্তাহ, মাস গড়িয়ে চলল। বরফ পড়ে, গলে যায়, পড়ে, গলে যায়, তারপর জমতে লাগল। ছোট্ট শহরটার দালানকোঠাগুলোর চারপাশে, ছাদে, কার্নিশে সাদা বরফের স্তূপ। দরোজা পর্যন্ত বরফ খুঁড়ে বানানো পথ যেন গড়খাই। বন্দরে কয়লার বার্জগুলো আসে খালি হয়ে। ফিরে যায় বোঝাই কয়লা নিয়ে। তবে ভূগর্ভ থেকে মাটির ওপর সহজে পৌঁছায় না কয়লা। ভাল খনি শ্রমিকরা কাজে ভুল করে। তাছাড়া অলস আর ধীর, নীরব, অপেক্ষমাণ প্রতিশোধ নিচ্ছে। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা দখলদারদের সাহায্য করেছে– তাদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে এ কাজ তারা করছে আরও ভাল একটা রাষ্ট্র আর আদর্শ জীবনের জন্য– এখন তারা বুঝে গেছে যে, তাদের হাতে যে নিয়ন্ত্রণ এসেছে তা অনিশ্চিত, যে জনগণকে তারা চিনত সেই জনগণ এখন তাদের দিকে তাকায় ঠাণ্ডা চোখে এবং কখনোই কথা বলে না।

এবং বাতাসে মৃত্যু ভাসছে, অপেক্ষা করছে। রেলসড়কে দুর্ঘটনা ঘটে, পাহাড়ে তা আটকে থাকে আর ছোট শহরটিকে সংযুক্ত করে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে। রেলসড়কের ওপর ঘটে তুষারধস, ফলে রেল বন্ধ হয়ে যায়। পরিদর্শন ছাড়া ট্রেন চলাচল করতে পারে না। প্রতিহিংসাবশত লোকজনকে গুলি করা হয়। কিন্তু তাতে কিছু বদলায় না। তরুণদের একটি দল খনিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যায় এবং ইংরেজরা কয়লার খনিতে বোমাবর্ষণ করে, তাতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়, কয়েকজন শত্রুর সঙ্গে তাদের কয়েকজন বন্ধুও মারা পড়ে এবং এতে খুব একটা লাভ হয় না। শীতের সঙ্গে শীতল ঘৃণাও বৃদ্ধি পায়, নীরব, গম্ভীর ঘৃণা, অপেক্ষমাণ ঘৃণা। খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত— অনুগতরা পায়, অবাধ্যরা পায় না— সুতরাং পুরো

BanglaBook.org

জনতা শীতলভাবে অনুগত হয়েছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয় এই বিবেচনায় যে, ক্ষুধার্ত মানুষ খনিতে কাজ করতে পারে না, কয়লা তুলতে ও বহন করতে পারে না। ওদিকে জনগণের চোখের গভীরে ঘৃণা।

এখন দখলদার পড়ে আছে ঘেরাওয়ের মধ্যে, ব্যাটেলিয়নের লোকদের চারপাশে এখন নীরব শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও গার্ড শিথিল করতে পারে না তারা। যদি করে তাহলে অদৃশ্য হয়ে যায়, ভাসমান তুষারপুঞ্জ তাকে টেনে নেয়। যদি সে একা কোন নারীর কাছে যায়, তাহলে সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভাসমান তুষারপুঞ্জ তাকে টেনে নেয়। যদি মাতাল হয় তাহলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাটেলিয়নের লোকেরা গান গাইতে আর নাচতে পারে কেবল একত্রে। নাচ ক্রমাগত থামে আর গানে প্রকাশ পায় দেশে ফেরার বাসনা।

তারপর সৈন্যরা দেশ থেকে অথবা অধিকৃত অন্যান্য দেশ থেকে আসা খবর পড়ে এবং সবসময়ই সেগুলো ভাল খবর। অল্প সময় তারা সেগুলো বিশ্বাস করে, তারপর আর বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকে মনের মধ্যে ত্রাস বয়ে বেড়ায়। 'দেশ যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তারা আমাদের জানাবে না। তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। এই লোকেরা আমাদের ছেড়ে দেবে না। এরা আমাদের সবাইকে হত্যা করবে।' তাদের লোকেরা বেলজিয়াম থেকে পিছু হটছে, রাশিয়া থেকে পিছু হটছে বলে যেসব কথা রটেছে সেসব তাদের মনে পড়ে। বেশি খোঁজখবর রাখে যারা, তাদের মনে পড়ে মস্কো থেকে শোচনীয়, বেদনাদায়ক পিছু হটার কথা– যখন প্রত্যেক কৃষকের আঁকশি রক্তের স্বাদ নিয়েছিল আর বরফ পচে উঠেছিল অসংখ্য মৃতদেহে।

এবং তারা জানে যখন তারা ভেঙে পড়বে, অথবা অসতর্ক হবে, অথবা দীর্ঘসময় ঘুমাবে তখন এখানেও ঘটবে একই ঘটনা। সুতরাং ঘুমের মধ্যেও তারা অস্থির আর দিবালোকেও উদ্বিগ্ন। কর্মকর্তারাও তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কেননা তারাও কিছু জানে না। তাদেরও জানানো হয়নি কিছু। তারাও দেশ থেকে পাঠানো রিপোর্ট বিশ্বাস করে না।

এভাবেই বিজিতদের ব্যাপারে ভীতি ঢুকে যায় বিজয়ীদের মনে, তাদের স্নায়ু ক্ষয় হতে হতে এত পলকা হয়ে যায় যে রাতের বেলা ছায়া দেখলেই গুলি করে। শীতল, গম্ভীর নীরবতা সর্বদাই ঘিরে আছে তাদের। তারপর এক সপ্তাহে তিন সৈন্য পাগল হয়ে গেল, সারারাত এবং সারাদিন তারা চিৎকার করতে থাকে, যতক্ষণ দেশে না পাঠানো হয়। অন্যরাও হয়তো তাদের মতো পাগল হতো যদি না জানত যে দেশে পাগল হয়ে যাওয়া সৈন্যদের জন্য অনুকম্পামূলক মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আর এ কথা চিন্তা করাও ভয়ঙ্কর। ভীতি আষ্টেপৃষ্ঠে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তারা বিমর্ষ হয় এবং তারা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

মেয়রের প্রাসাদের উপরতলার কামরা থেকে আরাম-আয়েশ উধাও হয়েছে। জানালাগুলোর ওপর সেঁটে দেয়া হয়েছে কালো রঙের কাগজ এবং কামরার এখানে-ওখানে স্তূপ করে রাখা আছে মূল্যবান সাজসরঞ্জাম। মেজর হান্টার তার ড্রয়িং বোর্ড সামনে নিয়ে বসে এক মনে কাজ করছে, তার পেছনে বাতি জ্বলছে। লেফটেন্যান্ট প্র্যাকলের বাহু এখনও ব্যান্ডেজে বাঁধা, সেন্টার টেবিলের পেছনে সোজা কেদারায় বসে একটা সচিত্র পত্রিকা পড়ছে সে। টেবিলের শেষ প্রান্তে বসে লেফটেন্যান্ট টন্ডার একটা চিঠি লিখছে।

প্র্যাকল সচিত্র পত্রিকার একটা পৃষ্ঠা উল্টে বলল, 'আমি চোখ বন্ধ করে এই রাস্তার প্রত্যেকটা দোকান দেখতে পাই।' হান্টার নিজের কাজেই মগ্ন রইল এবং টন্ডার আরও কিছু কথা লিখল চিঠিতে। প্র্যাকল বলতে লাগল, 'এই জায়গার ঠিক পেছনেই একটা রেস্তোরাঁ আছে। ছবিতে ওটা তুমি দেখতে পাবে না। ওটার নাম বুর্ডেন'স।'

হান্টার মুখ তুলল না। বলল, 'জায়গাটা আমি চিনি। ওখানে চমৎকার শক্তি পাওয়া যেত।'

'অবশ্যই', প্র্যাকল বলল। 'ওখানে সবই ছিল ভাল। ওরা একটাও খারাপ জিনিস পরিবেশন করত না। আর ওদের কফি–'

টন্ডার চিঠি থেকে চোখ তুলে বলল, 'তারা এখন আর কফি পরিবেশন করবে না— কিংবা শক্তি।'

দরোজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হল এবং কয়লার ঝুড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল জোসেফ। কামরার মধ্যে নিঃশব্দে হেঁটে এসে ঝুড়িটা এমনভাবে নামিয়ে রাখল যে কোন শব্দ হল না। তারপর কারও দিকে না তাকিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দরোজার দিকে হাঁটা শুরু করল। প্র্যাকল সজোরে বলে উঠল, 'জোসেফ!' জবাব না দিয়ে জোসেফ তার দিকে ফিরল, তাকালও না, কেবল সামান্য মাথা নাড় করল। প্র্যাকল একই সুরে বলল, 'জোসেফ, ব্রান্ডি অথবা ওয়াইন আছে?' জোসেফ মাথা নাড়ল।

টন্ডারের মুখ ক্রোধে বন্য হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'উত্তর দে, শুওর! মুখের কথায় উত্তর দে!'

জোসেফ মুখ তুলল না। ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, 'ন্যা, স্যার, না, স্যার, ওয়াইন নেই।'

টন্ডার ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলল, 'আর ব্র্যান্ডিও নেই?'

জোসেফ নিচের দিকে তাকাল এবং আবারও ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, 'ব্র্যান্ডিও নেই, স্যার।' সে একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

BanglaBook.org

'তুই কী চাস?' টন্ডার বলল।

'আমি যেতে চাই, স্যার।'

'তাহলে ভাগ, হতচ্ছাড়া!'

জোসেফ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। টন্ডার পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। হান্টার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে এত সহজে পরাস্ত করতে দেয়া তাকে তোমার উচিত হয়নি।'

টন্ডার কেদারায় বসে পড়ল, কপালের দু'পাশে হাত রেখে ভাঙা গলায় বলল, 'আমি একটা মেয়েমানুষ চাই। আমি দেশে যেতে চাই। আমি একটা মেয়েমানুষ চাই। এই শহরে একটা মেয়ে আছে, চমৎকার মেয়ে। আমি সবসময় তাকে দেখি। তার চুল সোনালি। পুরনো লোহার দোকানের পাশে সে থাকে। ওই মেয়েকে আমি চাই।'

প্র্যাকল বলল, 'হুঁশিয়ার হও। তোমার স্নায়ুর ব্যাপারে হুঁশিয়ার হও।'

এই সময় আলো নিভে গেল আর অন্ধকারে ডুবে গেল কামরা।

টন্ডার প্রথম লণ্ঠনে দেশলাই ঠুকে আলো জ্বাললো, তারপর অন্যটায়। হান্টার সোজাসুজি তাকে বলল, 'লেফটেন্যান্ট, তোমার কথা বলার থাকলে আমাদের কাছে বল। কিন্তু তোমার এ ধরনের কথা শত্রুদের শুনতে দিও না। তোমার স্নায়ু ক্ষয় হচ্ছে জানার চেয়ে এইসব লোকের কাছে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই। শত্রুদের তোমার কথা শুনতে দিও না।'

টন্ডার আবার বসে পড়ল। তার মুখের ওপর আলো পড়েছে তীব্রভাবে, লণ্ঠনের একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজে ভরে গেছে কামরা। সে বলল, 'ঠিক তাই! সবখানেই শত্রু! প্রত্যেকটা পুরুষ, প্রত্যেকটা মহিলা, এমনকি শিশুরাও! সবখানেই শত্রু! তারা মুখ বাড়িয়ে দরোজার বাইরে দেখে। পর্দার আড়ালে সাদা মুখ, শুনছে। আমরা তাদের পরাস্ত করেছি, সর্বত্রই আমরা জয়ী হয়েছি; আর তারা অপেক্ষা করছে, অনুগত হয়ে থাকছে, অপেক্ষা করছে। অর্ধেকটা দুনিয়াই আমাদের। অন্যত্রও কি একই অবস্থা, মেজর?'

হান্টার বলল, 'জানি না।'

'ঠিক তাই', টন্ডার বলল। 'আমরা জানি না। রিপোর্টে বলা হচ্ছে– সবকিছু হাতের মুঠোয়। অধিকৃত দেশগুলো আমাদের সৈন্যদের স্বাগত জানাচ্ছে, নতুন শাসনকে স্বাগত জানাচ্ছে।' তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে মৃদু থেকে আরও মৃদু হয়ে উঠল। 'রিপোর্টে আমাদের সম্পর্কে কী বলা হয়? তাতে কি লেখা হয় আমরা উৎফুল্ল, আমরা ভালবাসা পাচ্ছি, আমাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ? ওহ, তুষারের মধ্যে অপেক্ষা করছে এই ভয়ঙ্কর লোকগুলো!'

BanglaBook.org

হান্টার বলল, 'এখন তোমার বুক থেকে ভার নেমে গেল, একটু ভাল বোধ করছ?'

প্র্যাকল ভাল হাতটা দিয়ে টেবিলের ওপর টোকা মারছিল, সে বলল, 'ওর এভাবে কথা বলা ঠিক নয়। সবকিছু তার নিজের মধ্যেও রাখা উচিত। সে একজন সৈনিক, তাই না? তাহলে তার সৈনিকের মতোই আচরণ করা উচিত।'

কামরার দরোজা পুরোপুরি খুলে গেল আর ক্যাপ্টেন লফট ভেতরে ঢুকল। তার হেলমেট ও কাঁধের ওপর তুষারের স্তূপ। নাকটা লাল হয়ে গেছে, ওভারকোর্টের কলার কান পর্যন্ত তোলা। সে হেলমেট খুলতেই মেঝের ওপর তুষার ঝরে পড়ল, কাঁধ থেকে তুষার পরিষ্কার করল সে ঝাপটা মেরে। 'কী একটা কাজ!' সে বলল।

'আরও সমস্যা হয়েছে নাকি?' হান্টার জিজ্ঞেস করল।

'সবসময়ই সমস্যা। তারা আবার আপনার ডায়নামো নষ্ট করেছে। তবে খনির পরিস্থিতি আপাতত ঠিক করতে পেরেছি।'

'তোমার সমস্যা কী?' হান্টার জিজ্ঞেস করল। 'ওহ, সচরাচর যা ঘটে– ধীরগতি আর কয়লার গাড়ি ধ্বংস হওয়া। ধ্বংসকারীকে আমি দেখতে পেয়ে গুলি করেছি। আমি প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা উপরে আনতে বাধ্য করার একটা পন্থা বের করেছি। সেটা হল, ওরা যদি কয়লা না তোলে তাহলে ওদের পরিবার খাবার পাবে না। এতেই কাজ হবে। হয় ওরা কাজ করবে, নয়তো ওদের বাচ্চারা অনাহারে থাকবে। আমি এই মাত্রওদের বলে এসেছি এ কথা।'

'ওরা কি বলল?'

লফটের চোখ নিষ্ঠুরতায় সরু হয়ে গেল। 'কি বলল? কখনও কিছু বলে ওরা? কিছুই না! একেবারেই কিছু না! কিন্তু এখন তারা কাজ করে কিনা আমরা দেখব।' সে কোর্ট খুলে ঝাঁকুনি দিল, তার চোখ পড়ল প্রবেশদ্বারের ওপর এবং দেখতে পেল কপাট এক চিলতে ফাঁক হয়ে আছে। সে নিঃশব্দে দরোজার কাছে গিয়ে ঝট করে সেটা খুলল, তারপর বন্ধ করে দিল আবার। 'দরোজাটা আমি শক্ত করেই বন্ধ করেছিলাম, যতদূর মনে হয়', সে বলল।

'হ্যাঁ,' হান্টার বলল।

প্র্যাকল তখনও সচিত্র পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। 'পূর্ব রণাঙ্গনে আমরা দানবাকৃতির কামান ব্যবহার করছি। ওগুলোর একটাও আমি দেখিনি কখনও। আপনি দেখেছেন, ক্যাপ্টেন?'

'ও, হ্যাঁ', ক্যাপ্টেন লফট বলল। 'আমি ওগুলো দিয়ে গোলাবর্ষণ করতেও দেখেছি। সত্যিই চমৎকার। ওগুলোর সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারে না।'

BanglaBook.org

টন্ডার বলল, 'ক্যাপ্টেন, দেশ থেকে কি প্রচুর খবর পান আপনি?'

'নির্দিষ্ট পরিমাণ', লফট বলল।

'সেখানে সব ঠিক আছে?'

'চমৎকার!' লফট বলল। 'সেনাবাহিনী সর্বত্রই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'ব্রিটিশরা তো এখনও পরাজিত হয়নি?'

'প্রতিটা যুদ্ধেই তারা পরাজিত হয়েছে।'

'কিন্তু তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তো?'

'কয়েকটি বিমান হামলা, বেশি কিছু নয়।'

'আর রুশরা?'

'সব শেষ।'

টন্ডার একগুঁয়ের মতো বলল, 'কিন্তু তারাও তো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে?'

'ছোটখাটো সংঘর্ষ, বেশি কিছু নয়।'

'সেক্ষেত্রে আমরা প্রায় জিতে গেছি, তাই না ক্যাপ্টেন?' টন্ডার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আমরা জিতে গেছি।'

টন্ডার তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনি এসব কথা বিশ্বাস করেন, তাই না ক্যাপ্টেন?'

প্র্যাকল বাধা দিয়ে বলল, 'ওকে আবারও ওটা করতে দেবেন না!'

লফট ভুরু কুঁচকে তাকাল টন্ডারের দিকে। 'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

টন্ডার বলল, 'আমি বলছি : আমরা শীগগিরই দেশে ফিরে যাব, তাই না?'

'আচ্ছা, পুনর্গঠনে কিছু সময় লাগবে', হান্টার বলল। 'নতুন শাসন ব্যবস্থা তো আর একদিনেই চালু হয়ে যাবে না, নাকি?'

টন্ডার বলল, 'সে জন্য হয়তো আমাদের সারাটা জীবনই লাগবে?'

প্র্যাকল বলল, 'ওকে আবারও ওটা শুরু করতে দেবেন না!'

লফট খুব কাছঘেঁষে এল টন্ডারের এবং বলল, 'লেফটেন্যান্ট, তোমার প্রশ্ন করার ধরন আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। আমি সন্দেহের সুর পছন্দ করি না।'

হান্টার মুখ তুলে বলল, 'ওর ওপর কঠোর হয়ো না, লফট। ও পরিশ্রান্ত। আমরা সবাই পরিশ্রান্ত।'

'আচ্ছা, আমি নিজেও পরিশ্রান্ত', লফট বলল, 'কিন্তু আমি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক সন্দেহের কোন জায়গা দেব না।'

BanglaBook.org

হান্টার বলল, 'ওকে পেয়ে বসো না, তোমাকে বলছি। কর্নেল কোথায়, জানো?'

'তিনি রিপোর্ট তৈরি করছেন। রিইনফোর্সমেন্ট চাইছেন।' লফট বলল। 'আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বড় কাজ এটা।'

প্র্যাকল উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'তিনি কি রিইনফোর্সমেন্ট পাবেন?'

'আমি কীভাবে জানব?'

টন্ডার মুচকি হাসল। 'রিইনফোর্সমেন্ট!' সে মৃদু কণ্ঠে বলল। 'কিংবা হয়তো রিপ্লেসমেন্ট। হয়তো কিছু সময়ের জন্য আমরা দেশে যেতে পারব।' আর মৃদু হাসতে হাসতে সে বলল, 'হয়তো আমি রাস্তায় হাঁটতে পারব আর লোকেরা বলবে, 'হ্যালো', আর তারা বলবে, 'ওই যে একজন সৈনিক যায়', আর তারা আমার জন্য আনন্দিত হবে আর আমাকে নিয়ে আনন্দিত হবে। সেখানে বন্ধুরা থাকবে, আর ভয় না পেয়েই যে কোন মানুষের দিকে পিঠ ফেরাতে পারব।'

প্র্যাকল বলল, 'আবার ওটা শুরু কর না! আবার ওকে নাগালের বাইরে চলে যেতে দেবেন না!'

লফট বিরক্ত হয়ে বলল, 'স্টাফের উন্মাদ হয়ে যাওয়া ছাড়াই যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে আমাদের।'

কিন্তু টন্ডার বলতে লাগল, 'আপনি সত্যিই মনে করেন রিপ্লেসমেন্ট আসবে, ক্যাপ্টেন?'

'আমি তেমন কিছু বলিনি।'

'কিন্তু আপনি বললেন যে তারা আসতে পারে।'

'আমি বলেছি জানি না। দেখ, লেফটেন্যান্ট, আমরা অর্ধেক পৃথিবী অধিকার করেছি। কিছু সময়ের জন্য সেখানে অবশ্যই আমাদের পুলিশের কাজ করতে হবে। তুমি সেটা জানো।'

'কিন্তু বাকি অর্ধেক?' টন্ডার প্রশ্ন করল।

'কিছুদিন তারা আশাহতের মতো লড়াই করবে', লফট বলল।

'সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে।'

'কিছুদিনের জন্য', লফট বলল।

প্র্যাকল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'আপনি ওকে চুপ করান। ওকে চুপ করান।'

টন্ডার রুমাল বের করে নাক ঝাড়ল আর কথা বলল কিছুটা মাথা খারাপ লোকের মতো। হাসল বিজড়িতভাবে। বলল, 'আমার একটা স্বপ্ন ছিল। মনে হয় স্বপ্ন। হয়তো সেটা ছিল ভাবনা। হয়তো একটা ভাবনা কিংবা একটা স্বপ্ন।'

প্র্যাকল বলল, 'ওকে থামান, ক্যাপ্টেন!'

BanglaBook.org

টন্ডার বলল, 'ক্যাপ্টেন, এটা অধিকৃত স্থান?'

'অবশ্যই', লফট বলল।

টন্ডারের হাসিতে হিস্টিরিয়ার কিছুটা লক্ষণ দেখা গেল। সে বলল, 'অধিকৃত আর আমরা শঙ্কিত; অধিকৃত আর আমরা পরিবেষ্টিত।' তার হাসি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'আমার একটা স্বপ্ন ছিল— অথবা একটা ভাবনা— বাইরে তুষারের মধ্যে কালো ছায়া আর দরোজায় মুখ, পর্দার আড়ালে ঠাণ্ডা মুখ। আমার একটা ভাবনা ছিল অথবা একটা স্বপ্ন।'

প্র্যাকল বলল, 'ওকে থামান!'

টন্ডার বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখেছি নেতা পাগল হয়ে গেছে।'

এবং লফট ও হান্টার একসঙ্গে হেসে উঠল। লফট বলল, 'শত্রুরা জেনেছে কতটা পাগল। এ কথা দেশে লিখে পাঠাব আমি। পত্রিকায় ছাপা হবে। শত্রুরা জেনেছে নেতা কতটা পাগল।'

টন্ডার হাসতে লাগল, 'দখলের পর দখল, চিটাগুড়ের গভীর থেকে গভীরে।' তার হাসি গলায় আটকে গেল এবং সে রুমালে কাশল। 'হয়তো নেতা উন্মাদ। মাছিরা অধিকার করে ফ্লাইপেপার। মাছিরা দুইশ' মাইল লম্বা নতুন ফ্লাইপেপার দখল করে!' তার হাসি এখন আরও বেশি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত।

প্র্যাকল তার ওপর ঝুঁকে ভাল হাতটা দিয়ে ঝাঁকি দিল, 'থামাও! থামাও এটা! তোমার কোন অধিকার নেই!'

ক্রমে লফট বুঝতে পারল হাসিটা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এবং সে টন্ডারের কাছে এসে দঁড়াল। তারপর প্রচণ্ড চড় কষাল টন্ডারের মুখে। বলল, 'লেফটেন্যান্ট, পাগলামি থামাও!'

টন্ডারের হাসি থামল না, তার মুখে আবার চড় মারল লফট এবং বলল, 'থামাও, লেফটেন্যান্ট! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

অকস্মাৎ টন্ডারের হাসি থেমে গেল আর লণ্ঠনের শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়া সব নিশ্চুপ। টন্ডার বিস্ময়চকিত দৃষ্টিতে নিজের হাতের দিকে তাকাল, আঘাতপ্রাপ্ত মুখে হাত বোলাল, আবার তাকাল হাতের দিকে, তার মাথা টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'আমি দেশে যেতে চাই', সে বলল।

শহরের চত্বর থেকে অনতিদূরে একটা ছোট্ট রাস্তা, যেখানে ছোট ছোট দোকানপাট আর ছুঁচালো ছাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। ফুটপাথ আর রাস্তা থেকে তুষার সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু বেড়ায় জমে আছে। ছোট ছোট বাড়িগুলোর বন্ধ জানালার বাইরে তা ভাসছে। রাত নিকষ অন্ধকার, ঠাণ্ডা,

BanglaBook.org

জানালাগুলোয় কোন আলো জ্বলছে না। রাস্তায় কেউ নেই, যেহেতু কার্ফিউ চলছে। কিছুক্ষণ পরপর ছয়জনের একটি সৈন্য দল ওই রাস্তায় টহল দিচ্ছে।

লোহার দোকানের পাশে অন্য বাড়িগুলোর মতোই ছুঁচালো ছাদওয়ালা ছোট্ট একটা বাড়ি, বরফ পড়ে ওপরটা সাদা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে এক চিলতে আলোও দেখা যাচ্ছে না আর বাইরের দরোজাও শক্ত করে আঁটা। কিন্তু ভেতরে বসার ঘরে একটা বাতি জ্বলছে আর বেডরুম ও কিচেনে যাওয়ার দরোজা দুটো খোলা। পেছন দিককার দেয়াল বরাবর একটা স্টোভে কয়লার আগুন জ্বলছে। উষ্ণ, ছোট্ট, আরামদায়ক একটা কামরা, জীর্ণ গালিচা পাতা মেঝেতে। পেছনের দেয়ালে দুটো ছবি, একটায় ফার্নের পাতায় মৃত মাছ এবং অন্যটায় ফার গাছের শাখায় মৃত হাঁস। ডান দিকের দেয়ালে হতাশ জেলেদের দিকে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া খ্রিস্টের ছবি। কামরায় দুটো কোরা আর উজ্জ্বল কম্বল দিয়ে ঢাকা একটা কৌচ। মাঝখানে ছোট গোলাকার একটা টেবিল, ওপরে জ্বলছে একটা কেরোসিন-বাতি।

টেবিলের পাশে কুশনে মোড়া একটা পুরনো রকিং-চেয়ারে বসে আছে মলি মর্ডেন। পুরনো নীল রঙের একটা সোয়েটার থেকে উল ছাড়িয়ে বল বানাচ্ছে। বেশ বড় একটা বল হয়ে গেছে। তার পাশে টেবিলের ওপর উল বোনার কাঁটা, একজোড়া বড় কাঁচি। টেবিলের ওপর তার চশমা। উল বুনতে চশমার দরকার হয় না তার। সে মনোহর, তরুণী আর নিখুঁত। সোনালি চুল জড়ো করা মাথার ওপর। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সে বাইরের দরোজার দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। চিমনিতে বাতাস শিস কেটে যাচ্ছে হালকাভাবে, কিন্তু রাতটা শান্ত, তুষারে জড়ানো।

হঠাৎ সে কাজ বন্ধ করল। তার হাত স্থির। সে দরোজার দিকে তাকাল আর কান পাতল। টহল দলের পদশব্দ চলে গেল রাস্তা দিয়ে, আর তাদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল দূরে। তারপর আর শোনা গেল না। মলি নতুন করে বল বানাতে শুরু করল এবং আবার সে থেমে গেল। দরোজার বাইরে মৃদু শব্দ হল, তারপর তিনটে ছোট্ট টোকা। মলি কাজ রেখে দরোজার কাছে উঠে এল।

'হ্যাঁ?' মলি ডাকল।

সে দরোজার তালা খুলে কপাট মেলল আর ভারী আলখাল্লা পরা একজন মানুষ ভেতরে ঢুকে পড়ল। মানুষটা ছিল রাঁধুনী অ্যানি, লাল চোখ, মাফলার জড়ানো। দ্রুত পিছনে এল সে, দরোজা বন্ধ করে দিল আরও দ্রুততার সঙ্গে।

BanglaBook.org

মলি বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, অ্যানি। আজ রাতে তুমি আসবে ভাবতে পারিনি। ওপরের এই আলখাল্লা খুলে আগুনের কাছে বসে গরম হয়ে নাও। বাইরে ভয়ানক ঠাণ্ডা।'

অ্যানি বলল, 'হানাদার সৈন্যরা আগেভাগেই শীতকাল ডেকে এনেছে। আমার বাবা সব সময় বলত, যুদ্ধ খারাপ আবহাওয়া ডেকে আনে, কিংবা খারাপ আবহাওয়া যুদ্ধ ডেকে আনে। কোনটা আমার মনে নেই।'

'ওপরের পোষাকটা খুলে স্টোভের কাছে এসো।'

'তা পারছি না', অ্যানি জরুরি ভঙ্গিতে বলল। 'তারা আসছেন।'

'কারা আসছেন?' মলি জিজ্ঞেস করল।

'হিজ এক্সেলেন্সি', অ্যানি বলল, 'এবং ডাক্তার আর অ্যান্ডার্সদের দুই ছেলে।'

'এখানে?' মলি জানতে চাইল। 'কিসের জন্য?'

অ্যানি হাত বাড়িয়ে দিল, ছোট একটা মোড়ক সে হাতে। 'নাও এটা', সে বলল। 'আমি এটা চুরি করেছি কর্নেলের প্লেট থেকে। মাংস।'

মলি মোড়কটা খুলে মাংসের ছোট টুকরোটা বের করে মুখে পুরলো আর চিবোনোর মধ্যেই কথা বলতে লাগল। 'তুমি খানিকটা পেয়েছো তো?'

অ্যানি বলল, 'আমিই রান্না করেছি, তাই না? সব সময়ই আমি কিছু পাই।'

'তারা কখন আসবেন?'

অ্যানির নাকে সামান্য পানি ঝরল। 'অ্যান্ডার্সদের ছেলেরা ইংল্যান্ডের উদ্দেশে নৌযাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। তাদের যেতেই হবে। এখন তারা পালিয়ে আছে।'

'পালিয়ে আছে?' মলি জিজ্ঞেস করল। 'কিসের জন্য?'

'শোনো, তাদের ভাই, জ্যাক, কয়লার গাড়ি ধ্বংস করার জন্য আজ গুলি খেয়েছে। সৈন্যরা এখন পরিবারের বাকিদের খুঁজছে। তুমি তো জানো ওরা কেমন করে।'

'হ্যাঁ', মলি বলল, 'আমি জানি। বসো, অ্যানি।'

'সময় নেই', অ্যানি বলল, 'আমাকে ফিরে যেতে হবে আর হিজ এক্সেলেন্সিকে জানাতে হবে এখানে সব ঠিক আছে।'

মলি বলল, 'তোমাকে কেউ আসতে দেখেছে?'

অ্যানি গর্বিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল। 'না, আমি গোপন চলাফেরায় ভীষণ দক্ষ।'

'মেয়র বেরিয়ে আসবেন কীভাবে?'

অ্যানি হাসল। 'তার বিছানায় গিয়ে জোসেফ শোবে, যদি তারা তার বিছানার দিকে তাকায় তিনি শুয়ে আছেন কিনা দেখার জন্য। তার নাইটশার্ট পরেই শুয়ে

BanglaBook.org

থাকবে জোসেফ, ঠিক মাদামের পাশে!' আবার সে হাসল। 'জোসেফ নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকে।'

মলি বলল, 'সমুদ্রপথে পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রাতটা ভয়ংকর।'

'গুলি খাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। মেয়র এখানে আসছেন কেন?'

'আমি জানি না। তিনি অ্যান্ডার্স ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে চান। এখন আমাকে যেতে হবে, আমি শুধু তোমাকে বলতে এসেছিলাম।'

মলি বলল, 'কতক্ষণের ভেতর তারা আসবে?'

'ওই, হয়তো আধ ঘন্টা, হয়তো পৌনে এক ঘন্টার মধ্যে', অ্যানি বলল। 'প্রথমে আসব আমি। বুড়ি রাঁধুনীকে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।' সে দরোজার দিকে যেতে যেতে মাঝপথে থামল, শেষ বাক্যটার জন্য যেন মলিকে দোষ দিচ্ছে এমনভাবে। 'আমি ততটা বুড়ি নই!' এবং সে আলগোছে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

মলি উল বুনে চলল কিছুক্ষণ, তারপর উঠে স্টোভের কাছে এসে লিড তুলল। আগুনের আভায় তার মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। সে আগুন উস্কে দিয়ে তাতে আরও খানিকটা কয়লা ঢালল আর লিড নামাল। কেদারায় গিয়ে বসার আগেই শুনতে পেল বাইরের দরোজায় করাঘাতের শব্দ। সে দরোজার দিকে যেতে যেতে আপন মনে বলল, 'অ্যানি আবার কী ভুলে গেছে কে জানে।' তারপর দরোজার ওপাশে অ্যানি মনে করে বলল, 'তুমি কী চাও?'

তাকে উত্তর দিল একটা পুরুষ কণ্ঠ। সে দরোজা খুলল আর একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'আমি কোন ক্ষতি করব না। আমি কোন ক্ষতি করব না।'

মলি কামরায় ফিরে এলো। লেফটেন্যান্ট টন্ডার অনুসরণ করল তাকে। মলি বলল, 'কে তুমি? কী চাও? তুমি এখানে আসতে পারো না। কী চাও?'

লেফটেন্যান্ট টন্ডারের গায়ে বিশাল ধূসর রঙের ওভারকোট। কামরায় ঢুকে সে হেলমেট খুলে ফেলল আর আবেদনের সুরে বলল, 'আমি কোন ক্ষতি করব না। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।

মলি বলল, 'কী চাও তুমি?'

টন্ডার বলল, 'মিস, আমি শুধু কথা বলতে চাই, আর কিছু না। তুমি কথা বলবে আমি শুনব। আমি শুধু এটুকুই চাই।'

'আমার ওপর তুমি জোর খাটাচ্ছ?' মলি জানতে চাইল।

BanglaBook.org

'না, মিস, আমাকে কেবল কিছু সময় থাকতে দাও, তারপর আমি নিজেই চলে যাব।'

'তুমি কী চাও?'

টন্ডার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল। 'তুমি এটা বুঝবে– বিশ্বাস করবে? শুধু কিছু সময়ের জন্য আমরা কি এই যুদ্ধের কথা ভুলে যেতে পারি না? মাত্র কিছু সময়ের জন্য। আমরা কি একসঙ্গে পরিচিত মানুষের মতো কথা বলতে পারি না– একসঙ্গে?'

মলি বলল, 'তুমি কি আমাকে নিয়ে বিছানায় যেতে চাও, লেফটেন্যান্ট?'

'আমি ও কথা বলিনি! তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন?'

মলি নিষ্ঠুরের মতো বলল, 'হয়তো আমি তোমার মনে নিদারুণ বিরক্তি জাগানোর চেষ্টা করছি। এক সময় বিবাহিত ছিলাম। আমার স্বামী মারা গেছে। দেখতেই পাচ্ছ, আমি কুমারী নই।' তার কণ্ঠস্বর তিক্ত শোনাল।

টন্ডার বলল ' আমাকে তোমার ভাল লাগুক শুধু এই আমি চাই।'

মলি বলল, 'আমি জানি। তুমি সভ্য মানুষ। তুমি জানো যে যদি ভাল লাগার বিষয় থাকে ভালবাসা আরও পূর্ণ আরও আনন্দদায়ক হয়।'

টন্ডার বলল, 'ওভাবে কথা বল না! দয়া করে ওভাবে কথা বল না!'

মলি দ্রুত একবার দরোজার দিকে তাকাল। বলল, 'আমরা বিজিত জনগণ, লেফটেন্যান্ট। তোমরা খাদ্য নিয়ে গেছ। আমি ক্ষুধার্ত। তোমাকে আমার বেশি ভাল লাগবে যদি আমাকে খাবার দাও।'

টন্ডার বলল, 'কী বলছ তুমি?'

'আমি তোমাকে বিরক্ত করছি, লেফটেন্যান্ট? হয়তো আমি চেষ্টা করছি। আমার মূল্য দুই সসেজ।'

টন্ডার বলল, 'তুমি এভাবে কথা বলতে পারো না!'

'গত যুদ্ধের পর তোমাদের মেয়েদের কী অবস্থা হয়েছিল, লেফটেন্যান্ট? একটা ডিম কিংবা এক টুকরো পাউরুটির বিনিময়ে তাদের বেছে নিতে পারত কোন লোক। তুমি কি আমাকে একেবারে মাগনাই পেতে চাও, লেফটেন্যান্ট? দামটা কি বেশি হয়ে গেছে?'

টন্ডার বলল, 'তুমি এক মুহূর্তের জন্য আমাকে বোকা বানিয়েছ। কিন্তু তুমিও আমাকে ঘৃণা কর, তাই না? আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো তা করবে না।'

'না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি না', মলি বলল, 'আমি ক্ষুধার্ত এবং— আমি তোমাকে ঘৃণা করি!'

BanglaBook.org

হঠাৎ করে শক্ত হয়ে গেল সে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল এবং কোন দৃশ্য যেন দেখতে পেল। 'আমি জানি না কেন তাকে ওরা বাড়িতে আসতে দিয়েছিল। সে বিভ্রান্ত ছিল। সে জানত না কী ঘটছে। আমাকে চুমু না দিয়েই চলে গিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ভীষণ নির্ভীক, প্রথম দিন স্কুলগামী ছোট্ট ছেলের মতো।'

মলি একটু থেমে বলল, 'আমি মেয়রের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। তারপর মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হল তাকে– তোমরা তাকে গুলি করে মারলে। আমি তখন বিশ্বাসই করতে পারিনি।'

টন্ডার বলল, 'তোমার স্বামীর কথা বলছ!'

'হ্যাঁ', আর এখন নিশ্চুপ এই বাড়িতে আমি তা বিশ্বাস করি। ছাদের ওপর ভারি তুষারপাতে, আমি তা বিশ্বাস করি। ভোরের আলো ফোটার আগ পর্যন্ত একাকিত্বের মধ্যে, অর্ধেক-উষ্ণ বিছানায় শুয়ে, আমি তা বিশ্বাস করি।'

টন্ডার তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, মুখে বেদনার ছায়া। 'শুভ রাত্রি', সে বলল।

'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। আমি কি আবার আসতে পারি?'

মলি দেয়াল আর স্মৃতির দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আমি জানি না', সে বলল।

'আমি ফিরে আসব।'

'আমি জানি না।'

টন্ডার তার দিকে তাকাল, তারপর শান্তভাবে বেরিয়ে গেল বাইরে। মলির দৃষ্টি তখন দেয়ালে।

'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!' সে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত।

দরোজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল আর ভেতরে এলো অ্যানি। মলি টেরও পেল না। অ্যানি অসন্তোষের সুরে বলল, 'দরোজাটা খোলা ছিল?'

মলি ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল, এখনও ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে।

'হ্যাঁ, ওহ, হ্যাঁ, অ্যানি।'

'দরোজা খোলা ছিল। একটা লোক বেরিয়ে গেল। আমি দেখেছি লোকটাকে। সৈন্যদের মতো দেখতে।'

মলি বলল, 'হ্যাঁ, অ্যানি।'

'এখানে কোন সৈন্য এসেছিল?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, এসেছিল।'

অ্যানি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে সে কী করছিল?'

'আমার সঙ্গে ভালবাসা করতে এসেছিল।'

অ্যানি বলল, 'মিস, তুমি কী করছ? তুমি তো তাদের সঙ্গে যোগ দাওনি, তাই না? তুমি তো তাদের সঙ্গে না, ওই কোরেলের মতো?'

'না, আমি ওদের সঙ্গে যোগ দিইনি, অ্যানি।'

অ্যানি বলল, 'মেয়র এখানে থাকার সময় তারা যদি ফিরে আসে আর কোন কিছু যদি ঘটে তাহলে তুমিই দায়ী থাকবে; তুমিই দায়ী থাকবে!'

'সে ফিরে আসবে না। আমি তাকে আসতে দেব না।'

সন্দেহটা তবু রয়েই গেল অ্যানির। সে বলল, 'এখন কি তাদের আসতে বলব? তুমি বলছ এখন নিরাপদ?'

'হ্যাঁ, নিরাপদ। তারা কোথায়?'

'বাইরে বেড়ার পেছনে', অ্যানি বলল।

'তাদের ভেতরে আসতে বল।'

অ্যানি বেরিয়ে গেলে মলি উঠে দাঁড়াল, চুল ঠিকঠাক করে নিল আর মাথা ঝাঁকাল, চেষ্টা করল যথাসম্ভব স্বাভাবিক হতে। প্যাসেজে সামান্য শব্দ হল। লম্বা, সোনালি-চুলো দুই তরুণ প্রবেশ করল। জ্যাকেট আর টার্টল-নেক সোয়েটার গায়ে। মাথায় স্টকিং ক্যাপ। যমজদের মতো দেখাচ্ছে তাদের। এরাই হল জেলে উইল অ্যান্ডার্স এবং টম অ্যান্ডার্স।

'শুভ সন্ধ্যা, মলি। শুনেছ তুমি?'

'অ্যানি বলেছে। রাতটা খারাপ।'

টম বলল, 'পরিষ্কার রাতের চেয়ে এটাই উত্তম। পরিষ্কার রাতে বিমান তোমাকে দেখতে পায়। মেয়র কী চান, মলি?'

'জানি না। তোমার ভাইয়ের কথা শুনেছি। আমি দুঃখিত।'

অ্যানি আবার দরোজায় এলো, ফিসফিস করে বলল, 'তারা এসেছেন!' এবং মেয়র ওর্ডেন ও ডাক্তার উইন্টার কামরায় প্রবেশ করলেন। তারা কোট আর ক্যাপ খুলে কৌচের ওপর রাখলেন।

ওর্ডেন মলির কাছে গিয়ে ওর কপালে চুমু দিলেন।

'শুভ সন্ধ্যা, সোনামণি।'

তিনি অ্যানির দিকে ফিরলেন। 'প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াও, অ্যানি। টহল দল দেখলে একটা টোকা দিয়ে আমাদের জানাবে চলে গেলে একটা, বিপদ বুঝলে দুটো।'

BanglaBook.org

অ্যানি বলল, 'জি, স্যার।' সে প্যাসেজে চলে গেল কামরার দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে।

ডাক্তার উইন্টার স্টোভের কাছে, হাত দুটো গরম করছেন। 'আমরা শুনেছি তোমরা ছেলেরা আজ রাতে চলে যাচ্ছো।'

'আমাদের যেতে হবে', টম বলল।

ওর্ডেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। 'হ্যাঁ, আমি জানি। আমরা শুনেছি তোমরা মিস্টার কোরেলকে সঙ্গে নিচ্ছ।'

টম তিক্ত স্বরে হাসল। 'সেটাই ঠিক হবে বলে আমরা ভেবেছিলাম। আমরা তার বোট নিয়ে যাচ্ছি। তাকে ফেলে যেতে পারি না। তাকে পথে পথে ঘুরতে দেখাটা ঠিক হবে না।'

ওর্ডেন বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, 'তার দূর হওয়াটাই আমার কাম্য। কিন্তু তাকে সঙ্গে নেয়াটা তোমাদের জন্য বিপজ্জনক।'

'তাকে পথে পথে ঘুরতে দেখাটা ঠিক হবে না', উইল তার ভাইয়ের কথার প্রতিধ্বনি করল। 'এখানে তাকে দেখতে পাওয়াটা জনগণের জন্য ভাল নয়।'

উইন্টার বললেন, 'তোমরা তাকে নিতে পারবে? সে কি আদৌ সতর্ক নয়?'

'হ্যাঁ, সতর্ক, একদিক থেকে। বারোটার সময় সাধারণত সে হেঁটে যায় তার বাড়িতে। আমরা থাকব দেয়ালের পেছনে। আমার মনে হয়, তাকে আমরা পানির কাছে তার বাগানেই ধরে ফেলতে পারব। তার বোট ওখানেই বাঁধা আছে।'

ওর্ডেন আবার বললেন, 'যদি তোমাদের এসব না করতে হতো। সে যদি একটু আওয়াজ করে, তাহলে টহল দল হাজির হয়ে যেতে পারে।'

টম বলল, 'সে কোন শব্দ করবে না, আর সে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেলেই ভাল হয়। শহরের কিছু লোক হয়তো তার ওপর চড়াও হতে পারে, কিন্তু তাতে আরও অনেককেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। না, বরং তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'

মলি আবার উল বুনতে লাগল। বলল, 'তোমরা কি তাকে বোট থেকে ছুড়ে ফেলে দেবে?'

উইলের গাল আরক্তিম হয়ে উঠল। 'সে সমুদ্রে যাবে, ম্যাডাম।' সে মেয়রের দিকে ফিরল। 'আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ডাক্তার উইন্টার এবং আমি ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি– ন্যায়বিচার, অবিচার, বিজয়— এসব নিয়ে প্রচুর কথা হয়। আমাদের জনগণের ওপর অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি না তারা পরাজিত।'

BanglaBook.org

দরোজার ওপর একবার টোকা পড়ল, কামরাটা নীরব হয়ে গেল। মলির কাঁটা থেমে গেল, মেয়রের বাড়ানো হাত বাড়ানোই থাকল। সবাই স্থির। সবার চোখ দরোজার ওপর। তারপর দূর থেকে ভেসে এল টহল দলের বুটের শব্দ, কাছিয়ে এলো, বাইরের দরোজার পাশ দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল দূরে। দরোজায় আরেকটা টোকা পড়ল। স্বস্তি ফিরে এলো কামরায়।

ওর্ডেন বললেন, 'ওখানে নিশ্চয় অ্যানির ঠাণ্ডা লাগছে।' তিনি কৌচের ওপর থেকে নিজের কোটটা তুলে নিলেন এবং ভেতরের দরোজা খুলে ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন। 'এটা দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নাও, অ্যানি', বলে তিনি দরোজা বন্ধ করলেন।

'ওকে ছাড়া চলব কীভাবে জানি না', তিনি বললেন।

'ও সবখানে যায়, সবকিছু দেখে, শোনে।'

টম বলল, 'আমাদের শিগগিরই যেতে হবে স্যার।'

উইন্টার বললেন, 'তোমরা যদি মিস্টার কোরেলের কথা ভুলে যেতে।'

'আমরা তা পারি না। তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখাটা ঠিক নয়।' সে অনুসন্ধানী চোখে তাকাল মেয়র ওর্ডেনের দিকে।

ওর্ডেন ধীরকণ্ঠে শুরু করলেন। 'আমি সহজভাবে কিছু বলতে চাই। এটা একটা ছোট শহর। ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় সামান্য ব্যাপার। তোমাদের ভাইকে গুলি করা হয়েছে, অ্যালেক্স মর্ডেনকে গুলি করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ। জনগণ ক্ষুব্ধ, কিন্তু তাদের লড়াই করার উপায় নেই। এসবই সামান্য স্পষ্ট। বিষয়টা হল জনগণের বিরুদ্ধে জনগণ, আইডিয়ার বিরুদ্ধে আইডিয়া নয়।'

উইন্টার বললেন, 'ধ্বংসের কথা চিন্তা করা একজন ডাক্তারের পক্ষে মজার বিষয়ই বটে, কিন্তু আমি মনে করি আগ্রাসনকবলিত সব জনগণই হানাদার প্রতিরোধ করতে চায়। আমরা নিরস্ত্র; আমাদের প্রাণশক্তি আর দেহই যথেষ্ট নয়।'

উইল অ্যান্ডার্স জিজ্ঞেস করল, 'এসব কথার মানে কী স্যার? আমাদের কাছে কী চান?'

'আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই, কিন্তু পারি না,' ওর্ডেন বললেন। 'শত্রুরা এখন জনগণের ওপর ক্ষুধার অস্ত্র ব্যবহার করছে। ক্ষুধা নিয়ে আসে শারীরিক দুর্বলতা। তোমরা ছেলেরা ইংল্যান্ডে পাড়ি জমাচ্ছ। হয়তো তোমাদের কথা কেউ শুনবে না, কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে— একটা ছোট্ট শহরের পক্ষ থেকে— তাদের বল আমাদের অস্ত্র দিতে।'

BanglaBook.org

টম জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আগ্নেয়াস্ত্র চান?'

দরোজায় আবার একটা টোকা পড়ল আর যে যেখানে ছিল বরফ হয়ে গেল। বাইরে টহল দলের দৌড়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে। বাড়ির কাছে এসে আবার দূরে চলে গেল সে শব্দ, তারপর মিলিয়ে গেল। দরোজায় টোকা পড়ল একটা।

মলি বলল, 'ওরা নিশ্চয় কাউকে ধাওয়া করেছে। এবার কার পিছু নিয়েছে কে জানে।'

'আমাদের চলে যাওয়া উচিত', টম অস্বস্তির সঙ্গে বলল। 'আপনি আগ্নেয়াস্ত্র চান, স্যার? আমরা কি আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলব?'

'না, পরিস্থিতি কেমন সেটা তাদের জানাও। আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আমরা কিছু করতে গেলেই ক্ষয়ক্ষতি হবে। আমাদের দরকার সাদামাটা, গোপন অস্ত্র, যেমন– এক্সপ্লোসিভ, রেল উড়িয়ে দেয়ার জন্য ডিনামাইট, সম্ভব হলে গ্রেনেড, এমনকি বিষ।' তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন। 'এটা কোন সম্মানজনক যুদ্ধ নয়। এটা বিশ্বাসঘাতকতা আর খুনের যুদ্ধ। ব্রিটিশ বোমারু বিমান থেকে লক্ষ্যস্থলে বড় বড় বোমা ফেলা হোক, কিন্তু তারা আমাদের জন্য কিছু ছোট ছোট বোমাও নামিয়ে দিক– যা আমরা সেঁধিয়ে দিতে পারব রেল সড়কে, ট্যাংকের নিচে। সেটাই হবে আমাদের গোপন অস্ত্র। এভাবেই সশস্ত্র হব। আগ্রাসক তাহলে বুঝতে পারবে না আমাদের মধ্যে কে সশস্ত্র আর কে সশস্ত্র নয়। আমাদের জন্য এসব অস্ত্র পাঠানো হোক।'

উইন্টার বলে উঠলেন, 'শত্রুরা কখনও টেরও পাবে না কখন কোথায় আক্রান্ত হবে। সৈন্যরা, টহল দল কখনও জানতে পারবে না আমাদের মধ্যে কে অস্ত্রসজ্জিত।'

টম কপাল মুছল। 'আমরা যদি পৌঁছতে পারি তাহলে তাদের বলব, স্যার, তবে– আমি শুনেছি, ইংল্যান্ডে ক্ষমতায় এমন লোকেরাও আছে যারা সাধারণ মানুষের হাতে অস্ত্র দিতে ভয় পায়।'

ওর্ডেন স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ওহ! আমি এ কথা ভাবিনি। ওই ধরনের লোকেরা যদি এখনও ইংল্যান্ড আর আমেরিকা শাসন করে, তাহলে দুনিয়া শেষ। আমাদের কথা তাদের বল, যদি শোনে আমাদের অবশ্যই সাহায্য দরকার, তবে ওই অস্ত্র যদি আমরা পাই'- তার মুখ অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল– 'যদি পাই, নিজেরাই করব যা করার।'

উইন্টার বললেন, 'তারা শুধু যদি ডিনামাইটও দেয়, আগ্রাসক আর কখনও শান্তিতে থাকতে পারবে না, কখনোই না! আমরা তার সরবরাহ লাইন উড়িয়ে দেব।'

BanglaBook.org

কামরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। মলি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, তখন আমরা তার বিরুদ্ধে লড়তে পারব। তার শান্তি, তার ঘুম, তার স্নায়ু, তার নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব।'

উইল শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এটুকুই, স্যার?'

'হ্যাঁ,' ওর্ডেন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। 'মূল কথা এই।'

'ওরা যদি না শোনে, তাহলে?'

'তোমরা শুধু চেষ্টা করবে, যেমন আজ রাতে তোমরা সাগর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করতে যাচ্ছ।' দরোজা খুলে ভেতরে ঢুকল অ্যানি। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'রাস্তা দিয়ে একজন সৈনিক আসছে। আমরা আসার আগে এখানে যে সৈন্যটা এসেছিল, সেই সৈন্যটাই মনে হচ্ছে। মলির এখানে একজন সৈন্য এসেছিল।'

সবাই মলির দিকে তাকাল। অ্যানি বলল, 'আমি দরোজায় তালা মেরে দিয়েছি।'

'সে কী চায়?' মলি বলল। 'সে ফিরে আসছে কেন?'

বাইরের দরোজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হচ্ছে এখন। মলির কাছে এলেন ওর্ডেন, 'কী ব্যাপার, মলি? তুমি কোন সমস্যায় পড়েছ?'

'না', মলি বলল, 'না! পেছনের পথ দিয়ে চলে যান। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!'

সামনের দরোজায় করাঘাত হচ্ছেই। একটা পুরুষকণ্ঠের মৃদু ডাক শোনা যাচ্ছে। মলি কিচেনের দরোজা খুলে দিল। বলল, 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!'

মেয়র তার সামনে দাঁড়ালেন। 'তুমি সমস্যায় পড়েছ, মলি? তুমি কোন কিছু করনি তো?'

অ্যানি ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'সেই সৈন্যটাই মনে হচ্ছে। এখানে একটা সৈন্য এসেছিল।'

'হ্যাঁ', মলি বলল মেয়রকে। 'হ্যাঁ, এখানে একটা সৈন্য এসেছিল।'

মেয়র বললেন, 'কী চেয়েছিল সে?'

'সে আমার সঙ্গে ভালবাসা করতে চেয়েছিল।'

'করেনি?' ওর্ডেন বললেন।

'না,' মলি বলল, 'করেনি। এখন যান, আর আমি সতর্ক থাকব।'

ওর্ডেন বললেন, 'মলি, তুমি যদি সমস্যায় পড়ে থাকো, তাহলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব।'

BanglaBook.org

'আমি যে সমস্যায় আছি তাতে কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না', মলি বলল। 'এখন যান', সে তাদের দরোজা দিয়ে ঠেলে দিল।

অ্যানি রয়ে গেল পেছনে। সে মলির দিকে তাকাল। 'মিস, কী চায় এই সৈন্যটা?'

'আমি জানি না কী চায় সে।'

'তুমি তাকে কোন কিছু বলে দিতে যাচ্ছ?'

'না।' মলি বিস্ময়ের সঙ্গে আবার বলল, 'না।' তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'না, অ্যানি, আমি তাকে কিছু বলব না!'

অ্যানি ভুরু কুঁচকে বলল, 'মিস, তাকে কোন কথা না বলাই ভাল তোমার!' এবং সে বেরিয়ে গেল, দরোজাটা বন্ধ হল।

মলি মাঝখানের বাতির কাছে এলো, তাকাল বাতিটার দিকে। টেবিলের দিকে তার চোখ পড়তেই দেখতে পেল বড় কাঁচিটা। সেটা তুলে নিয়ে ছুরির মতো করে বাগিয়ে ধরল, তার চোখ আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে কাঁচিটা পোশাকের ভেতর লুকিয়ে রাখল।

দরোজায় করাঘাত হয়েই চলেছে। সে শুনতে পেল কণ্ঠস্বরটা তাকে ডাকছে। এক মুহূর্তের জন্য সে বাতির ওপর ঝুঁকে পড়ল এবং অকস্মাৎ ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। কামরাটা অন্ধকার হয়ে গেল, শুধু স্টোভের জায়গাটাতে লাল আভা ছাড়া। সে দরোজা খুলল। তার কণ্ঠস্বর টান টান ও মিষ্টি। সে বলল, 'আমি আসছি, লেফটেন্যান্ট, আমি আসছি!'

অন্ধকার, পরিষ্কার রাতে একটা সাদা, অর্ধেক চাঁদ থেকে ক্ষীণ আলো আসছে। বাতাস শুষ্ক, তুষারের ওপর গান গাইছে, মেরুর শীতলতম বিন্দু থেকে শান্তভাবে বয়ে চলেছে সে বাতাস। বরফের মধ্যে বাড়িগুলো সব প্রায় চাপা পড়েছে, ঠাণ্ডার জন্য সমস্ত জানালা বন্ধ

শহরের ফুটপাথগুলো জমে শক্ত হয়ে গেছে। রাস্তাগুলোও নির্জন, শুধু এর মধ্যেও দুর্বিষহ টহল চলছে। গ্রামের এক প্রান্তে ছোট ছোট বাড়িগুলোর মধ্যে একটা কুকুর চিৎকার করছে। ঠাণ্ডা আর নির্জনতার বিরুদ্ধে সে চিৎকার দীর্ঘ, প্রলম্বিত। টহল দলের ছয়জনের কানে সে শব্দ যেন সিসার মতো বেঁধে। একজন বলে, 'প্রতিটা রাতে ওটার অবস্থা বেশি বেশি করে খারাপ হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। ওটাকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত।'

অন্য একজন উত্তর দেয়, 'কেন? চিৎকার করুক না। আমার কাছে তো ভালই লাগে। দেশে আমার একটা কুকুর ছিল, সেটাও চিৎকার করত। আমি কখনও

BanglaBook.org

ওটাকে থামাতে পারতাম না। হলুদ রঙের কুকুর। চিৎকারে আমার খারাপ লাগে না। তারা অন্যদের কুকুরের সঙ্গে আমার কুকুরটাকেও ধরে নিয়ে যায়।'

করপোরাল বলল, 'কুকুরদের যে খাবার খাওয়ানো হতো তা কি আমাদের প্রয়োজন ছিল না?'

'ওহ, আমি নালিশ করছি না। আমি জানি ওটাই ছিল প্রয়োজন। নেতারা যেভাবে পরিকল্পনা করেন আমি সেভাবে পারি না। এখানে কিছু লোকের যে কুকুর আছে, বিষয়টা আমার কাছে বেশ মজারই মনে হয়। আর আমাদের মতো অত খাবারও নেই তাদের।'

'তারা বোকা', করপোরাল বলল। 'এজন্যই এত তাড়াতাড়ি হেরে গেছে। আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করতে পারি তারা তা পারে না।' হঠাৎ সে বলল 'শোন!'

টহল দল থেমে গেল। আর বহুদূর থেকে ভেসে এলো মাছির গুঞ্জনের মতো বিমানের শব্দ।

'ওরা আসছে', করপোরাল বলল। 'আচ্ছা, কোন আলো নেই। সর্বশেষ দু সপ্তাহ আগে ওগুলো এসেছিল, তাই না?'

'বারো দিন আগে', সৈন্যটি বলল।

খনির রক্ষীরাও বিমানের শব্দ শুনতে পায়।

'অনেক উঁচুতে উড়ছে', মন্তব্য করল একজন সার্জেন্ট। ক্যাপ্টেন লফট মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে হেলমেটের তল দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। 'অন্তত ২০ হাজার ফুট উপর দিয়ে', সে বলল। 'হয়তো অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে।'

'সংখ্যায় খুব বেশি নয়।' সার্জেন্ট কান পেতে গুঞ্জন শুনছে। 'তিনটের বেশি হবে বলে আমার মনে হয় না। ব্যাটারিকে ডাকব?'

ওরা সতর্ক আছে কিনা দেখ, আর কর্নেল ল্যান্সারকে ডাকো। না, তাকে ডেক না। হয়তো বিমানগুলো এখানে আসছে না। প্রায় চলে গেছে আর ডাইভ দিতেও শুরু করেনি এখনও।'

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বৃত্তাকারে ঘুরছে। দুটোর বেশি বলে আমার মনে হয় না,' সার্জেন্ট বলল।

শহরবাসী বিছানায় শুয়েছিল। তারাও শুনতে পায় বিমানের গুঞ্জন। মেয়রের প্রাসাদে জেগে উঠল কর্নেল ল্যান্সার, চোখ বড় বড় করে তাকাল ছাদের দিকে, আরও ভাল করে আওয়াজটা শোনার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখল একটু সময়। মেয়র ওর্ডেন ঘুমের মধ্যে বিমানের শব্দ শুনতে পেলেন, তাতে একটা স্বপ্ন উৎপন্ন হল, তিনি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করলেন।

BanglaBook.org

বহু উঁচুতে কাদাটে রঙের বোমারু বিমান দুটো বৃত্তাকারে ঘুরছে। এবং পেট থেকে ছোট ছোট বস্তু নিক্ষেপ করছে ওগুলো, শত শত ক্ষুদ্র বস্তু, একটার পর একটা। কয়েক ফিট নিচে নেমে আসে বিমান দুটো, ছোট প্যারাসুটের সাহায্যে নিরাপদে ভাসিয়ে দেয় ছোট ছোট মোড়ক, তারপর আবার ওপরে উঠে ঘুরতে থাকে। এভাবে অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তু ফেলার পর বিমান দুটো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যায়।

প্যারাসুটে ভাসতে ভাসতে গাছের বীজের মতো মাটিতে এসে পড়তে লাগল বস্তুগুলো। এমন ধীরে যে কখনও দশ ইঞ্চি ডিনামাইটের মোড়ক খাড়া হয়ে পড়ল বরফের মধ্যে, আর প্যারাসুটে ওগুলো ঢেকে গেল। ওগুলো পড়ল বরফ-ঢাকা সাদা মাঠে, পাহাড়ে বনের মধ্যে, গাছের শাখায়। কিছু পড়ল শহরের বাড়িগুলোর ছাদে, সামনের ছোট আঙিনায়, আর একটা খাড়া হয়ে পড়ল সেন্ট অ্যালবার্ট দ্য মিশনারির মূর্তির ঠিক মাথার ওপর।

প্যারাসুটগুলোর একটা এসে পড়ল রাস্তায় টহল দলের একেবারে সামনে এবং সার্জেন্ট বলে উঠল, 'সাবধান! টাইম বোমা।'

'তেমন বড় নয় ওটা,' একজন সৈনিক বলল।

'কাছে যেও না।' সার্জেন্ট ফ্লাশলাইট বের করে ওটার ওপর আলো ফেলল, একটা ছোট্ট প্যারাসুট যা রুমালের চেয়ে বড় নয়, হালকা নীল রঙ, তাতে ঝুলছে নীল কাগজের মোড়কে কোন বস্তু।

'এখন কেউ এটা ছোঁবে না,' সার্জেন্ট বলল।

'হ্যারি, খনিতে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে ডেকে আন। আমরা এটার ওপর নজর রাখব।'

শেষরাতে লোকজন জেগে উঠল আর বাইরে এসে বরফের ওপর নীল মোড়কগুলো দেখতে পেল। তারা ওগুলো তুলে নিয়ে মোড়ক খুলল আর ছাপানো অক্ষরগুলো পড়ল। তারা উপহারগুলো দেখতে পেল। তখনই সবাই সচকিত হয়ে দ্রুত হাতে জিনিসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ফেলতে লেগে গেল। উপহারের কথা বাচ্চাদের কানেও পৌঁছে যায়। তারা আশপাশের পল্লী এলাকা চষে ফেলে। আর যখনই নীল মোড়ক পায় সঙ্গে সঙ্গে গোপন স্থানে লুকিয়ে ফেলে মা-বাবাকে জানায়। তবে কিছু মানুষ ভয় পেয়েছিল, তারা ওগুলো দখলদার বাহিনীর হাতে তুলে দেয়, অবশ্য এই লোকদের সংখ্যা ছিল কম।

BanglaBook.org

মেয়রের প্রাসাদের ড্রয়িং-রুমে কেদারাসহ ডাইনিং টেবিলটা সেই জায়গাতেই আছে, অ্যালেক্স মর্ডেনকে গুলি করার দিন যেখানে পাতা হয়েছিল। ম্যান্টেলের ওপর ঘড়িতে নয়টা বাজার সঙ্কেত শোনা গেল। দিনটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, মেঘে ঢাকা।

অ্যানি বেরিয়ে এলো মেয়রের কামরা থেকে; সে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ঝাড় দিতে লাগল। ক্যাপ্টেন লফট ভেতরে ঢুকল। সে দরজার কাছেই থেমে গেল, তার চোখ অ্যানির ওপর।

'তুমি কি করছ এখানে?' হুকুমের সুরে সে বলল।

'অ্যানি গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'জি, স্যার।'

'আমি জানতে চাইছি, তুমি কি করছ এখানে?'

পরিষ্কার করার কথা ভাবছি, স্যার।'

'সব যেমন আছে থাকবে, যাও এখান থেকে।'

অ্যানি বলল, 'জি, স্যার।' তারপর চলে গেল।

ক্যাপ্টেন লফট দরজার দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে, ভিতরে আনো।' তার পেছন পেছন একজন সৈনিক ভিতরে ঢুকল, রাইফেল ঝুলছে তার কাঁধে, হাতে কয়েকটা নীল রঙের মোড়ক।

লফট বলল, 'টেবিলের ওপর রাখো।' সৈন্যটি মোড়কগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখল। 'এবার ওপরতলায় গিয়ে কর্নেলকে রিপোর্ট দাও যে আমি জিনিসগুলো নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি।' সৈন্যটি চর্কির মতো ঘুরে চলে গেল।

অবিলম্বে কর্নেল ল্যান্সার কামরায় প্রবেশ করল, তার পেছনে মেজর হান্টার। এক খন্ড হলুদ কাগজ ধরা হান্টারের হাতে। ল্যান্সার বলল, 'সুপ্রভাত, ক্যাপ্টেন,' সে টেবিলের মাথার কাছে গিয়ে বসল। টেবিলের ওপর রাখা নীল মোড়কের ভিতর টিউবের স্তূপগুলোর দিকে তাকাল এক ঝলক, একটা টিউব হাতে নিয়ে তুলে ধরল চোখের সামনে। 'বসো, হান্টার,' সে বলল।

'এগুলো পরীক্ষা করেছ?'

হান্টার একটা কেদারা টেনে নিয়ে বসল। সে হাতে ধরা হলুদ কাগজটার দিকে তাকাল। 'বেশি সাবধানে করতে পারিনি,' সে বলল। 'রেল-সড়কের দশ মাইলের মধ্যে তিনটে জায়গা ভেঙে ফেলেছে।'

'ঠিক আছে, এগুলো দেখে বল কী ভাবছ', ল্যান্সার বলল।

হান্টার একটা টিউব তুলে নিয়ে বাইরের মোড়ক খুলে ফেলল, টিউবের পাশে আবার ছোট্ট একটা মোড়ক। ছুরি দিয়ে টিউবটা কাটল সে। ক্যাপ্টেন লফট তার

BanglaBook.org

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। হান্টার কাটা জায়গার গন্ধ শুঁকল আর এক সঙ্গে আঙুল ঘষল; বলল, 'এটা কমার্শিয়াল ডিনামাইট। টেস্ট না করা পর্যন্ত বলতে পারব না কত পার্সেন্ট নাইট্রোগ্লিসারিন।' টিউবের কিনারার দিকে দৃষ্টিপাত করল সে। 'এর একটা রেগুলার ডিনামাইট ক্যাপ আছে, মার্কারির ঝলক, আর একটা ফিউজ— এক মিনিট, আমার মনে হয়।' সে টেবিলের ওপর টিউবটা নামিয়ে রাখল আবার । 'এ জিনিস খুবই সস্তা আর সাধারণ', সে বলল।

কর্নেল তাকাল লফটের দিকে। 'কতগুলো ফেলা হয়েছে বলে মনে কর?'

'আমি জানি না, স্যার,' লফট বলল। 'আমরা প্রায় পঞ্চাশটা সংগ্রহ করেছি, প্রায় নব্বইটি প্যারাসুটে করে এগুলো নামানো হয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক স্থানীয় লোকেরা প্যারাসুট ফেলে রেখেই টিউবগুলো নিয়ে গেছে। তাছাড়া সম্ভবত আরও থাকতে পারে যা আমরা খুঁজে পাইনি।'

ল্যান্সার হাত নাড়ল। 'তাতে কিছুই যায় আসে না,' সে বলল। 'তারা যত খুশি ফেলতে পারে। আমরা থামাতে পারব না এবং তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারব না। তারা কাউকে জয় করেনি।'

লফট নির্দয় কণ্ঠে বলল, 'আমরা তাদের দুনিয়া থেকে দূর করে দিতে পারি!'

হান্টার একটা স্টিকের কপারের ক্যাপ খুলে উঁকি দিচ্ছে, ল্যান্সার বলল, 'হ্যাঁ– আমরা তা করতে পারি। তুমি এই মোড়কটা দেখেছ, হান্টার?'

'এখনও না, সময় পাইনি।'

'এটা একরকম শয়তানিপূর্ণ, এই জিনিসটা,' কর্নেল ল্যান্সার বলল। 'মোড়কটা নীল, সুতরাং দেখাও সহজ। বাইরের কাগজটা খোলো আর এখানে'– সে ছোট মোড়কটা তুলে ধরল– 'এখানে দেখ একটা চকলেট। প্রত্যেকেই এটা খুঁজবে। বাজি ধরে বলব, আমাদের সৈন্যরাই চুরি করবে এ জিনিস।'

একজন সৈন্য ভিতরে ঢুকল, কর্নেলের সামনে একটা চৌকো হলুদ কাগজ মেলে রেখে চলে গেল। ল্যান্সার এক নজর কাগজটার দিকে তাকাল আর কর্কশ স্বরে হাসল। 'এই যে তোমার জিনিস, হান্টার। তোমার রেললাইন ভেঙেছে আরও দুই জায়গায়।'

হান্টার কপারের ক্যাপ থেকে চোখ তুলল। সে জিজ্ঞেস করল, 'এ কেমন মোটের ওপর? ওরা কি সবখানেই ওগুলো ফেলেছে?'

ল্যান্সার ধাঁয় আছে। 'এখন মজার ব্যাপার সেটাই। আমি রাজধানীর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা একমাত্র এখানেই ওগুলো ফেলেছে।'

'আপনার কী মনে হয়?' হান্টার জানতে চাইল।

BanglaBook.org

'এটা বলা কঠিন। আমার মনে হয় এটা টেস্ট প্লেস। আমার ধারণা, এখানে যদি তারা এ পরীক্ষায় সুফল পায় তাহলে সবখানেই এ পন্থা প্রয়োগ করবে। আর এখানে কাজ না হলেও তাদের কোন ক্ষতি নেই।'

'আপনি কী করতে যাচ্ছেন?' হান্টার জানতে চাইল।

'রাজধানী আমাকে হুকুম দিয়েছে, নির্মমভাবে সব দমন অভিযান চালাতে হবে, যাতে তারা আর কোথাও এগুলো না ফেলে।'

হান্টার বলল, 'রেলপথের পাঁচটা ভাঙা জায়গা এখন জোড়া লাগাব কীভাবে? পাঁচটার মতো রেল তো আমার হাতে নেই।'

'পুরনো লাইন থেকে কয়েকটা খুলে নিতে হবে তোমাকে, আমার অনুমান,' ল্যান্সার বলল।

হান্টার বলল, 'ওতে রোডবেডের নরক হবে।'

'যাই হোক, রোডবেড হবে তো।'

মেজর হান্টার খণ্ডিত টিউবটা স্তূপের মধ্যে ছুড়ে দিল। লফট বলল, 'আমাদের এ ব্যাপার অবিলম্বে থামাতে হবে, স্যার। যারা এগুলো কুড়াবে তাদের অবশ্যই আটক করে শাস্তি দিতে হবে, তারা এসব ব্যবহার করার আগেই। আমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে যাতে তারা মনে না করে যে আমরা দুর্বল।'

ল্যান্সার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিল, সে বলল, 'সহজভাবে নাও, ক্যাপ্টেন। আগে দেখা যাক আমাদের কী আছে, তারপর প্রতিষেধকের কথা ভাব।'

ল্যান্সার ডিনামাইটটা তুলে নিয়ে বলল, 'এটা আসলে কী জিনিস, হান্টার?'

'আমি আপনাকে বলেছি। অত্যন্ত সস্তা, কিন্তু ছোটখাটো কাজের জন্য খুব কার্যকর। একটা ক্যাপ এবং এক মিনিটের ফিউজযুক্ত ডিনামাইট। আপনার যদি জানা থাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এ জিনিস খুবই ভাল। জানা না থাকলে কোন কাজে আসবে না।'

মোড়কের ভিতরের দিকের লেখাগুলো লক্ষ্য করল ল্যান্সার। 'এই লেখাগুলো পড়েছো?'

'এক নজর দেখেছি,' হান্টার বলল।

'হু, মনোযোগ দিয়ে শোনো কী লেখা আছে,' ল্যান্সার পড়তে লাগল, 'অপরাজিত জনগণের প্রতি : এটা লুকিয়ে ফেলুন। নিজেকে প্রকাশ করবেন না। এটা পরে আপনার প্রয়োজন হবে। এটা আপনার জন্য বন্ধুদের উপহার। এ দিয়ে বড় কিছু করার চেষ্টা করবেন না।' সে কিছু অংশ এড়িয়ে গেল, 'এখন এই যে,

BanglaBook.org

'পল্লী অঞ্চলে রেল-সড়ক।' এবং 'রাতে কাজ করুন।' এবং 'যানবাহনের সঙ্গে বাঁধুন।' এবার এই যে, 'নির্দেশনা : রেল। জোড়ের কাছে রেলের নিচে স্টিক বাঁধুন শক্ত করে। কাদা অথবা শক্ত বরফ দিয়ে চারপাশ ঢেকে দিন যাতে দৃঢ় থাকে। ফিউজে অগ্নিসংযোগ করে এক থেকে ষাট পর্যন্ত গণনা করতে যেটুকু সময় লাগবে সেই সময় পর ওটা বিস্ফোরিত হবে।'

সে হান্টারের দিকে তাকাল, আর হান্টার বলল, 'এতে কাজ হয়।' ল্যান্সার আবার কাগজে চোখ রেখে পড়তে লাগল, 'সেতু : দুর্বল হয়ে যাবে, ধ্বংস হবে না।' আর এই যে, 'ট্রান্সমিশন পোল,' তারপর এই যে, 'কালভার্ট, ট্রাক।'

লফট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে! নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় বের করতেই হবে। সদর দফতর থেকে কী বলা হয়েছে?'

ল্যান্সার ঠোঁট কামড়াল। 'তারা বলার আগেই আমি বলতে পারতাম তারা কী বলবে। আমি নির্দেশ পেয়েছি। আমাকে সদর দফতর নির্দেশ দিয়েছে 'বুবি ট্র্যাপ পাতো আর চকলেট বিষ মেশাও।' এটা হল নির্দেশ। সে একটু থেমে বলল, 'হান্টার, আমি একজন ভাল, অনুগত মানুষ, কিন্তু কোন কোন সময় যখন আমি সদর দফতরের বুদ্ধিদীপ্ত আইডিয়া পাই, তখন ইচ্ছা করে যদি বেসামরিক কোন ব্যক্তি হয়ে যেতে পারতাম, বৃদ্ধ অচল বেসামরিক ব্যক্তি। তারা সবসময় মনে করে, নির্বোধ জন-সাধারণকে মোকাবেলা করছে তারা। আমি বলব না, এটা তাদের বুদ্ধির পরিমাপ বলব?'

হান্টারকে বিভ্রান্ত দেখাল। 'বলবেন?'

ল্যান্সার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'না, বলব না। কিন্তু কী ঘটবে? একটা লোক মোড়ক তুলে নেবে আর আমাদের বুবি ট্র্যাপে পড়ে প্রাণ হারাবে। একটা বাচ্চা বিষাক্ত চকলেট খেয়ে মারা যাবে। কিন্তু তারপর?' সে হাতের দিকে তাকাল। 'মোড়কগুলো ধরার আগে তারা লম্বা খুঁটি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবে। পরীক্ষা করার জন্য বেড়ালকে চকলেট খাওয়াবে। নিকুচি করি, মেজর, এরা বুদ্ধিমান জনগণ। বোকা ফাঁদ তাদের একবারের বেশি ধরতে পারবে না।'

লফট গলা পরিষ্কার করে বলল, 'স্যার, পরাজিতের মতো কথা এটা। আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে। আচ্ছা, আপনি কেন মনে করছেন, ওগুলো শুধু এখানেই ফেলা হয়েছে?'

ল্যান্সার বলল, 'হয়তো কোন ভাবনা ছাড়াই এ শহরটিকে বেছে নেয়া হয়েছে, অথবা বাইরের সঙ্গে এ শহরের যোগাযোগ আছে। আমরা জানি, কয়েকজন তরুণ এখান থেকে পালিয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

লফট একঘেয়ে সুরে বলল, 'আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে।'

ল্যান্সার এবার তার দিকে ফিরল। 'লফট, জেনারেল স্টাফে অন্তর্ভুক্ত করতে তোমার জন্য আমি সুপারিশ করব। সমস্যা কী তা জানার আগেই তুমি কাজ করতে চাও। আগে জনগণকে নিরস্ত্র করা আর ঘটনা বুঝতে না দেয়া সম্ভব ছিল। এখন তা সম্ভব নয়। তারা রেডিও শোনে, জানতে পারে সব। আমরা তাদের থামাতে পারি না। এমনকি তাদের রেডিও কোথায় আছে তাও খুঁজে পাব না।'

দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে একজন সৈনিক বলল, 'মিস্টার কোরেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যার।'

ল্যান্সার বলল, 'তাকে অপেক্ষা করতে বল।'

লফট বলল, 'স্যার আমরা ডিনামাইট খোঁজা বাদ দিয়ে এখানে বসে শুধু কথা বলছি। এই লোকদের যদি সংগঠন থাকে তাহলে আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে, গুঁড়িয়ে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ', ল্যান্সার বলল, 'নিষ্ঠুরভাবে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। তুমি সব ব্যবস্থা নাও, লফট। আমাদের আরও জুনিয়র অফিসার থাকলে ভাল হতো। টন্ডার খুন হয়ে কোন কাজে আসেনি আমাদের। সে মেয়েমানুষের কাছে না গেলে পারত না?'

এরপর কর্নেলের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লফট ও হান্টার এবং ভিতরে ঢুকল কোরেল। তার চেহারা বদলে গেছে। বাম হাতে প্লাস্টার করা। মুখে তিক্ততা আর চোখ দুটো মরা শুওরের চোখের মতো।

'আমি আগেই আসতে পারতাম, কর্নেল,' সে বলল। 'কিন্তু আপনার সহযোগিতার অভাব আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে।'

ল্যান্সার বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনি রিপোর্টের উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।'

'আমি তার চেয়েও বড় ব্যাপারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আপনি আমাকে কর্তৃত্বের একটা পদ দিতে অস্বীকার করেছেন। আপনি বলেছেন, আমি মূল্যহীন। আপনি উপলব্ধি করেননি যে, আপনার বহু আগ থেকে আমি এই শহরে অবস্থান করছি। আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে আপনি মেয়রকে তার পদে বহাল রেখেছেন।'

ল্যান্সার বলল, 'তাকে সরিয়ে দিলে এখনকার চেয়ে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা ঘটত।'

'এটা আপনার মতামত,' কোরেল বলল। 'এই লোক একটা বিদ্রোহী জনতার নেতা।'

BanglaBook.org

'ননসেন্স', ল্যান্সার বলল, 'সে একদম সাদামাটা এক মানুষ।'

কোরেল ভাল হাতটা দিয়ে ডান পকেট থেকে একটা কালো নোটবুক বের করে খুলল।

'আপনি ভুলে গেছেন কর্নেল, আমার নিজস্ব সূত্র আছে, ভুলে গেছেন যে আপনার চেয়ে বহু আগ থেকে আমি এখানে আছি। এই কমিউনিটির প্রতিটা ঘটনার সঙ্গে মেয়র ওর্ডেনের যোগাযোগ আছে। লেফটেন্যান্ট টন্ডার যে রাতে যে বাড়িতে খুন হয়, সেই রাতে সেই বাড়িতে মেয়র ওর্ডেন ছিল। মেয়েটা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় ওর্ডেনের এক আত্মীয়ের কাছে। আমি তার হদিস পেলেও পরে আর দেখতে পাইনি। লোকজন পালিয়ে গেলে ওর্ডেন জানতে পেরে তাদের সাহায্য করে এবং আমি দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করি, এই প্যারাসুটের ঘটনার পিছনেও সে আছে।'

ল্যান্সার বলল সহজভাবে, 'কিন্তু আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'না', কোরেল বলল, 'আমি প্রমাণ করতে পারব না। প্রথম বিষয়টা আমি জানি; শেষের বিষয়টা কেবল সন্দেহ করি। হয়তো এখন আপনি আমার কথা শুনতে ইচ্ছুক হবেন।'

ল্যান্সার শান্তভাবে বলল, 'আপনার পরামর্শ কী?'

'ওর্ডেনকে বন্দি করতে হবে এবং কমিউনিটির শান্তিপূর্ণ আচরণের ওপরই তার জীবন নির্ভর করবে। একটাও ডিনামাইটের ফিউজে অগ্নিসংযোগ করা হলে তার জীবন থাকবে না।'

কোরেল আবার পকেটে হাত দিল আর ভাঁজ করা ছোট একটা বই বের করে আনল। পৃষ্ঠা খুলে মেলে ধরল কর্নেলের সামনে।

'স্যার, সদর দফতর থেকে পাঠানো এই আমার রিপোর্টের উত্তর। এতে আমাকে নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।'

ল্যান্সার বইটার দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'আপনি বাস্তবিকই আমার মাথার ওপর উঠে গেছেন, তাই না?' চোখে বিতৃষ্ণা নিয়ে সরাসরি তাকাল সে কোরেলের দিকে। 'আমি শুনেছি, আপনি জখম হয়েছেন। কীভাবে ঘটল?'

কোরেল বলল, 'আপনার লেফটেন্যান্ট যে রাতে খুন হল সেই রাতে পথে আমার ওপর হামলা হয়। টহল দল আমাকে বাঁচায়। সেই রাতে শহরের কয়েকজন বাসিন্দা আমার বোট নিয়ে পালিয়ে যায়। এখন কর্নেল, মেয়র ওর্ডেনকে বন্দি করা হবে কি না?'

ল্যান্সার বলল, 'সে পালায়নি, এখানেই আছে। এর চেয়ে আর কতটা বন্দি করা যায় তাকে?'

BanglaBook.org

অকস্মাৎ দূর থেকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো এবং দুজনেই জানালা দিয়ে সেদিকে তাকাল। কোরেল বলল, 'ওই যে, কর্নেল আর আপনি ভালই জানেন এই পরীক্ষা একবার সফল হলে প্রতিটা অধিকৃত দেশেই তারা ডিনামাইট পাঠাবে।'

ল্যান্সার শান্তকণ্ঠে পুনরুক্তি করল, 'আপনার পরামর্শ কী?'

'যা আগেই বলেছি। ওর্ডেনকে অবশ্যই আটক করতে হবে।'

'আর জনতা যদি বিদ্রোহ করে আর আমরা ওর্ডেনকে হত্যা করি?'

'তারপর থাকবে ওই ক্ষুদে ডাক্তারটা; যদিও তার কোনও পদ নেই, তবু মেয়রের পর শহরের কর্তৃপক্ষ সেই।'

'তার তো কোন অফিস নেই।'

'জনগণের বিশ্বাস আছে তার ওপর।'

'আর তাকেও যখন আমরা হত্যা করব, তখন?'

'তখন আমরাই কর্তৃপক্ষ। আর তখন বিদ্রোহ ভেঙে পড়বে। নেতাদের হত্যা করলে বিদ্রোহ ভেঙে পড়বে।'

ল্যান্সার হালকা পরিহাসের সঙ্গে বলল, 'আপনি সত্যিই তাই মনে করেন?'

'অবশ্যই।'

ল্যান্সার ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'সেন্ট্রি!' দরজা খুলে গেল আর একজন সৈন্য আবির্ভূত হল।

'সার্জেন্ট,' ল্যান্সার বলল। 'আমি মেয়র ওর্ডেন এবং ডাক্তার উইন্টারকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিচ্ছি। ওর্ডেনকে গার্ড দিয়ে রাখো আর উইন্টারকে এক্ষুণি এখানে নিয়ে এসো।'

সেন্ট্রি বলল, 'জি, স্যার।'

ল্যান্সার তাকাল কোরেলের দিকে– বলল, 'আশা করি আপনি জানেন আপনি কী করছেন। আমি অবশ্যই আশা করি আপনি জানেন আপনি কী করছেন।'

ছোট্ট শহরে দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। দরোজায় ফিসফিসানি, চকিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ে জানাজানি হয়ে গেল– 'মেয়রকে গ্রেফতার করা হয়েছে'– এবং ক্ষনিক চাপা একটা উল্লাসও খেলে গেল অনেকের মধ্যে, নৃশংস এক উল্লাস। লোকেরা নিচুস্বরে কথা বলাবলি করে আবার আলাদা হয়ে যায়, খাবার কিনতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দোকানে কেরানির দিকে এবং তাদের মধ্যে একটা কথা বিনিময় হয়।

BanglaBook.org

লোকেরা পল্লী এলাকায় যায়, বনে-জঙ্গলে ডিনামাইট খোঁজে। বাচ্চারা বরফের মধ্যে খেলতে গিয়ে ডিনামাইট পায়, এখন তাদেরও নির্দেশনা দেয়া আছে। তারা মোড়ক খুলে চকলেট বের করে খায়, ডিনামাইট বরফে চাপা দিয়ে রেখে মা-বাবাকে গিয়ে জানায় ওটা কোথায় আছে।

যেন একটা সংকেত পেলে লোকজন নিজ বাড়িতে ঢুকে পড়ে, দরোজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং নির্জন হয়ে পড়ে রাস্তা। কয়লা খনিতে সৈন্যরা সন্তর্পণে প্রতিটা খনিশ্রমিককে তল্লাশি করে, বারবার তল্লাশি করে তারা এবং সৈন্যদের নার্ভাস দেখায়, কর্কশ, রূঢ়। খনিশ্রমিকরা ঠাণ্ডা চোখে তাকায় সৈন্যদের দিকে এবং তাদের চোখের গভীরে নির্দয় উল্লাস।

মেয়রের প্রাসাদের ড্রয়িং-রুমে টেবিল পরিষ্কার করা হয়েছে, একজন সৈন্য মেয়র ওর্ডেনের শয়নকক্ষের দরোজায় গার্ড দিচ্ছে। কয়লার অগ্নিকুণ্ডের সামনে হাঁটু গেড়ে তাতে কয়লার টুকরো ফেলছে অ্যানি। মেয়রের দরজায় দাঁড়ানো সেন্ট্রিকে সে নিষ্ঠুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা তাকে নিয়ে কী করবে?' সৈন্যটা উত্তর দিল না।

বাইরের দরোজা খুলে আরেকটা সৈন্য সেখানে এল, ডাক্তার উইন্টারের বাহুর কাছটা ধরে রেখেছে মুঠোর মধ্যে। পেছনে দরোজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ভেতরের দরোজার সামনে দাঁড়াল সে। ডাক্তার উইন্টার বললেন, 'এই যে অ্যানি, হিজ এক্সেলেন্সি কেমন আছেন?'

অ্যানি শয়নকক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'উনি ওখানে।'

'অসুস্থ নন?' ডাক্তার উইন্টার জানতে চাইলেন।

'না, অসুস্থ মনে হয়নি', অ্যানি বলল। 'আমি পারলে তাকে জানাবো আপনি এখানে।' সে সেন্ট্রির কাছে গিয়ে কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'হিজ এক্সেলেন্সিকে জানাও যে ডাক্তার উইন্টার এসেছেন, শুনতে পাচ্ছ কি বলছি?'

সেন্ট্রি উত্তর দিল না, নড়লও না। তবে তার পেছনে দরোজা খুলে গেল আর সেখানে দেখা গেল মেয়র ওর্ডেনকে। তিনি সেন্ট্রিকে অগ্রাহ্য করে হাত দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিলেন, তারপর কামরার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সেন্ট্রি তাকে শয়নকক্ষে ফেরত পাঠানোর কথা চিন্তা করল এক মুহূর্ত, শেষে দরোজার পাশে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ওর্ডেন বললেন, 'ধন্যবাদ, অ্যানি। খুব বেশি দূর যেও না, ঠিক আছে? তোমাকে আমার দরকার হতে পারে।'

অ্যানি বলল, 'না, স্যার, আমি যাব না। মাদাম ঠিক আছেন তো সম্পূর্ণ?'

'ও চুল ঠিক করছে। তুমি দেখা করতে চাও, অ্যানি?'

BanglaBook.org

'জি স্যার', অ্যানি বলল, আর সেন্ট্রিকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, দরোজাটা বন্ধ করে দিল আবার।

ওর্ডেন বললেন, 'তুমি কোন কিছু চাও, ডাক্তার?'

উইন্টার দাঁত সিঁটকে কাঁধের ওপর দিয়ে তার গার্ডটাকে দেখিয়ে বললেন, 'মনে হয় আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখানে আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে এসেছে।'

ওর্ডেন বললেন, 'ওরা এখন কী করবে?'

তারা দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং দু'জনেই দু'জনের মনের কথা বুঝতে পারলেন।

অবশেষে ওর্ডেন নীরবতা ভেঙে বললেন, 'তুমি জানো, আমি চাইলেও এটা বন্ধ করতে পারতাম না।'

'আমি জানি', উইন্টার বললেন। 'কিন্তু ওরা জানে না।' এবং যে চিন্তাটা তার ছিল তা প্রকাশ করলেন। 'একটা সময়মনস্ক জাতি', তিনি বললেন, 'এবং সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। তারা ভাবে যে তাদের নেতা যেহেতু একজন আর মাথাও একটা, তাই আমরাও ওইরকম। কিন্তু আমরা স্বাধীন জাতি; আমাদের মানুষ যত মাথাও তত এবং প্রয়োজনের সময় আমাদের ভেতর থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য নেতা মাথা তুলবে।'

ওর্ডেন হাত রাখলেন উইন্টারের কাঁধে আর বললেন, 'ধন্যবাদ। আমি এটা জানতাম, তবে তোমার কাছ থেকে শুনতে পাওয়া বেশ ভাল। ক্ষুদেরা তলিয়ে যাবে না, কি বল?' তিনি উদ্বেগের চোখে উইন্টারের মুখ পর্যবেক্ষণ করলেন।

ডাক্তার তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আরে না, তলিয়ে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বাইরের সাহায্য নিয়ে ওরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

এক মুহূর্তের জন্য কামরাটা নীরব হয়ে গেল। সেন্ট্রি তার অবস্থান সামান্য পরিবর্তন করল।

ওর্ডেন বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সম্ভবত আর কথা বলতে পারব না, ডাক্তার। আমার মনের মধ্যে লজ্জাজনক চিন্তা এসেছে।' তিনি কাশলেন, আর অনড় সৈন্যটার দিকে একবার তাকালেন, সৈন্যটা তাদের কথা শুনছে বলে মনে হল না। 'আমি নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করছি। তারা অবশ্যই আমাকে হত্যা করবে, তারপর তোমাকেও হত্যা করবে।' উইন্টার কথা বলছেন না দেখে তিনি বলে গেলেন, 'করবে না, বল?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।' উইন্টার একটা কেদারা নিয়ে তাতে বসে পড়লেন। ওর্ডেন বলে চললেন, 'তুমি দেখ, আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি, আমি পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা নিয়ে চিন্তা করছি, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি। আমি পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি। আমার জীবনভিক্ষার কথা ভাবছি। আর এটা কি লজ্জার কথা।'

উইন্টার মুখ তুলে বললেন, 'কিন্তু তুমি তো তা করনি।'

'না, করিনি।'

'আর তুমি তা করবেও না।'

ওর্ডেন ইতস্তত করে বললেন, 'না, করব না। কিন্তু এ কথা চিন্তা করেছি।'

উইন্টার কোমল স্বরে বললেন, 'অন্যরাও যে এ কথা ভাবছে না তা কীভাবে জানলে? আমিই যে ভাবিনি তা কীভাবে জানলে?'

'জানি না তোমাকেও কেন গ্রেফতার করেছে', ওর্ডেন বললেন। 'আমার অনুমান ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে।'

'আমারও তাই অনুমান', উইন্টার বললেন।

শয়নকক্ষের দরোজায় দাঁড়ানো সেন্ট্রি নিঃশব্দে বাইরের দরোজায় দাঁড়ানো সেন্ট্রির কাছে এলো। বাচ্চারা স্কুলে যেমন ফিসফিস করে কথা বলে সেরকম তারা মুখের কোণ দিয়ে চাপা স্বরে কথা বলতে লাগল। 'তুমি ডিউটি করছ কতক্ষণ?'

'সারা রাত। চোখ খুলে রাখতে পারছি না আর।'

'আমিও। বোট থেকে পাঠানো তোমার স্ত্রীর বার্তা পেয়েছ গতকাল?'

'হ্যাঁ! সে তোমাকে হ্যালো বলতে বলেছে। তোমার আহত হওয়ার খবর শুনেছে। সে বেশি চিঠি লেখে না।'

'তাকে বল আমি ঠিক আছি।'

'নিশ্চয়— যখন চিঠি লিখব।'

কর্নেল ল্যান্সার কামরায় প্রবেশ করল; সেন্ট্রিরা শক্ত হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কর্নেল ল্যান্সার, আমরা ডিনামাইটসহ কয়েকজন লোককে আটক করেছি।'

ল্যান্সার বলল, 'ক্যাপ্টেন লফটকে বল তাদের গার্ড দিতে।' সে এগিয়ে এসে বলল, 'ওর্ডেন, এসব অবশ্যই থামাতে হবে।'

মেয়র অসহায়ভাবে হেসে বললেন, 'তারা থামতে পারে না, স্যার।'

কর্নেল ল্যান্সার কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনাকে আটক করেছি পণবন্দি হিসেবে, বিনিময়ে আপনার জনগণের ভাল আচরণ চাই। এই আমার হুকুম।'

BanglaBook.org

'কিন্তু এতে কিছু বন্ধ হবে না', ওর্ডেন নিরীহ গলায় বললেন। 'আপনি বুঝতে পারছেন না। আমি যখন জনগণের কাছে একটা বাধায় পরিণত হয়েছি, তখন তারা আমাকে ছাড়াই যা করার করবে।'

ল্যান্সার বলল, 'সত্যি করে বলুন আপনি কী ভাবছেন। জনগণ যদি জানে যে আপনাকে গুলি করা হবে যদি আর একটা ফিউজে অগ্নিসংযোগ করা হয়, তাহলে কী করবে তারা?'

মেয়র অসহায়ের মতো তাকালেন ডাক্তার উইন্টারের দিকে। তখনই শয়নকক্ষের দরোজা খুলে গেল আর মাদাম ভেতরে ঢুকলেন, মেয়রের দাফতরিক চেইনটা তার হাতে। তিনি বললেন, 'তুমি এটা কথা ভুলে গিয়েছিলে।'

ওর্ডেন বললেন, 'কী? ওহ, হ্যাঁ', তিনি মাথা নোয়ালে মাদাম চেইনটা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। মেয়র বললেন, 'ধন্যবাদ, ডিয়ার।'

মাদাম অনুযোগ করলেন, 'তুমি এটার কথা সবসময়ই ভুলে যাও। সবসময়।'

মেয়র চেইনটার শেষ প্রান্ত ধরে দেখতে লাগলেন– সোনার একটা লকেট, তার অফিসের ছবি খোদাই করা। ল্যান্সার আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে তারা?'

'আমি জানি না', মেয়র বললেন। 'আমার মনে হয় তারা ফিউজে অগ্নিসংযোগ করবে।'

'আপনি যদি তাদের নিষেধ করেন?'

উইন্টার বললেন, 'কর্নেল, আজ সকালে আমি দেখলাম ছোট্ট একটা ছেলে একটা তুষার মানব বানাচ্ছে। আর তিনজন সৈন্য সেটা লক্ষ্য করছে। আপনার নেতার ক্যারিকেচার সেটার মধ্যে ফুটে উঠতেই তারা তুষার মানবটা ধ্বংস করে দিল।'

ল্যান্সার ডাক্তারের কথা উপেক্ষা করল। 'আপনি যদি তাদের নিষেধ করেন?' সে আবার জিজ্ঞেস করল।

মেয়রকে মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন; তার চোখের পাতা নেমে এসেছে, তিনি বিষয়টা ভাবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে বললেন, 'আমি খুব বেশি সাহসী মানুষ নই, স্যার। আমার মনে হয় তারা অগ্নিসংযোগ করবে, যাই হোক না কেন।' তিনি কথাগুলো বলার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করলেন। 'আমিও আশা করি তারা ফিউজে আগুন ধরিয়ে দিক, কিন্তু যদি নিষেধ করি তাহলে তারা ব্যথিত হবে।'

মাদাম বললেন, 'এসব কী হচ্ছে?'

'এক মুহূর্ত চুপ থাকো, ডিয়ার', মেয়র বললেন।

'আপনি মনে করেন তারা অগ্নিসংযোগ করবে?'

BanglaBook.org

ল্যান্সার জিজ্ঞেস করল।

মেয়র গর্বের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, তারা অগ্নিসংযোগ করবে। আমার বাঁচা-মরায় কিছুই যায়-আসে না, স্যার, তবে— আমি কী করব সেটা কিন্তু পছন্দ করে নিতে পারি। যদি ওদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করি ওরা ব্যথিত হবে, কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যদি যুদ্ধ করতে বলি তাহলে ওরা স্পন্দিত হবে। আমি খুব বেশি সাহসী মানুষ নই, কিন্তু তাদের সাহস জোগাতে চাই।' তিনি ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন। 'দেখুন, এ কাজটা করা সহজ, যেহেতু আমার জন্য সমাপ্তিটাও এক।'

ল্যান্সার বলল, 'আপনি যদি বলেন হ্যাঁ, আমরা ওদের বলব যে আপনি না বলেছেন। আমরা ওদের বলব, আপনি প্রাণভিক্ষা চেয়েছেন।'

উইন্টার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তারা জানতে পারবে উনি কী বলেছেন। এক রাতে তোমাদের এক লোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আর সে বলেছিল, মাছিরা ফ্লাইপেপার জয় করেছে। তার সে কথা পুরো জাতি এখন জানে। তারা এ নিয়ে গানও বেঁধেছে একটা। মাছিরা ফ্লাইপেপার জয় করেছে। তুমি কোন কিছু গোপন রাখতে পারবে না, কর্নেল।'

ওর্ডেন সোনার লকেটে আঙ্গুল বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, স্যার, কিছুই পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না এর। আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন এবং ধূলিসাৎ হয়ে যাবেন।' তার কণ্ঠস্বর আরও কোমল হয়ে এলো। 'জনগণ বিজিত হতে চায় না, স্যার, সুতরাং তারা বিজিত হয়ে থাকবে না। মুক্ত মানুষ একটা যুদ্ধ শুরু করতে পারে না, কিন্তু একবার যদি শুরু করে তাহলে পরাজয়ের মধ্যেও লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। পশুর মতো পালিত লোকজন, একজন নেতার অনুগামীরা তা পারে না।'

ল্যান্সার সটান দাঁড়িয়ে আছে, কঠিন ভঙ্গিতে। 'আমার হুকুম পরিষ্কার। এগারোটা শেষ সময়। আমার হাতে পণবন্দিরা রয়েছে। যদি অহিংসতা ঘটে, পণবন্দিদের হত্যা করা হবে।'

এবং ডাক্তার উইন্টার বললেন কর্নেলকে, 'এতে কাজ হবে না জেনেও তুমি এ নির্দেশ বহাল রাখবে?'

ল্যান্সারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'কী হবে না হবে কিছু যায় আসে না, আমার নির্দেশ বহাল থাকবে। কিন্তু আমি মনে করি, স্যার, আপনাদের তরফে একটা ঘোষণা অসংখ্য মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে পারে।'

মাদাম তাদের কথায় নাক গলিয়ে দিলেন, 'এসব ননসেন্স কথাবার্তার মানে কী আমি জানতে চাই।'

BanglaBook.org

'আসলেই ননসেন্স, ডিয়ার।'

'কিন্তু তারা মেয়রকে গ্রেফতার করতে পারে না', মাদাম তাকে ব্যাখ্যা দিলেন।

ওর্ডেন তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'না', তিনি বলেন, 'তারা মেয়রকে গ্রেফতার করতে পারে না। মেয়র হচ্ছে মুক্ত মানুষদের ধারণকৃত একটা আইডিয়া। এবং আইডিয়া গ্রেফতার করা যায় না।'

দূর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এলো। পাহাড়ে শোনা গেল তার প্রতিধ্বনি। কয়লা খনির হুইসেল আবার বেজে উঠল হুঁশিয়ার করে দিতে। ওর্ডেন উদ্বিগ্ন হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মৃদু হাসলেন। দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল— এবার আরও কাছে এবং আরও জোরালোভাবে— আবার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে। ওর্ডেন ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর ঘড়ি ও চেইন খুলে ডাক্তার উইন্টারের হাতে দিলেন। 'মাছিদের ব্যাপার কেমন চলছে?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'মাছিরা ফ্লাইপেপার জয় করেছে', উইন্টার বললেন।

ওর্ডেন ডাকলেন, 'অ্যানি!' শয়নকক্ষের দরোজা খুলে গেল তৎক্ষণাৎ এবং মেয়র বললেন, 'তুমি শুনছিলে?'

'জি, স্যার।' অ্যানি বিজড়িত কণ্ঠে বলল।

এ সময় আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটল খুব কাছেই কোথাও, প্রচণ্ড শব্দ হল, কাঠ আর ভাঙা কাচের টুকরো উৎক্ষিপ্ত হওয়ার শব্দও শোনা গেল, সেন্ট্রিদের পেছনের দরোজাটা খুলে গেল বাতাসের ধাক্কায়। ওর্ডেন বললেন, 'অ্যানি, আমি চাই যতদিন মাদামের প্রয়োজন হবে ততদিন তুমি তার কাছে থাকবে। তাকে একা ছেড়ে যেও না।' তিনি বাহু দিয়ে মাদামকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার কপালে চুমু দিলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন দরোজার দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট প্র্যাকল। চৌকাঠে গিয়ে তিনি ফিরলেন ডাক্তার উইন্টারের দিকে। 'ক্রিটো, আমি অ্যাসক্লেপিয়াসের কাছে একটা মোরগ ঋণী আছি', তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, 'তুমি মনে করে ঋণটা শোধ দেবে?'

উত্তর দেয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো বন্ধ করলেন উইন্টার, 'ঋণ শোধ করা হবে।'

ওর্ডেন অনুচ্চস্বরে হাসলেন। 'দেখ, আমার মনে আছে। আমি ওই সংলাপটা ভুলে যাইনি।' তিনি প্র্যাকলের বাহুতে হাত রাখলেন, আর প্র্যাকল ঝটকা মেরে সরে গেল।

উইন্টার মাথা নাড়লেন ধীরে ধীরে। 'হ্যাঁ, তোমার মনে আছে। ঋণ শোধ করা হবে।'

– সমাপ্ত –

BanglaBook.org